সোনাই দীঘি

[পল্লীগাথার নাট্যরূপ]

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ—

সত্যম্বর অপেরা ও বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
৩৬৮(পু:১০৫) রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

[দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পাপের ফসল

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। ভারতী অপেরার যশের মুকুট। মহাপাপ করেছিলেন সাজাহান, সিংহাসনের জন্ম এক একটি করে সব কটি ভাইকে হত্যা করে। তারই ফসল তুলেছিলেন তিনি বত্রিশ বছর পরে যখন বন্দিশালায় তাঁর কাছে এল তাঁর পুত্রের ছিন্নশির। সেই মহাপাপের মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর বিস্ময়কর নাট্যরূপ। সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন নূরজাহানের হাতের পুতুল—রাজশক্তির অবিচারে ক্ষেপে উঠল খুরম—নারীর শাসনে বিদ্রোহী হল সেনানী মহাব্বৎ খাঁ। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে পুত্রের হাতে বন্দী হলেন শাহানশা—বীরাঙ্গনা নূরজাহান ছুটে গেলেন রণাঙ্গণে। তারপর ? উজির আসফ খাঁ কেমন করে ভগ্নী নুরজাহানের স্বপ্ন ধুলিসাৎ করলেন, রাজপরিবারের এই সমরানলে কি আহুতি দিলেন রাজপুত্র শারিয়ার ? কোথায় তলিয়ে গেল নুরজাহানের কন্যা লালী ? কার ছিন্নশির খুরম সম্রাট সম্রাজ্ঞীকে উপহার দিলে ? কে দিলে অভিশাপ—এই পাপের ফসল তুমি কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করবে ? সেই খুরম—এই সাজাহান। দাম ৩'৫০ টাকা।

মূর্খের পাঁচালী

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। নিউ রয়েল বীণাপাণির বিজয়স্তম্ভ। সামাজিক নাটক। বিচারের ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতীছাত্রের শোচনীয় পরিণতি। বর্ত্তমান সমাজের এক ভয়াবহ চিত্র রক্তের আখরে লেখা। দাম ৩'৫০ টাকা।

—প্রকাশক—

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮, (পুরাতন ১০৫) রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৬

—প্রচ্ছদ—

রঞ্জিত দত্ত

প্রকাশের অপেক্ষায়

সত্য প্রকাশের

মেঘমুক্তি, নাগিনীর বিষ।

অনিল দাসের

তীর ভাঙ্গা ঢেউ, নবাবী তাজ।

ভৈরব বাবুর

অরুণ বরুণ কিরণমালা, মাটির কেল্লা, পদধ্বনি।

ব্রজেন দে'র

পাপের ফসল।

—মুদ্রাকর—

কে, সি, ধর,

"ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌"

৩৭১ নং, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৫

ভক্তিরসসাগর

মমতার গৈরিক নির্ঝর

পরম-প্রেমময় অগ্রজ

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দে মহাশয়ের

করকমলে

ব্রজেন

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

ফেরারী স্বামী—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রঞ্জন অপেরায় অভিনীত। বাস্তবধর্ম্মী নাটক। বিজন মুখার্জীকে খুন করে ৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা নিয়ে ভৃত্য হরেকৃষ্ণ ধাড়া হল ফেরার। ৭ মাসের সুজনকে বোনের কোলে দিয়ে পত্নী চলে গেল স্বামীর খোঁজে। মাসীর চেষ্টায় সুজন হল সুশিক্ষিত। মাসীর মেয়ে মেনকার প্রতিহিংসায় সুজন হল নিরাশ্রয়। ছাত্রী মিতা দিলে ঘৃণার থুৎকার। মূল্য ৩.৫০।

অরুণ বরুণ কিরণমালা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতার সুবিখ্যাত যাত্রা সংস্থা কালিকা নাট্য কোম্পানীর অভিনব নাট্য নৈবেদ্য। অরুণ—বুর্জ্জোয়া বুনিয়াদী পরিবারের রূপবান যুবক—রূপলালসার পূজারী। বরুণ—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দ্বিধাবিভক্ত আদর্শের অক্ষম তন্ত্রধারক। কিরণমালা—দরিদ্র সংসারের অভাবের বেদী মূলে সুশোভনা রূপ প্রতিমা। যুগ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত সমাজের তিনটি কোন থেকে তিনটি মানুষের জীবনের পদাবলী। শ্বেত মানব জনসন রবার্টের চক্রান্তে মেহের পুরের মাটিতে শুরু হল ভুলের আবাদ। সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করল সমাজ সেবক রাখাল চাটুজ্যে। মিছিল নিয়ে এগিয়ে এল আদীবাসী যুবক নয়ন দাস। দাবীর নিশান হাতে পুরোভাগে অগ্নিকন্যা কলমীলতা। কেমন করে গর্জ্জে উঠল শান্ত পল্লীর শান্ত মানুষ কৈলাস। কে সাজালো নিষ্ঠাবান সত্যাশ্রয়ী আদীনাথকে মিথ্যাবাদী, শঠ, প্রবঞ্চক? স্বার্থপর সদানন্দ শিরোমনী ও কাত্যায়নী কি চেয়েছিল? চোখের জল কালি করে হৃদয়ের শিলালিপিতে কি লিখে গেল ছোট্ট শিশু বিষ্ণু? অর্ধ দগ্ধ অঙ্গারকে দেখেছেন? শুনেছেন তার সঙ্গীতের কান্না? পথ ছেড়ে দিয়েছেন কি নব্য শিক্ষায় শিক্ষিতা রূপসী রাজকুমারীকে আসতে দেখে? পিছন ফিরে দেখুন সোনাচাঁদ আসছে। হাতে তার থলি—সংসার বাজার থেকে কিনতে চলেছে এক টুকরো হাসি। মনে তার হিসাবের অংক। অরুণকি চেয়েছিল, বরুণ কি দিল, কি হারাল ক্রন্দসী কিরণমালা? ৩.৫০।

ভূমিকা

অসংখ্য নাট্যরসিকের তাগাদায় অতিষ্ঠ হইয়া যাত্রাজগতের যুগান্তকারী এই "সোনাই দীঘি" নাটক অসময়ে প্রকাশ করিতে হইল। ছত্রিশ বছর ধরিয়া আমি যাত্রাজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও দেখি নাই কোন একটি বিশেষ নাটকের অভিনয় দেখার জন্য এমন দুর্ব্বার জনস্রোত, আর মুদ্রিত নাটকের জন্য এমন হাজার হাজার পত্রের তাগিদ। শুধু যাত্রার খোলা আসরেই নয়, বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চেও এ নাটক তিনদিন পরিবেশন করা হইয়াছে; সেখানেও দেখিয়াছি কল্পনাতীত ভীড়।

ময়মনসিংহ-গীতিকার অন্তর্গত "সোনাই" নামক প্রাচীন পল্লীগাথার নাট্যরূপ এই "সোনাই-দীঘি"। পল্লীকবির স্বভাবমধুর ভাষায় যে-কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে, আমার অক্ষম লেখনী হয়ত তাহার পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু কোহিনূরের আধখানা ভাঙ্গিয়া গেলেও তার জৌলুষ মানুষের চোখ ধাঁধাইয়া দেয়।

নাটকে সুরারোপ করিয়াছেন গীতিকণ্ঠ শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য। নাটকখানির অভাবনীয় সাফল্যের মূলে আছে আর একজনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তি। তিনি সত্যম্বর অপেরার নীরব কর্ম্মবীর ও "সাংঘাতিক" পরিচালক শ্রীহরিপদ বায়েন এঁদের সঙ্গে সত্যম্বর অপেরার কুশলী নটনটীদের এবং আমাদের অগণিত অনুগ্রাহকদের আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

গ্রন্থকার।

মাটির কান্না—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে'র অভিনব সৃষ্টি। জনতা অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। নাট্য সাহিত্যের কোহিনুর, ভাবভাষার তাজমহল। লবণের পশারী হিন্দুবীর হিমুর দেশাত্মবোধের অপূর্ব্ব আখ্যান স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত। মোগলশাহীর চক্রপেষনে ভারতের কোটি কোটি মানুষ যখন নির্জ্জীব, তখন এই ফেরীওয়ালার চোখে ভেসে উঠল ভারতমাতার দীনার্ত্ত মূর্ত্তি। এই দেশেরই মানুষ শের শা'র বংশধর সুলতান আদিল শা'র সৈন্য নিয়ে সে জয় করল দিল্লীর মসনদ। ৩·৫০।

মাটির কেল্লা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত নূতন আঙ্গিকের বিস্ময়কর ঐতিহাসিক নাটক। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। এর কাহিনী অভূতপূর্ব্ব, এর সংলাপে নূতনত্বের স্বাদ, এর চরিত্রগুলি বাস্তব পটভূমিকায় জীবন্ত। বাঙ্গালীরা আবার দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কেঁপে উঠেছে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলক। বাংলায় পাঠালেন সুবাদার খান-ই-জাহান খাঁকে। বাঙ্গালীদের শায়েস্তা করে বাংলার বিপ্লব খতম কর। কিন্তু—

বাংলার দরদী সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম এক বলিষ্ঠ হিন্দু যুবকের সাহায্যে মাটির কেল্লাকে করলেন দুর্ভেদ্য। দিল্লীর কামান বার বার গর্জ্জন করেও ভাঙ্গতে পারল না বাঙ্গালীর প্রাণকেন্দ্র মাটির কেল্লার এক মুঠো মাটি। তবু জ্বলে উঠল গৃহযুদ্ধের আগুন। ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত সাহায্য করল হিন্দু মুসলমানে বিবাদ সৃষ্টি করতে। তাপসীর তপস্যা কি ব্যর্থ হল? জনার্দ্দন দেবের রক্ষণশীলতা কি সফল হয়েছিল? কৃষাণী মেয়ে আনজু বানুর গান, যৌবন, দীল কারও জন্য কি থেমে গেল? এর উত্তর দেবে—কেল্লাদার খুরসীদ খাঁ, ফকির কোর্ব্বান, ধর্ম্মান্ধ ব্রাহ্মণ বলদেব, কুটিল নায়ক নাসিমউদ্দিন আর যৌবনবতী নারী সিতারা বেগম। কিন্তু সামনে এসে দাঁড়াবে—রসকুম্ভ আনন্দময়, দেশপ্রেমিক আজিমউদ্দিন, সবার সামনে দাঁড়িয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে নায়ক ধূমকেতু। ৩·৫০।

পরিচয়

—পুরুষ—

প্রতাপরুদ্র	দীঘলহাটির রাজা।
মাধব	ঐ পুত্র।
যাদব	রাজার ভাগিনেয়।
ভাটুক ঠাকুর	জনৈক ব্রাহ্মণ।
পেলব	ঐ পুত্র।
অবতার	ভাটুক ঠাকুরের শ্যালক।
হোসেন শাহ	গৌড়ের নবাব।
ভাবনা কাজী	দেওয়ান।
আশাবাসী খাঁ	ভাবনার অনুচর।
আজিম খাঁ	মোল্লা।
সুবাহু	চামরহাটির যুবরাজ।
নিশাচর	উদ্‌ভ্রান্ত যুবক।

—স্ত্রী—

মুক্তকেশী	ভাটুকের স্ত্রী।
মল্লিকা	প্রতাপরুদ্রের ভগিনী।
কেতকী	চামরহাটির রাজকন্যা।
সোনাই	ভাটুকের ভাগ্নী।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

একটি পয়সা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর অনন্ত আঙ্গিকের সার্থক সৃষ্টি। লোকনাট্যের পাদ প্রদীপের উজ্জল দীপশিখা। কাব্যলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ ধন্য অবিস্মরণীয় যাত্রা নাটক। একটি পয়সার কাহিনীতে নূতন পথের ইঙ্গিত। একটি পয়সার সংলাপে, মানবাত্মার নব উচ্ছাস। একটি পয়সার দৃশ্যসজ্জায় চলচ্চিত্রের আনাগোনা। কাহিনী—সংলাপ—দৃশ্য-সজ্জার বরণডালা একটি পয়সা। ভারসাম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণ প্রতিকৃতি ভুজঙ্গ নারায়ণের শোষণ। মানবাত্মার অবমাননাকারী ম্যানে-জারের বৈচিত্রময় উন্মাদনা, মানুষের মনে ঘুমন্ত স্বত্বাকে জাগাতে পারবে-কি? পারবে কি, শবরী, রাঙ্গা জেলেনী, রূপনারায়ণ, মৌসুমীর দুঃখ মানুষের চোখে জল আনতে? জানেন কি—মিছিলের মানুষ পাগলা কবিকে? যদি না চেনেন তাহলে, দীপনারায়ণকে, হীরালাল হালদারকে, বিপ্লবী শ্রমিক নেতা অশোক ও যাত্রাভিনেতা অলোককে জিজ্ঞাসা করুন। ভয় পাবেন না—পাগলা বাবা, হনুমান দাস, পিয়ার আলি, মঙ্গল সিং-এর সার্থক ছদ্মবেশী দিবাকরকে দেখে। দিবাকর আপনার দলের—আপনার মনের কথা দিবাকরের মুখে—দিবাকরের স্বপ্ন আপনার বুকে। তাকে দেখুন, নিজেকে চিনুন, আর মনে মনে হিসাব করুন,—কোটি কোটি মানুষের ভ্রুকুটি ভয়াল জিজ্ঞাসা—একটি পয়সার কত দাম? সত্যম্বর অপেরার অবিস্মরণীয় অভিনয়—যে নাটক লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে তৃষ্ণা এনেছে। বিদগ্ধ জনসমাজের চাহিদা মেটাতে যার অভিনয় সহস্র রজনীর সিংহদ্বারে,—। মহাজাতি সদনে, রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে, সমগ্র পশ্চিম বাংলায় ও আসাম ত্রিপুরার লক্ষ কোটি কণ্ঠের প্রশংসা ধন্য। মূল্য ৩·৫০।

জীবন্ত কবর—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে ঐতিহাসিক নাটক। ১৮৫২খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজত্বকালে বাংলার ইংরাজ ও মুসলমান শাসকের প্রতিহিংসার এক করুণ বিস্ময়কর ও লোম-হর্ষক কাহিনী। দৃশ্যে দৃশ্যে আতঙ্ক, বিস্ময় ও উত্তেজনা। মূল্য ৩·৫০ টাকা।

সোনাই দীঘি

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য।

দীঘলহাটির পথ।

পল্লীবালাগণের কলসীকাঁখে প্রবেশ।

পল্লীবালাগণ। **গীত।**

সই, দেখবি যদি আয়,
কালার বাঁশের বাঁশী শুনে রাই মিশেছে যমুনায়!
কদম গাছে ব্রজের কানু বাজাল যবে বাঁশী,
কলসী নিয়ে যমুনাতে দাঁড়িয়েছিল সর্ব্বনাশী,
কলসী ভেসে গেল জলে;
রাধারাণী গেছে গ'লে,
বাঁশীর সুরে কান্না ঝরে, পশুপাখীর প্রাণ কাঁদায়!

সোনাই। [নেপথ্যে] আয় আয়, শ্যামলি, আয়।

দড়িহাতে সোনাইয়ের প্রবেশ।

সোনাই। তোরা আমাদের গরুটাকে দেখেছিস্?

১ম বালিকা। দেখেছি সোনাই। ওই যে রথতলার পাশ দিয়ে হন-হন করে আসছে। এলেই দড়ি দিয়ে বাঁধবি, বুঝলি?

[বালিকাদের অট্টহাসি ও প্রস্থান।

সোনাই। কার কথা বলছে, কে জানে! কোথায় গেল বল দেখি হতভাগী? খুঁজে না পেলে মামীমা যে আস্ত রাখবে না।

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। কেমন আছ সোনাই?

সোনাই। এ কি, কুমার!

মাধব। কুমার বলছ যে? আগে ত মাধবদা বলতে!

সোনাই। আর কি তা বলা যায়? তোমার ত মান মর্য্যাদা আছে। একদিন তুমি এই দীঘলহাটির রাজা হবে, আমি হব তোমার প্রজা। পান থেকে চুণ খসলে হয়ত তুমি পাইকদের হুকুম দেবে, "ধরে আন সোনাইকে।" আমি কি তখনও রাজসভায় গিয়ে তোমায় বলব,—"মাধবদা, আমায় তলব দিয়েছ কেন?"

মাধব। অনেক কথা শিখেছ দেখছি। সাত চড়ে যে কথা কইত না, দু বছরে সে এত কথা শিখলে কোথায়? মামী মরে গেছে না কি?

সোনাই। শুধু শুধু জলজ্যান্ত মানুষটাকে মেরে ফেলছ কেন?

মাধব। না না, মারব কেন? তিনি যমের অরুচি হয়ে দীর্ঘ-কাল বেঁচে থাকুন এবং তোমাকে মনের আনন্দে গালাগাল দিন। তুমি ত দু বছরে অনেক বেড়ে উঠেছ। মামী কি এখন আর স্যাঁকা দেয় না না কি?

সোনাই। কি বাজে কথা বলছ? স্যাঁকা আবার কবে দিলে? দু বেলা খেতেও ত তারাই দিচ্ছে।

মাধব। ছাই খেতে দিচ্ছে। দিনরাত দাসীর মত খাটিয়ে নিয়ে দু বেলা আধপেটা খেতে দেয়। তুমি যে কথা শুনছ না। নইলে আমি একদিন তোমার মামীকে সাবধান করে দিয়ে যেতুম।

সোনাই। চুপ কর মাধবদা। কেউ শুনতে পেলে অমনি গিয়ে কাণে তুলে দেবে, আর আমার নির্য্যাতনের অবধি থাকবে না। তুমি এখন যাও মাধবদা, সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

মাধব। দড়ি নিয়ে কাকে বাঁধতে যাচ্ছ?

সোনাই। গরুটা কোথায় গেছে, বেঁধে আনতে যাচ্ছি।

মাধব। এই ভর সন্ধ্যেবেলা গরু বাঁধতে যাচ্ছ তুমি? তারপর তোমাকে যদি কেউ বেঁধে নিয়ে যায়, তাহলে কি হবে?

সোনাই। কি আর হবে? মামা কাঁদবেন, মামী চীৎকার করে পাড়া মাথায় করবে, পাড়া পড়শীরা কয়েকদিন কুৎসা কীর্ত্তন করবে, তরপর সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মাধব। হুঁ; দড়িটা আমায় দাও দেখি।

সোনাই। সে কি মাধবদা? তুমি গরু—

মাধব। আমি গরু নই, মানুষ। যাও বাড়ী যাও, আমি গরু নিয়ে আসছি!

সোনাই। তুমি গরু নিয়ে যাবে কি? ছি ছি, লোকে বলবে কি? আজ না তোমায় আশীর্ব্বাদ করতে আসবে?

মাধব। সে খবরও রাখ?

সোনাই। তারা যদি কেউ তোমায় গরু বেঁধে নিয়ে আসতে দেখে, তাহলে যে আশীর্ব্বাদ না করেই ফিরে যাবে!

মাধব। সর্ব্বনাশ! তাহলে উপায়? এমন পাত্রী হাতছাড়া হলে আমি বিয়ে করব কাকে?

সোনাই। কেন ঠাট্টা কচ্ছ? পাত্রী ত শুনেছি খুব সুন্দরী।

মাধব। আমার সোনাইয়ের চেয়ে ত সুন্দরী নয়।

সোনাই। এ তুমি কি বলছ মাধবদা?

মাধব। কাছে এস, বুঝিয়ে বলছি।

সোনাই। না না; তুমি যাও কুমার। লোকে দেখতে পেলে কুকথা বলবে। বোঝ না কেন? তুমি রাজকুমার, লোকনিন্দায় তোমার কিছু যায় আসে না; একটা পাত্রী হাতছাড়া হলে এক-গোটা এগিয়ে আসবে। কিন্তু আমি যে পরান্ন-পালিতা দরিদ্রের মেয়ে। আমার গায়ে এতটুকু কলঙ্কের কালি লাগলে আমার মামার মাথায় বজ্রাঘাত হবে। মামী আমায় আধপেটাও খেতে দেবে না।

মাধব। চোখে তোমার জল এল যে সোনাই।

সোনাই। অনেক কষ্টে মামা আমার একটি সম্বন্ধ জুটিয়েছেন। কোন কারণে এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেলে আর আমার বিয়ে হবে না।

মাধব। বিয়ে কি তোমার হয়নি সোনাই?

সোনাই। এ কি কথা মাধবদা? বিয়ে হয়ে গেছে কি বলছ?

মাধব। দেখ ত আমার কড়ে আঙুলে এই লোহার আংটিটা কার? তোমার নয়?

সোনাই। হ্যাঁ। কিন্তু—

মাধব। আর কিছু তোমার দেবার ছিল না, শুধু হাতে এই লোহার আংটিটা ছিল। তাই তুমি আমার হাতে পরিয়ে দিয়ে বলেছিলে, "তুমিই আমার বর।" মনে আছে সে কথা?

সোনাই। আছে। কোনদিনই সে কথা আমি ভুলি নি। তুমি আমায় একটা পয়সা দিয়ে বলেছিলে,—"এই পয়সা দিয়ে তোকে কিনে রাখলুম।"

মাধব। সে আজ দশ বছরের কথা সোনাই। কত আংটি আমি পরেছি, তা বলে তোমার আংটি আমি ফেলে দিই নি। ছোট হয়ে গেছে, তবু সে আমার হাতেই আছে।

সোনাই। আজ সে আংটি ফিরিয়ে দাও মাধবদা,—তোমার পয়সাও ফিরিয়ে নাও, আমি ঘুনসীর সঙ্গে গেঁথে রেখেছিলাম।

মাধব। আংটি পাবে না, পয়সাও ফিরিয়ে নেব না।

সোনাই। কিন্তু তোমার যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

মাধব। আশীর্ব্বাদ এখনও হয় নি।

সোনাই। তুমি আশীর্ব্বাদ নেবে না?

মাধব। না।

সোনাই। তোমার পিতা কি তা সহ্য করবেন?

মাধব। নিশ্চয়ই না।

সোনাই। তবে?

মাধব। যা হয় হক। তোমার আংটি যখন হাত বাড়িয়ে নিয়েছিলাম, তখন আমি নির্ব্বোধ শিশু ছিলাম না। আমি বুঝে শুনেই তোমায় স্ত্রী বলে মেনে নিয়েছিলাম। সত্য বলে যা জেনেছি, কারও মুখ চেয়ে কোনদিনই আমি তা অস্বীকার করি নি। মন্ত্র পড়ে তোমায় বিবাহ না করলেও আমি এই দশ বছর ধরেই জেনে আসছি যে তুমি আমার স্ত্রী। তুমি যদি আমায় প্রত্যাখ্যান না কর, তাহলে আমি তোমায় ত্যাগ করব না।

সোনাই। ফিরে যাও মাধব। তোমার আত্মীয় স্বজন আছে, আশা আকাঙ্খা আছে, বিপুল ঐশ্বর্য্য আছে! আমার মত দুর্ভাগিনীকে নিয়ে সব হারিয়ে বসো না। এ মোহ থাকবে না, এ স্বপ্ন ভেঙে যাবে, তখন পুরুষ তুমি তোমার পথ খোলাই থাকবে, কিন্তু আমার আর কোন পথ থাকবে না।

মাধব। স্বপ্ন নয়, মোহ নয়। শুনে যাও তুমি, হে বিদায়োন্মুখ সূর্য্যদেব, জীবনে মরণে সোনাই আমার স্ত্রী।

[সোনাই মাধবের পায়ে পড়িল, মাধবের প্রস্থান।

সোনাই। গীত :

তোমারি নামেতে বাঁধিয়াছি সুর আমার বীণার তারে,
নিবানিশি তায় আমি যে বাজাই গোপন অন্ধকারে!
কি দিয়ে তোমারে বাঁধিব?
ভেবেছিনু তব স্মৃতি বুকে ধরি সারাটি জীবন কাঁদিব;
কেন এলে তুমি, দিলে বরমালা?
সহিতে নারিবে দুঃসহ জ্বালা,
এ যে শাখের করাত, আসিতে যাইতে কাটে শুধু বারে বারে।

ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

ভাবনা। রাজবাড়ীটা কোনদিকে বলতে পার? [সোনাইকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল] তুমি কে?

সোনাই। আমি এই গাঁয়েরই মেয়ে। রাজবাড়ী যাবেন? ওই যে রথতলার পাশ দিয়ে সোজা উত্তরে চলে যান। তারপর—

ভাবনা। থাক্ থাক, সে আমি দেখে নেব এখন। কিন্তু তুমি—কি নাম তোমার?

সোনাই। আমার নাম সোনাই।

ভাবনা। ওসব নাম চলবে না। সোনাই আবার একটা নাম হয় না কি? না আছে সুর, না আছে তাল। তোমার বাপের নাম কি?

সোনাই। আমার বাবাও নেই, মা-ও নেই।

ভাবনা। তবে কে আছে তাই বল না। আমার বেশী কথার সময় নেই যে তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকব।

সোনাই। কে আপনাকে বকতে বলছে? যেখানে যাচ্ছেন যান না।

ভাবনা। বেয়াদবি রাখ। মনে রেখো, আমি নবাবের দেওয়ান ভাবনা কাজী।

সোনাই। আপনিই ভাবনা কাজী! আচ্ছা, আমি তাহলে আসি।

ভাবনা। দাঁড়াও। আসি বললেই হল? তোমাকে দেখতে শুনতে মন্দ নয়। এইমাত্র গান গাইছিল কে? তুমি? আর একখানা গাও। তোমাদের বাড়ীতে সরাপ আছে, সরাপ?

সোনাই। আমার মামা ও ছাইপাঁশ খান না।

ভাবনা। ছাইপাঁশ। তুমি বড় মুখরা দেখছি। আচ্ছা,— চাবুকের ঘায়ে ঠিক হয়ে যাবে। গাও।

সোনাই। যাকে তাকে গান শোনাবার আমার সময় নেই।

ভাবনা। যাকে তাকে নয়, নবাবের দেওয়ান ভাবনা কাজীকে। তুমি বোধ হয় আর কখনও আমার নাম শোন নি?

সোনাই। আপনার নাম না শুনেছে কে? বর্গীদের নামে শিশুরা ভয়ে চোখ বোজে, আর ভাবনা কাজীর নামে নারীরা মূর্চ্ছা যায়।

ভাবনা। তোমার তা বলে মূর্চ্ছা যেতে হবে না। তোমাকে দেখে আমার একরকম ভালই লেগেছে। যে অনুগ্রহ আমি কোন হিন্দুনারীকে করি নি, তোমাকে আমি তাই করব। আমি তোমায় সাদি করব।

সোনাই। তোমার আশায়ই ত আমি বসে আছি। আমার সাদি দশ বছর আগেই হয়ে গেছে। পালাও কাজি, পালাও; মাধব যদি এ কথা শোনে, তোমার একটা কাণও থাকবে না।

ভাবনা। চোপরাও কসবীর বাচ্ছা।

সোনাই। কসবীর বাচ্ছা তুমি।

ভাটুক ঠাকুরের প্রবেশ ।

ভাটুক। কি হয়েছে রে সোনাই?

সোনাই। মামা, সেদিন তুমি ভাবনা কাজীর কথা বলছিলে না? দেখেছ তাকে? এই দেখ,—এই সেই ছুপেয়ে জানোয়ার।

[প্রস্থান।

ভাবনা। চাবুক মেরে সহবৎ শেখাব। [চাবুক আস্ফালন]

ভাটুক। আপনিই ভাবনা কাজী?

ভাবনা। আমি নয়ত কে? এই মেয়েটা তোমার ভাগ্নী?

ভাটুক। হ্যাঁ।

ভাবনা। কি নাম তোমার?

ভাটুক। আমার নাম ভাটুক ঠাকুর।

ভাবনা। কি কাজ করা হয়?

ভাটুক। কিছু পৈতৃক জমিজমা আছে, দেখা শোনা করি; আর রোগীর সেবা করি, মড়া পোড়াই, শয়তান ঠ্যাঙাই, আর বিশেষ কিছু নয়।

ভাবনা। শোন ভাটুক ঠাকুর, আমি তোমার ভাগ্নীকে সাদী করব।

ভাটুক। কেন খাঁ সাহেব? মুসলমান সমাজে কি মেয়ের মড়ক লেগেছে?

ভাবনা। বাজে কথা রাখ।

ভাটুক। বাজে কথা আপনিই ত বলছেন। হিন্দুর মেয়ে, বামুনের মেয়ে আপনার গলায় মালা দিতে যাবে কেন? বর না জোটে, নদীতে জল আছে, দোকানে বিষ পাওয়া যায়, ঘরে বঁটি কাটারিরও অভাব নেই। আপনার গলায় মালা দেওয়ার চেয়ে যমের গলায় মালা দেওয়া অনেক ভাল।

ভাবনা। তুমি আমার সঙ্গে রহস্য কচ্ছ?

ভাটুক। এত ছোট আমি নই।

ভাবনা। জান আমি নবাবের দেওয়ান, অতুল আমার ঐশ্বর্য্য?

ভাটুক। জানি কাজী সাহেব; কিন্তু আপনি জানেন না, কটিবস্ত্রসার বামুনের ঘরে এমন মেয়েও আছে যে রাজার ঐশ্বর্য্য কাদামাটির মত দুপায়ে মাড়িয়ে যায়। নবাবের দেওয়ান আপনি, ইচ্ছে করলে আমাদের মাথাগুলো হয়ত কেটে নিয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু আমাদের ঘর থেকে মেয়ে নিতে পারবেন না।

ভাবনা। ভাটুক ঠাকুর!

ভাটুক। আপনার ত শুনেছি মেয়ে আছে। বামুনের সঙ্গে আত্মীয়তা করবার এতই যদি আপনার সাধ হয়ে থাকে, আমার একটি গুণধর সম্বন্ধী আছে, তার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিবাহ দিতে পারেন। প্রয়োজন হয়, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

ভাবনা। এত বড় কথা বলতে তোমার সাহস হল?

ভাটুক। সাহস আমার চেয়ে আপনারই বেশী। কিন্তু আর আপনি এখানে অপেক্ষা করবেন না দেওয়ান সাহেব। ভাটুক ঠাকুর নিজে নিঃস্ব রিক্ত দুর্ব্বল হতে পারে, কিন্তু গাঁয়ের যে ছেলেরা তার কথায় আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে, তারা নিঃস্বও নয় দুর্ব্বলও নয়। [প্রস্থান।

ভাবনা। হুঁ—আচ্ছা। ভাবনা কাজী যদি আকাশের চাঁদ চায়, চাঁদকে নেমে এসে তার হাতে ধরা দিতে হবে! আর এ ত একটা মেয়ে।

নিশাচরের প্রবেশ।

নিশাচর। এই শোন্। ভাবনা কাজীকে দেখেছিস, ভাবনা কাজী?

ভাবনা। কে তুই?

নিশাচর। আমি নিশাচর। না না, আমি মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যু এসে কতবার আমার গলা টিপে ধরেছে, তবু আমি মরি নি। হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে ভাবনা কাজী, তবু স্পন্দন থেমে যায় নি। যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন পরমায়ু নিয়ে এসেছি আমি। সে ব্যাটার মৃত্যু না দেখে আমি মরব না।

ভাবনা। কোন্ ব্যাটার?

নিশাচর। প্রতিমাকে দেখেছিস, আমার বোন প্রতিমা? পরীর মত সুন্দর, ফুলের মত পবিত্র ছিল সে আমার। একদিন নিশুতি রাত্রে কালো কালো কতগুলো যমদূত এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বলে গেল,—ভাবনা কাজীর হুকুম। কে ভাবনা কাজী? কোথায় ভাবনা কাজী? পাঁচ বছর ধরে খুঁজছি, কোথাও দেখা পাই নি। চিনিস তাঁকে? দেখেছিস ব্যাটা ভাবনা কাজীকে?

ভাবনা। ভাবনা কাজী তোর সামনে দাঁড়িয়ে। [কশাঘাত]

নিশাচর। তুই? তুই ভাবনা কাজী?

ভাবনা। হ্যাঁ আমি?

নিশাচর। কোথায় আমার প্রতিমা? বল্, ওরে শয়তান,—কোথায় সে?

ভাবনা। জাহান্নামে। বেশী উত্যক্ত করলে তোকেও সেখানে পাঠাব। [কশাঘাত]

নিশাচর। **গীত**

জোরসে কসে চাবুক মার,
চামড়া কেটে রক্ত ঝরুক ফেলব না আর অশ্রুধার।

ফাটছে আকাশ, ফুলছে সাগর, কাঁপছে পায়ের মাটি,
ভাবিস না তুই এমনি যাবে জীবন পরিপাটি;
তোমার খোদা মোর ভগবান্
উর্দ্ধে বাজায় মরণ-বিষাণ
নেই ক দেরী, কাণ পেতে শোন, গর্জ্জে কালের পারাবার।

ভাবনা। ভাবনা কাজী যে দিন জুজুর ভয়ে কাঁপবে, সেদিন তার মৃত্যু। [প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দীঘলহাটির রাজভবন।

[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি]

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। আশীর্ব্বাদ! কোথায় রইল পাত্র, কোথায় রইল পাত্রী, কারও মতামত নেওয়া হল না, আশীর্ব্বাদের বাজনা বেজে উঠল! যার ইচ্ছে মাথা পেতে আশীর্ব্বাদ নিক, আমি এখন চললুম ভাটুক ঠাকুরের বাড়ী।

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, হন হন করে যাচ্ছ কোথায়? সাজবে না?

মাধব। সাজব কেন?

যাদব। সাজবে কেন? ঘুম থেকে উঠে এলে না কি? সারাদিন ধরে শাঁখ বাজছে, কিছুই কাণে আসছে না? লুচির গন্ধও কি নাকে ঢুকছে না?

মাধব। না?

যাদব। কি রকম লোক তুমি? বিয়ের নামে মড়া মানুষ লাফিয়ে ওঠে, আর তুমি একবার দাঁতকটিও বার করলে না?

মাধব। কি বলতে এসেছ, বলে বিদেয় হও।

যাদব। বলতে এসেছি এই যে চামর হাটির যুবরাজ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্য দীঘলহাটিতে উপস্থিত। আশীর্ব্বাদের লগ্নও আসন্ন। তুমি একটু ফোঁটা চন্দন পরে প্রস্তুত হও। সকাল থেকে তোমাকে এই কথাটি বলবার জন্য অনেকবার হাঁ করেছি,—বলতে আর তুমি দাও নি।

মাধব। চামরহাটির যুবরাজকে বল, অন্য পাত্র সন্ধান করতে। আমি ছাড়াও আশীর্ব্বাদ নেবার অনেক লোক আছে।

যাদব। কেন বল দেখি? তুমি বিবাহ করবে না?

মাধব। করব, তবে চামরহাটির রাজকন্যাকে নয়।

যাদব। তবে কোন্‌হাটির রাজকন্যাকে চাই?

মাধব। রাজকন্যা নয়, আমি এক অনাথা গরীবের মেয়েকে বিবাহ করব।

যাদব। তাতে তোমার জয়গানে আকাশ ফাটবে বটে, কিন্তু তোমার বাবার মুখে চুনকালি পড়বে।

মাধব। তিনি আমাকে না জিজ্ঞেস করে এ ব্যবস্থা করলেন কেন?

যাদব। বুদ্ধিহীন লোক তোমার মত সুশিক্ষিত ত নন, না বুঝে একটা কাজ করে ফেলেছেন, এবারকার মত তাকে ক্ষমা করে চালিয়ে নাও। ভবিষ্যতে তিনি আর পিতাগিরি না ফলালেই ত হল। এস, চলে এস।

মাধব। না যাদব, আমি মনঃস্থির করেছি।

যাদব। এবার অস্থির কর। বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে ঢেঁকি গেলা যায়, আর বাপের মুখ রক্ষা করতে ওষুধের বড়ি গেলা যায় না? ভাবছ কেন? তেতো ওষুধ নয়, মধুর মত মিষ্টি! আমি তাকে দেখেছি। মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী, গুণেও বোধহয় সরস্বতী। তোমার ত বিদ্যার অন্ত নেই, সে তোমাকে দশ বছর শাস্ত্র পড়াতে পারে।

মাধব। তবে তুমিই তাকে বিবাহ কর।

যাদব। আমাকে দেবে কেন? সে হচ্ছে রাজকন্যা, আর আমি রাজার বাপ-মরা ভাগ্নে। বরং তুমি যে অনাথাকে বায়না দিয়েছ, আমি তাকে গ্রহণ করে ধন্য হতে পারি।

মাধব। কি বাজে কথা বলছ? আমি তাকে ভালবাসি।

যাদব। বেশ ত, তুমি ভালবাসতে থাক, আমার তাতে ঘর করতে আটকাবে না। তোমার আমার বয়সের লোকেরা অনাত্মীয় সব যুবতীকেই ভালবাসে। স্ত্রীর মুখ দেখলে কোথায় সে ভালবাসা পালিয়ে যায়। বেশ করে গোটাকতক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল, বুকের সর্দ্দিটা পাতলা হক,—তারপর এসে আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাও।

মাধব। তুমি যা ভাবছ, তা নয় যাদব।

যাদব। দেখ মাধব, একদিনে আমরা জন্মেছি, একসঙ্গে খেলা-ধুলো করেছি, একই গুরুর পাঠশালে পাঠ নিয়েছি। তোমার মুখের প্রত্যেক রেখাটি আমি চিনি। আমি জানি, কোথায় তোমার বাধা। আমি কেন? এ রাজ্যের সবাই জানে, শুধু মুখ ফুটে কেউ বলে না। এ মোহ ত্যাগ কর, পিতার অবাধ্য হয়ো না; সে মেয়েটির যাতে ভাল বিয়ে হয়, আমি তার ব্যবস্থা করব, তোমার কথা দিচ্ছি।

মল্লিকার প্রবেশ।

মল্লিকা। কিসের কথা রে যাদব?

যাদব। কিছু না মা, তুমি যাও।

মল্লিকা। কিছু না যদি, তবে অত হাতমুখ নাড়ছিস কেন?

যাদব। সে সব কথা তোমার না শুনলেও চলবে মা। ও আমাদের গোপনীয় কথা।

মল্লিকা। কি তোদের গোপনীয় কথা? আমি কিছু বুঝি না? ছেলেটা এ বিয়ে করবে না, তবু তোরা জোর করে বিয়ে করাবি? মন পড়ে থাকবে এক জায়গায়, আর ঘর করবে আর একজনকে নিয়ে? এ কখনও হয়, না হয়েছে? দাদা না হয় সেকেলে মানুষ, তুমি ত বাবা ওর সারাজীবনের সাথী; তুমি কেন ওর ব্যথা বুঝবে না?

যাদব। তুমি এসব কথার মধ্যে কেন এলে মা?

মল্লিকা। অবাক করলি বাবা যাদব। বলি পেটেই না হয় ধরি নি, তাবলে ও কি আমার ছেলের চেয়ে কম? আমার যাদবও যেমন, মাধবও তেমনি। গুরু, গোবিন্দ, গদাধর, আর কত মায়ায় বাঁধবে?

মাধব। পিসীমা,—

মল্লিকা। কেন বাবা মাধব?

মাধব। তুমি পিতাকে গিয়ে বল, আমি এ বিবাহ করতে পারব না।

মল্লিকা। বলবই ত; কেন বলব না? ও কি কথা? জোর করে বিয়ে দেবে? ছেলে যদি কোথাও কথা দিয়েই থাকে, আমরা কি তা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি? তাহলে সে মেয়েটির কি হবে, সেটা ত ভেবে দেখতে হবে। এত অধর্ম্ম আমি হতে দেব না বাপু।

যাদব। তোমার ধর্ম্মজ্ঞান নিয়ে তুমি এখন যাও মা। মহারাজকে তুমি কিছুই বলো না, যা বলবার আমিই বলছি।

মল্লিকা। তুই কি বলবি এক ফোঁটা ছেলে। বলব আমি, একে ত রাজ্যিময় জানাজানি হয়ে গেছে, তার উপর তাকে ঘরে না আনলে ধর্ম্মে সইবে কেন?

যাদব। এত ধর্ম্মজ্ঞান ভাল নয় মা। তোমার ভাই এতে ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু তোমার ছেলে ভুলবে না।

মল্লিকা। হতভাগা ছেলের বুদ্ধি হবে আমি মলে। গুরু, গোবিন্দ, গদাধর।

প্রসাধন দ্রব্যাদ লইয়া পুরনারীগণের প্রবেশ।

পুরনারীগণ। **গীত।**

ভেঙ্গেছে কি ঘুমের ঘোর?
জাগল জগৎ গাইল পাখী, যার বিয়ে তার হয় নি ভোর।
এনেছি যে বরণডালা,
নিশি জেগে গাঁথা মালা,
সাজিয়ে দেব হে মধুকর, ফুলকুমারীর চিত্তচোর।

[একজন পুরনারী প্রসাধন থালি লইয়া মাধবের ললাটে চন্দনের ফোঁটা দিতে গেল, মাধব প্রসাধন থালি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।]

যাদব। ফেলে দিলে?

প্রতাপরুদ্রের প্রবেশ।

প্রতাপরুদ্র। এর অর্থ কি মাধব?

[পুরনারীগণের প্রস্থান।

মাধব। কিসের অর্থ পিতা?

প্রতাপরুদ্র। আশীর্ব্বাদের লগ্ন সমাগত। আমারই আদেশে পুরনারীরা তোমায় বরণ করতে এসেছিল ; তুমি তাদের অপমান কর কোন সাহসে ?

মল্লিকা। তুমিই বা ছেলেকে না জিজ্ঞেস করে আশীর্ব্বাদের ঘটা কচ্ছ কোন্ বিবেচনায় ?

প্রতাপরুদ্র। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করব আমি ?

মল্লিকা। করবে না ? সোমত্ত ছেলে ; যদি তার কোথাও—

মাধব। মা !

মল্লিকা। তুই থাম।

প্রতাপরুদ্র। এসব কি মাধব ?

মাধব। আমি এ বিবাহ করব না পিতা !

প্রতাপরুদ্র। করবে না ? আমারই নিমন্ত্রণে চামহাটির যুবরাজ আশীর্ব্বাদ করতে এসেছে, আর আজ তুমি বলছ বিবাহ করবে না ?

মাধব। আগেই বলতুম যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন।

প্রতাপরুদ্র। তোমাকে জিজ্ঞাসা করে বিবাহ দিতে হবে ? তোমার পিতামহ যখন তোমার মাকে ঘরে এনেছিলেন, তখন কি আমার মত নিয়েছিলেন ? নিশীথ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়ে আমায় তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন বিপন্নের জাতি রক্ষা করতে। শোন নি সে কথা ?

মাধব। শুনেছি।

প্রতাপরুদ্র। তবে ?

মল্লিকা। তবে আবার কি ? তোমাদের যুগ আর এ যুগে অনেক তফাৎ।

মাধব। অনেক কথা ত বলেছ মা ; এবার যাও। মহারাজ, যুবরাজকে বলুন,—আশীর্ব্বাদ আর একদিন হবে, আজ মাধবের শরীর সুস্থ নেই।

প্রতাপরুদ্র। যার পিতা ঘুমন্ত চোখে বিবাহ করেছে, সে অসুস্থ শরীরেই আশীর্ব্বাদ নিতে পারবে। মাধব,—শুনতে পাচ্ছ?

মাধব। পাচ্ছি পিতা। যুবরাজকে হয় ফিরে যেতে বলুন, না হয় যাদব আছে, তাকে আশীর্ব্বাদ করতে বলুন।

মল্লিকা। অগত্যা তাই করতে হবে। উপায় কি? অমন একটা লোককে ত অপমান করে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

যাদব। মা, তোমার কি দয়া!

প্রতাপরুদ্র। তুমি তাহলে বিবাহ করবে না?

মাধব। করব, কিন্তু চামরহাটির রাজকন্যাকে নয়।

প্রতাপরুদ্র। তবে? আর কোন রাজকন্যাকে তুমি মনোনীত করেছ?

মাধব। ভাটুক ঠাকুরের ভাগ্নীকে।

মল্লিকা। চোখ কপালে তুললে কেন দাদা? তুমি ছাড়া একথা সবাই জানে।

প্রতাপরুদ্র। সবাই জানে! আমাকে একথা এতদিন বল নি কেন?

মল্লিকা। বললে ত তুমি ছেলেটার পিঠের ছাল তুলে নিতে। আর সবাই মজা দেখত, আর কেঁদে মরতে হত আমাকে। ঢের দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে, আর ছড়িও না দাদা। 'ভালয় ভালয় চার হাত এক করে দাও।

প্রতাপরুদ্র। না না। অপদার্থ নিকর্ম্মা ভাটুক ঠাকুর, ছেলের দল নিয়ে মড়া পোড়ায়, হাড়ি বাগ্দী ক্যাওরার রোগের শুশ্রূষা করে, তার ভাগ্নী হবে আমার পুত্রবধূ! আমি তাকে বড় জোর একটা রাঁধুনীর চাকরি দিতে পারি।

মাধব। চাকরির তার প্রয়োজন হবে না পিতা।

যাদব। কথাটা ভাল করে বুঝে দেখ মাধব। এ ছেলেখেলা নয়।

মাধব। ছেলেখেলা নয় বলেই বলছি,—আমি আমার সেই বাগ্‌দত্তা স্ত্রীকেই বিবাহ করব, পিতার আদেশেও আর কাউকে বিবাহ্ করব না।

মল্লিকা। করবেই বা কি করে? তাহলে সে মেয়েটার উপায় কি হবে?

যাদব। তুমি তাকে নিয়ে এলেই উপায় হবে মা।

মল্লিকা। যাদব!

প্রতাপরুদ্র। যাও ত যাদব; ভাটুক ঠাকুর খাজনা দিতে এসেছে, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

যাদব। যাচ্ছি মহারাজ। যদি অনুমতি করেন, আমি মাধবকে নিয়ে গিয়ে চামরহাটির রাজকন্যাকে দেখিয়ে আনতে পারি। তাকে দেখলে মাধব বোধ হয় আর আপত্তি করবে না। আমার বিশেষ অনুরোধ, মাধবের উপর আপনি অবিচার করবেন না। ও আপনার মা মরা ছেলে, আকস্মিক উত্তেজনার বশে ওকে শাস্তি দিলে সে শাস্তি আপনাকেই বেশী ক্ষত বিক্ষত করবে।

[প্রস্থান।

মাধব। পিতা, যা বলতে হয়, আমাকেই বলুন; ভাটুক ঠাকুরকে কিছু বলবেন না।

প্রতাপরুদ্র। শুধু বলব? আমি তাকে কশাঘাত করব।

মাধব। যত কশাঘাত করতে হয়, আমাকেই করুন। সে ব্রাহ্মণ কিছুই জানেন না।

প্রতাপরুদ্র। জানেন না?

ভাটুক ঠাকুরের প্রবেশ।

ভাটুক। আমায় স্মরণ করেছেন মহারাজ?

প্রতাপরুদ্র। ভাটুক ঠাকুর, এত স্পর্দ্ধা তোমার যে বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে হাত বাড়াও?

ভাটুক। আমি বামন সে কথা জানি মহারাজ। কিন্তু কবে আমি চাঁদ ধরতে হাত বাড়িয়েছি, তা ত জানি না।

মল্লিকা। জান না বললে চলবে কেন ঠাকুর? কিছুই তোমার কাণে যায় না? বলি রাজ্যিময় তোমার ভাগ্নীর নামে এই যে ঢি ঢি পড়ে গেছে, এ কি সবই মিথ্যে।

ভাটুক। অনাথা মেয়ে, গরীব বামুনের আশ্রিতা,—বিবাহের বয়স উৎরে গেছে, এখনও সম্বন্ধ করে উঠতে পারি নি। কুৎসা রটনা করবার এমন একটা উপলক্ষ্য মানুষে কি ত্যাগ করতে পারে? গরীবের মেয়ের পিঠে লোকনিন্দার চাবুক পড়লেও ত তার বিচার নেই দেবি। আমি শুধু এই জানি যে চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমার সোনাইয়ের গায়ে কোন কলঙ্ক নেই।

প্রতাপরুদ্র। যুবরাজ মাধব তাকে বিবাহ করবার জন্য উন্মাদ,—জান তুমি?

ভাটুক। শুনে সুখী হলুম যে যুবরাজের রুচিবোধ আছে। তাকে দেখে উন্মাদ অনেকেই হয় মহারাজ, এতে নূতনত্ব কিছু নেই। শুধু অর্থ দিতে পারি না বলেই কেউ নেয় না।

প্রতাপরুদ্র। তুমি যুবরাজকে প্রশ্রয় দাও কোন সাহসে?

ভাটুক। প্রশ্রয় আমি কখনও দিই নি। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে অসংখ্য ডানপিটে ছেলে নিত্য যায় আসে, যুবরাজ তাদেরই একজন।

প্রতাপরুদ্র। শোন ভাটুক ঠাকুর,—

মাধব। আমাকে বলুন পিতা।

প্রতাপরুদ্র। তোমার ভাগ্নী ইচ্ছা করলে আমার পাচিকা হতে পারে, পুত্রবধূ নয়।

ভাটুক। আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ।

প্রতাপরুদ্র। আমার আদেশ শোন ভাটুক ঠাকুর। মাত্র একদিন তোমায় সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে তোমার সেই দুশ্চরিত্রা ভাগ্নীকে নিয়ে—

মাধব। পিতা,—

ভাটুক। আপনি দেশের রাজা, অসংযত ভাষা আপনার মুখেই সাজে মহারাজ।

মল্লিকা। তোমার কথাবাত্রা ভাল নয় ঠাকুর।

ভাটুক। গরীবের কথা কবে ভাল হয়েছে দেবি?

প্রতাপরুদ্র। শোন,—একদিনের মধ্যে তোমাকে আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ভাটুক। কেন মহারাজ? আমার ত খাজনা বাকি নেই।

প্রতাপরুদ্র। বাকি থাক কি না থাক, তোমাকে যেতেই হবে।

ভাটুক। আমি যাব না।

প্রতাপরুদ্র। যাবে না?

ভাটুক। না। আপনি ভাটুক ঠাকুরকে জানেন না; সে দরিদ্র বটে, কিন্তু কারও চোখরাঙানিকে ভয় করে না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

প্রতাপরুদ্র। ভাটুক,—

ভাটুক। ধমকাতে হয়, আপনার ছেলেকে ধমকান, আমি আপনার চাকরিও করি না, টাকাও ধারি না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

প্রতাপরুদ্র। আমি তোমাকে খুন করব।

ভাটুক। তাহলে আপনাকে খুন করবে পাড়ার হতভাগা ছেলের দল। বুঝে কাজ করবেন মহারাজ। নমস্কার।

[প্রস্থান।

মল্লিকা। ছেড়ে দাও, দাদা, ছেড়ে দাও; ছেলে যা চায় তাই কর। নইলে ও খুনে বামুন তোমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেবে।

প্রতাপরুদ্র। মাধব,—

মাধব। আমার যা বলবার বলেছি পিতা। চামরহাটির রাজকন্যাকে আমি বিবাহ করব না।

সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু। কেন যুবরাজ? চামরহাটির রাজবংশ কি এতই হীন, না রাজকন্যা তোমার এতই অযোগ্য?

মাধব। না যুবরাজ। তবু আমি আপনার ভগ্নীকে গ্রহণ করতে পারব না।

সুবাহু। কেন?

মল্লিকা। আর বলো না বাবা। এত করে বোঝাচ্ছি, কিছুতেই ছেলে শুনবে না। শুনবেই বা কি করে? ওর মাথাটি—

প্রতাপরুদ্র। মল্লিকা,—

মল্লিকা। যাও বাবা, তুমি ফিরে যাও। এ ছেলের হাতে তোমারও বোনকে তুলে দেওয়া ঠিক হবে না। তবে যদি তুমি মনে কর আমার যাদব—

সুবাহু। এর অর্থ কি মহারাজ?

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। অর্থ কিছু নেই যুবরাজ। আমার ভাই অসুস্থ। একমাস সময় দিন, তারপর—

প্রতাপরুদ্র। না। আমার এই কুলাঙ্গার পুত্র তোমার ভগ্নীর সম্পূর্ণ অযোগ্য।

সুবাহু। অযোগ্য ?

মাধব। হ্যাঁ। ভাটুক ঠাকুরের ভাগ্নী সোনাই আমার বাগদত্তা স্ত্রী; আমি তাকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করব না।

[প্রস্থান।

সুবাহু। তবে এ প্রহসনের কি কারণ ছিল মহারাজ প্রতাপরুদ্র ?

প্রতাপরুদ্র। আমার একথা জানা ছিল না সুবাহু। অবাধ্য পুত্রের এই নিরুপায় পিতাকে তুমি ক্ষমা কর।

সুবাহু। ক্ষমা ত করব। কিন্তু আমরা মুখ দেখাব কি করে রাজা ? চারিদিকে জানাজানি হয়ে গেছে যে দীঘলহাটির যুবরাজের সঙ্গে আমার ভগ্নীর বিবাহ।

প্রতাপরুদ্র। তাই হবে সুবাহু। দীঘলহাটির যুবরাজের সঙ্গেই তোমার ভগ্নীর বিবাহ হবে। তেত্রিশ কোটি দেবতা সাক্ষী থাকুন,— আমার অবর্ত্তমানে এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী আমার পুত্র মাধব নয়, আমার এই সচ্চরিত্র কৃতবিদ্য ভাগিনেয় যাদব।

যাদব। মহারাজ,—এ আপনি কি কচ্ছেন ?

মল্লিকা। থাম্ না তুই, দাদা কি তোর চেয়ে কম বোঝেন।

সুবাহু। আপনার একথা সত্য ?

প্রতাপরুদ্র। আমি মরব, তবু মিথ্যাবাদী হব না। তুমি একেই আশীর্ব্বাদ কর সুবাহু।

সুবাহু। বেশ, তবে তাই হক। আমি আপনার ভাগিনেয়র হাতেই আমার ভগ্নীকে সম্প্রদান করব।

[মল্লিকা তাড়াতাড়ি প্রসাধন থালি হইতে ধানদুর্ব্বা তুলিয়া

যুবরাজের হাতে দিল, এবং শঙ্খ কুড়াইয়া লইয়া ফুঁ দিল। সুবাহু যাদবের মাথায় ধানদূর্ব্বা দিলেন, যাদব সরিয়া দাঁড়াইল।]

যাদব। দোহাই যুবরাজ; শুধু দুটো দিন আপনি অপেক্ষা করুন। আমি আজ বড় অসুস্থ। পরশু ভাল দিন আছে। দুদিন আমায় ক্ষমা করুন।

মল্লিকা। শুধু শুধু অপেক্ষা করবে কেন?

যাদব। মহারাজ, দয়া করুন মহারাজ। আমার অনুরোধ, আমার ভিক্ষা।

সুবাহু। তাই হক মহারাজ। আশীর্ব্বাদ পরশুই করে যাব; অসুস্থ শরীরে আশীর্ব্বাদ না নেওয়াই ভাল।

প্রতাপরুদ্র। নিয়তির পরিহাস! এস যুবরাজ।

[সুবাহুসহ প্রস্থান।

মল্লিকা। তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি।

যাদব। কটা পাঁঠা মানত করেছিলে মা? যাও, যাও, দেরী করো না, পূজোর আয়োজন কর। দেবতাদের না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

[প্রস্থান।

মল্লিকা। দেবতাদের অবিশ্বাস করি না বাবা, অবিশ্বাস করি তোমাকে। গুরু, গোবিন্দ, গদাধর।

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

ভাটুক ঠাকুরের বাড়ী।

মুক্তকেশীর প্রবেশ।

মুক্তকেশী। এ সম্বন্ধটাও ফস্কে গেল। গলার কাঁটা কিছুতেই নামছে না গা। কই রে, ও সোনাই ও পোড়ামুখি, তোর বাসন মাজা হল?

সোনাইয়ের প্রবেশ।

সোনাই। হয়েছে মামী মা,—

মুক্তকেশী। হয়েছে ত দাঁড়িয়ে আছ কেন? গতরে হাওয়া লাগাচ্ছ না কি? গোয়ালঘর পরিষ্কার করবে কে? আমি?

সোনাই। পরিষ্কার করেছি।

মুক্তকেশী। তবে আর কি? আমায় উদ্ধার করে দিয়েছ। আর যেন কোন কাজ নেই। বলি উঠোন ঝাঁট দিতে হবে না?

সোনাই। উঠোন ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছে মামী মা।

মুক্তকেশী। এই সামান্য কাজ করতে তোমার এত বেলা হল? বলি পিণ্ডি রাঁধবে কখন?

সোনাই। যাচ্ছি একটু পরে; মাথাটা বড় ঘুরছে।

মুক্তকেশী। কেন? মাথা ঘুরছে কেন? খেতে পাও না? কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত গোগ্রাসে গিলে আবার মাথা ঘোরে? মামাকে বলে ওষুধ আনিয়ে নিতে পার না? সব ন্যাকামি। কেবল কাজে ফাঁকি দেওয়ার চক্কর!

সোনাই। কেন মামী মা, সব কাজই ত আমি করি।

মুক্তকেশী। কি, সব কাজই তুই করিস আর আমি বসে বসে খাই আর ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুই?

সোনাই। আমি তা বলি নি মামী মা।

মুক্তকেশী। বলিস নি ত বাকি রাখলি কি? আমি আলসে? আমি তোকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেললুম? আমি তোকে কম খেতে দিই, তাই তোর মাথা ঘোরে? এ ত জানা কথাই। আমি তখনই বলেছিলুম,—এ মা বাপ খেকো রাক্ষুসীকে ঠাঁই দিও না, হারামজাদি কাজ করবে ছাই, খাবে কাঁড়ি কাঁড়ি আর পাড়ায় পাড়ায় নিন্দে করে বেড়াবে।

সোনাই। আমায় বিশ্বাস কর মামী মা, আমি কারও কাছে তোমাদের নিন্দে করি নি। তোমরা আশ্রয় না দিলে কবে আমি মরে যেতুম। বাপ মাকে মনে নেই, তোমরাই আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করে তুলেছ। আমার চামড়া দিয়ে তোমাদের পায়ের জুতো বানিয়ে দিলেও এ উপকারের ঋণশোধ হয় না!

মুক্তকেশী। আবার ঠাট্টা হচ্ছে! বদমায়েস মেয়ে, আমি তোমার ঠাট্টার পাত্র! কথার ছিরি দেখলে গা জ্বলে যায়।

সোনাই। লেখাপড়া শিখি নি, কেমন করে কথা বলতে হয়, তাও জানি না। মামী মা, আমি তোমার মেয়ে, তুমি আমায় শিখিয়ে দাও, কোন্ ভাষায় কথা বললে তুমি তুষ্ট হও, কি কি কাজ করলে তুমি খুশী হও। তোমার হাসি আমি কখনও দেখি নি। বল,—কি করলে তোমার মুখে হাসি ফুটবে।

মুক্তকেশী। হাসি ফুটবে তুই মলে, তার আগে নয়। যা, তোকে রাঁধতে হবে না, আমিই রাঁধব।

সোনাই। ঠাকুর,—আমার জন্যে কি তোমার রাজ্যে কোন রোগ নেই? হে যমরাজ, তুমি কি আমায় দেখতে পাচ্ছ না?

অবতারের প্রবেশ।

অবতার। দিদি,—আর ভয় নেই, খুব ভাল সম্বন্ধ জোগাড় করে ফেলেছি। কিচ্ছু তোদের লাগবে না, সব তার খরচা। চাই কি দু'পাঁচ শো টাকাও তোদের দিয়ে দিতে পারে। ডাক তোদের পুরুতকে, দেখ পাঁজি, কর পাকাদেখার দিন।

মুক্তকেশী। থাম্ না, ফড় ফড় কচ্ছিস কেন? কোথাকার কে, তাই বল্ আগে।

অবতার। কিচ্ছু দেখতে হবে না দিদি। অমন পাত্র হয় না। যেমন রূপ, তেমনি টাকার আণ্ডিল। বললে বিশ্বাস করবি না,—টাকার বিছানায় শোয়, সোনার খড়ম পায়ে দেয়, হীরের ছাই দিয়ে দাঁত মাজে।

মুক্তকেশী। বয়স কত?

অবতার। তা বিশ পঞ্চাশ হবে।

মুক্তকেশী। বুড়ো!

অবতার। বুড়ো নয়, বুড়ো নয়, সে জোয়ানের বাবা। তবে জাতটা ঠিক বামুনের নয়।

মুক্তকেশী। কি ছাই সম্বন্ধ নিয়ে এলি? অন্‌জাতের সঙ্গে বিয়ে দেব?

অবতার। দিলিই বা; তোর মেয়ে ত নয়, ভাগ্নী; একবার বিদেয় হলেই হয়ে গেল, মাঝখান থেকে অতগুলো টাকা তোদের হাতে আসবে। গঙ্গার জল গঙ্গায় রইল, মাঝ থেকে পুণ্যি হয়ে গেল। এই যে, তুমিও এখানে আছ দেখছি। তুমি কি বল?

সোনাই। আমি বিয়ে করব না।

অবতার। তার মানে?

সোনাই। মানে, আমার সম্বন্ধ কাউকে করতে হবে না।

মুক্তকেশী। তবে কে করবে শুনি? তোর কোন বাপ এসে তোকে পার করবে শুনি?

সোনাই। কেন আমার মড়া বাপকে টেনে আনছ মামী মা? আমার দুর্ভাগ্যের বোঝা আমি একাই বহন করব, বাবা মা স্বর্গে আছেন,—কথায় কথায় তাঁদের তুমি বিদ্ধ করো না।

মুক্তকেশী। ওঃ, ভারী তোর বাপ মা, তাদের বিঁধব আমি! আমার মাথার ওপর বিশমণী বোঝা চাপিয়ে দিয়ে স্বগগে গেছে! তুইও যা না সেই স্বগ্‌গে। তাদের তেলের কড়ায় ভাজছে, তোকে ঘিয়ের কড়ায় ভাজবে!

অবতার। হেঃ হেঃ হেঃ, দিদির কথা শুনলে হেসে নাড়ীভুঁড়ি ছিঁড়ে যায়। বলে তেলের কড়ায় ভাজছে।

সোনাই। থামুন।

অবতার। আমাকে তম্বি কচ্ছ কেন? আমি বলছি না কি? ওঃ—চোখে বান ডেকে এল। বাপ মায়ের বালাই নিয়ে মরি।

সোনাই। দোহাই আপনার, আমার কথায় আপনি দয়া করে কথা বলবেন না।

অবতার। সাধে কি বলি? তুমি আমার ভগ্নীপতির অন্নধ্বংস কচ্ছ, তাই আমাকে কথা বলতে হয়।

পেলবের প্রবেশ।

পেলব। 'তুমি' কার অন্নধ্বংস করছ মামা?

মুক্তকেশী। পেলব!

পেলব। সম্বন্ধী যদি বোনাইয়ের ভাত খেতে পারে, ভাগ্নী পারবে না মামার ভাত খেতে?

অবতার। এ ব্যাটা বলে কি? সম্বন্ধী আর ভাগ্নী এক হল?

পেলব। তাই কি হয়? ভাগ্নীর স্থান ঘরে, আর সম্বন্ধীর স্থান উঠোনে। দুর্দ্দিন দেখলে সম্বন্ধী তার দিদির গয়না নিয়ে পালাবে, আর ভাগ্নী মামার পায়ের কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলে নেবে।

মুক্তকেশী। বেরিয়ে যা হতভাগা। পড়াশোনা নেই?

পেলব। পড়ে শুনে আর কি হবে? বাবার মত গরীব হতে হবে ত? তার চেয়ে তোমার ভাইকে বল না মা, ভাবনা কাজীর সেরেস্তায় আমায় লাগিয়ে দিক। ওঁর সঙ্গে ত তার খুব দহরম মহরম।

মুক্তকেশী। ভাবনা কাজীর সঙ্গে দহরম মহরম।

অবতার। দহরম মহরম না হাতী। সে আমাকে পাত্রীর কথা বললে, আর আমি তোর ভাগ্নীর কথা বললুম।

পেলব। বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে অতক্ষণ ধরে কি কথা বলছিলে মামা?

অবতার। কবে রে ব্যাটাচ্ছেলে?

পেলব। আজ দুপুরে রে ব্যাটাচ্ছেলে।

মুক্তকেশী। [কাণ ধরিয়া] বামুনের ছেলে কথাবাত্রা শেখ নি হতভাগা?

পেলব। তোমার ভাইকে আগে কথা বলতে শেখাও, তারপর আমাকে শিখিও।

সোনাই। যা ভাই,—কাকে কি বলছিস?

অবতার। তুমি হারামজাদীই সব নষ্টের গোড়া।

মুক্তকেশী। থাম্ বাঁদর।

পেলব। চলে আয় দিদি। এ সব খেঁকী কুত্তার বাচ্ছা, এদের সঙ্গে কথা বললেও নাইতে হয়।

মুক্তকেশী। তবে রে হতভাগা ছোটলোক—মেয়েটার মাথা ঘোরে ওষুধ এনে দিতে পার না, আবার এখানে দাঁড়িয়ে ইৎরামো হচ্ছে?

সোনাই। আমাকে মার মামী মা, ও তোমার অবুঝ ছেলে, তোমার রাগের পাত্র নয়। [মুক্তকেশীর পদধারণ]

মুক্তকেশী। বেরিয়ে যা অলক্ষ্মি আমার বাড়ী থেকে। [পা টানিয়া লইল]

পেলব। মা,—

মুক্তকেশী। চুপ। যা অবতার, তুই সেদিন যে ঘাটের মড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছিলি, তাই গিয়ে পাকা করে আয়। হারামজাদীকে এ মাসেই বিদেয় করব।

সোনাই। আমি করব না বিয়ে।

অবতার। তোর বাবা করবে।

পেলব। তোমার বাবার ইচ্ছেয় ওর বিয়ে হবে না, আমার বাবার ইচ্ছেয় হবে।

মুক্তকেশী। হয় কি না হয়, আমি দেখে নিচ্ছি। দেখি কে আমাকে ফাঁসী দেয় না শূলে দেয়। [প্রস্থান।

পেলব। শোন মামা। আমার দিদির কথায় তুমি মাথা গলাতে এসো না; তাহলে বাবার চ্যালাদের বলে আমি তোমার মাথার খুলি ওড়াব। তোমার মনিব ভাবনা কাজীও তোমায় রক্ষা করতে পারবে না।

অবতার। আবার ভাবনা কাজী, ভাবনা কাজী করে! বলছি, সে আমার কেউ নয়, তবু একশোবার সেই এক কথা।

পেলব। ভাবনা কাজী কি বলছিল মামা?

অবতার। ভাল হবে না পেলব। ফের আমাকে অপমান করলে আমি—

পেলব। কি করবে তুমি?

অবতার। গলায় দড়ি দিয়ে মরব—হ্যাঁ। [প্রস্থান।

পেলব। শুধু শুধু বকুনি খেলি দিদি? এত বোকা কেন তুই? ওরা যদি ইট মারে, তুই পাটকেল মারবি।

সোনাই। ও কথা বলতে নেই ভাই। এ আমার অদৃষ্ট। দুঃখ সইতেই বুঝি ভগবান আমায় সৃষ্টি করেছেন। প্রতিবাদ করতে গেলে পায়ের তলার এই মাটিটুকুও সরে যাবে।

পেলব। ভয়টা কি তোর? বাবা ত তোকে ভালবাসেন, ওদের তম্বি তুই কিসের জন্যে সইবি? তুই ত রাণী হয়ে বসে আছিস্।

সোনাই। তুই গুণে দেখেছিস, না?

পেলব। গুণে দেখতে হবে কেন? আমি ঠিক বুঝেছি। তুই দেখে নিস্, মাধবদা তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। তাহলেই ত তোর বিয়ে হয়ে গেল। এই নে তোর চিঠি।

সোনাই। চিঠি! কে দিলে চিঠি?

পেলব। তোর বর, এই নে ধর, খুশী হয়ে পড়। আমি ততক্ষণ একখানা গান গাই। [পত্র দিল]

গীত।

হে বিভু করুণাময়,
মঙ্গল করে কেমনে সৃজিলে দুরিত-দুঃখ ভয়?
দুঃখের বোঝা দিয়েছ যাহারে,
কেহ নাই তার এপারে ওপারে,

ললাটে তাহার রহিয়াছে আঁকা তোমারি ত পরিচয়।
দুঃখ রজনী কর অবসান,
দীনের শরণ হে ভগবান,
করুণাদীপ্ত অরুণ আভায় কুহেলিকা কর লয়॥

সোনাই। আমার কাছে তুই বেশী আসিস নে পেলব। মামী মা রাগ করবেন।

পেলব। না এলেও রাগ করবেন। রাগ না করলে মার ভাত হজম হয় না। তুই যখন শ্বশুরবাড়ী চলে যাবি, তখন আমার উপর তম্বি করবেন, আমি যদি মরে যাই,—

সোনাই। ষাট্ ষাট্, ও কথা কি বলতে আছে? তোর আপদ বালাই নিয়ে আমি যেন মরি, মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু নিয়ে তুই বেঁচে থাক।

পেলব। কি লিখেছে মাধবদা বল না দিদি। আমি কাউকে বলব না। তোকে বিয়ে করবে, না?

সোনাই। বিয়ে আমাদের হয়ে গেছে ভাই। দশ বছর আগে আমি তার হাতে লোহার আংটি পরিয়ে দিয়েছি, আর সে আমায় একটা পয়সা দিয়ে কিনেছে।

পেলব। এক পয়সা দিয়ে আমার দিদিকে কিনে নিলে? তুই কি রে? যাক, যা হবার হয়েছে। কবে নেবে তোকে?

সোনাই। পরশু দুপুর রাত্রে যখন রাজবাড়ীর ঘণ্টা বাজবে, তখন সতীমার ঘাটে তার বজরা বাঁধা থাকবে,—[অবতার নেপথ্যে প্রবেশ করিল।] সেই নৌকোয় চড়ে আমরা ওপারে চলে যাব। সেখানে আমাদের লৌকিক বিবাহ হবে।

অবতার। [স্বগত] আচ্ছা তাই হবে। আমি বরযাত্রী যাব এখন।

[প্রস্থান।

পেলব। সেই ভাল; আমি তোকে এগিয়ে দিয়ে আসব।

[প্রস্থান।

সোনাই। গীত।

কালায় বাঁশী ডাক দিয়েছে, আর কি ঘরে রইতে পারি?
বলুক লোকে যার যা খুশী, নাম নিয়ে তার দিব পাড়ি।
কালা যদি আমায় টানে,
ডাক দিয়ে দেয় নরক পানে,
সেই নরকই স্বর্গ আমার, কালা যে কলঙ্কহারী।
কালার দেওয়া কাঁটার মালা,
দিক না গলায় যতই জ্বালা,
সকল আমার দুঃখ জ্বালা করবে হরণ দুঃখহারী।

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। তোমার নাম সোনাই? ভাটুক ঠাকুরের ভাগ্নী তুমি?

সোনাই। হ্যাঁ। মামা ত এখন বাড়ী নেই।

যাদব। তোমার কাছেই আমি এসেছি। কথা আছে।

সোনাই। আমার কাছে। বলুন, কি কথা?

যাদব। আমি কে, তা ত জিজ্ঞাসা করলে না।

সোনাই। আপনাকে সবাই চেনে, আমিও চিনি; আপনি যুবরাজের পিসতুত ভাই, তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

যাদব। সোনাই, আমার কথায় তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না। আমি পাগল হয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। কি বলছি আমি জানি না, যদি অন্যায় কিছু বলি ক্ষমা করো। তোমাকে কেন্দ্র করে রাজপরিবারে আজ একটা অশান্তির ঝড় বইছে। একমাত্র তুমিই এ অশান্তি থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পার।

সোনাই। কি বলছেন আপনি? আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

যাদব। মাধব তোমাকে ভালবাসে সোনাই। চামরহাটির যুবরাজ তাকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছেন, সে আশীর্ব্বাদ নিলে না। আমাদের সবারই অনুরোধ সে উপেক্ষা করেছে। মহারাজের আদেশ, অনুরোধ, তিরস্কার এমন কি ভীতিপ্রদর্শনেও কোন ফল হয় নি। তাই তোমার কাছে এসেছি দেবি।

সোনাই। আমি কি করতে পারি?

যাদব। তুমি সবই করতে পার। মাধবকে তুমি বল যে তুমি তাকে বিবাহ করবে না।

সোনাই। যদি সাধ্য থাকত, এখনি ছুটে গিয়ে বলতুম। কিন্তু সে শক্তি আমার নেই।

যাদব। কেন? সে তোমাকে যতখানি ভালবাসে, তুমি নিশ্চয়ই তাকে ততখানি ভালবাস না।

সোনাই। বুকটা চিরে যদি দেখাতে পারতুম, এই মুহূর্ত্তে দেখাতুম। কুমার, তাকে সুখী করবার জন্য আমি অনায়াসে তাকেও ত্যাগ করতে পারি। যদি জানতুম যে আর কাউকে বিবাহ করলে সে জীবনে সুখী হবে, তাহলে আমি ছলনা করে তাকে বলতুম,—তোমাকে আমি ঘৃণা করি।

যাদব। সুখী হয়ত সে হবে না সোনাই, কিন্তু জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তুমি জান না,—তোমারই জন্য মহারাজ তাকে যৌবরাজ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন। এখন থেকে দীঘলহাটির যুবরাজ আমি; আমি রাজা হলে সে হবে আমার বৃত্তিভোগী প্রজা। এর পরেও তাকে ভালবাসবে?

সোনাই। আরও বেশী করে বাসব।

যাদব। এখনও সময় আছে সোনাই। মাধবকে তুমি রক্ষা কর, আমাকে এ দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ কর। করযোড়ে মিনতি কচ্ছি,—রাজকুমারকে তুমি কাঙ্গালের বেশে সাজিও না।

সোনাই। তাই হবে, আমার ছায়া দীঘলহাটি আর দেখতে পাবে না; কিন্তু আপনাকে শপথ করে বলতে হবে, আমি না থাকলে আপনার ভাই পিতার মনোনীতা পাত্রীকে বিবাহ করবেন।

যাদব। শপথ করতে পারি যদি তুমি আর কাউকে বিবাহ কর।

সোনাই। তবে আর হল না কুমার। আমি মরতে পারি, দেশত্যাগ করতে পারি, কিন্তু বিবাহ করতে পারি না।

যাদব। মাধবের চেয়ে সুপাত্র পেলেও নয়?

সোনাই। না।

যাদব। কেন?

সোনাই। তবে শুনুন কুমার; দশ বছর আগে আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়ে গেছে।

যাদব। বিবাহ হয়ে গেছে!

সোনাই। তিনি আমায় এক পয়সা দিয়ে কিনেছেন, আর আমি তাঁকে দিয়েছি একটা লোহার আংটি। সে আংটি তাঁর আঙ্গুল কেটে বসে আছে, সে পয়সা আমারও ঘুনসীর সঙ্গে বাঁধা আছে। এর পরেও কি আপনি আমায় বিবাহ করতে বলেন?

যাদব। না মা লক্ষ্মি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। মাধব ঠিকই করেছে। আসুক দুঃখ, আসুক সহস্র প্রতিবন্ধক, তবু এ বিবাহকে তোমরা অস্বীকার করো না মা। তুমি আমায় শপথ করতে বলেছিলে না মা? আমি এই শপথ কচ্ছি, জীবন দিয়েও তোমাদের এ বিবাহকে আমি যোগ্য মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করব, আর তোমাদের যৌতুক দেব এই দীন দরিদ্র ভাইয়ের কুড়িয়ে পাওয়া দীঘলহাটির রাজসিংহাসন। [প্রস্থান।

সোনাই। এমন ভাইয়ের কোলে মাথা রেখে মরণেও সুখ।

[প্রস্থান।

সতীমার ঘাট।

আগাবাসী খাঁ ও অবতারের প্রবেশ।

অবতার। এস হাগা খাঁ, ওই ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাক। রাজবাড়ীর ঘণ্টা যখন বাজবে, ঠিক তখনই মেয়েটাকে এখানে পাবে।

আগাবাসী। তা ত পাব; কিন্তু সেই সঙ্গে সেই হারামির বাচ্ছা মাধবকেও পাব যে।

অবতার। কিছু ভেবো না হাগা খাঁ; তার ব্যবস্থা আমি কচ্ছি। খানিকক্ষণের জন্যে তাকে আমি ঠিক আটকে রাখব। তুমি কিন্তু চটপট মেয়েটাকে বজরায় তুলে নিয়ে চম্পট দেবে। দেরী হলে মাধব যদি একবার এসে পড়ে, তাহলে তোমার মাথাটা ফটাস্ করে ফেটে গোবর বেরিয়ে পড়বে।

আগাবাসী। রেখে দাও। আগাবাসী খাঁর মাথায় লাঠি মারবে, এমন আদমি বাংলায় কেন তামাম হিন্দুস্থানে কেউ নেই।

অবতার। কেন, তোমার মাথাটা লোহা দিয়ে ঢালাই করা না কি? একবার পরখ করে দেখব?

আগাবাসী। বাজে কথা রেখে দাও শালাঠাকুর।

অবতার। শালাঠাকুর বলছ কেন মিঞা? বরং বোনাইঠাকুর বলতে পার। শালা আমি একজনেরই, আর কারও শালা হবার উপায় নেই। বুঝলে হাগা খাঁ? আচ্ছা বড় মিঞা, এত খাবার জিনিষ থাকতে তোমার নাম হাগা খাঁ হল কেন? রসগোল্লা খাঁ, সন্দেশ খাঁ, চাই কি ছাগী খাঁও ত হতে পারত; তা নয়, একেবারে হাগা খাঁ?

আগাবাসী। হাগা খাঁ কে বললে? আমার নাম আগাবাসী খাঁ।

অবতার। তাই বল,—আগাবাসী খাঁ। খুব চালাক তুমি,—গোড়া না খেয়ে একেবারে আগায় থাবলা দিয়েছো। তবে তা টাটকা না খেয়ে বাসী করে খেলে কেন? ভাবনা কাজীর জন্যে যত মাল নিয়ে যাও, সবারই আগা খাও না কি তুমি হাগা খাঁ?

আগাবাসী। তা কি আর হয় শালাঠাকুর?

অবতার। বোনাইঠাকুর।

আগাবাসী। ভাবনা কাজী বড় শক্ত আদমি। আমাদের দিয়ে গাড়ী গাড়ী চিনি বওয়াবে কিন্তু এক গেলাস শরবৎও খেতে দেবে না।

অবতার। তবে ত তোমার বড় কষ্ট হাগা খাঁ।

আগাবাসী। কষ্টের কি শেষ আছে?

অবতার। বাড়ীতে জরু আছে?

আগাবাসী। তা ত আছেই; তবে পাঁচ বছর দেখা হয় নি।

অবতার। সে কি আর তোমার আছে মিঞা? তোমার খেয়ে সে এখন হয়ত অপরের গুণ গাইছে।

আগাবাসী। অ্যাঁ!

অবতার। অ্যাঁ কি? পাঁচ বছর ফেলে রাখলে জরু আর গরু ঠিক থাকে? ছেলে পিলে আছে?

আগাবাসী। তিন বছরের একটি ছেলে আছে।

অবতার। তিন বছরের ছেলে! আহা, বেঁচে থাক, বাপের নাম উজ্জ্বল করুক। এর নাম রেখো জারজ আলি খাঁ। খুব লাগতাই নাম হবে।

আগাবাসী। তা ত হবে, কিন্তু অর্থটা কি হল?

অবতার। সে তুমি বুঝবে না, ছেলের মাকে জিজ্ঞেস করো।

আমি এখন আসি। পাতার শব্দ হচ্ছে, মেয়েটা বোধ হয় আসছে। খুব সাবধানে বাৎচিৎ করবে, মনে রেখো তুমি মাঝী।

[প্রস্থান।

আগাবাসী। দেখ দেখি, আমি সৈয়দ বংশের ছেলে, আমাকে কি না মাঝী সাজিয়ে দিলে! ধুত্তোর নকরীর মুখে আগুন। পাঁচ বছরের মধ্যে একটা দিন ছুটি দিলে না যে জরুর মুখখানা একবার দেখে আসি। ছেলেটা এত বড় হল, একবার চোখের দেখা দেখতে দিলে না। চামারের ছেলে ত, নসীবের গুণে দেওয়ান হয়েছে। নসীবে থাকলে আমিও একদিন দেওয়ান হয়ে যেতে পারি।

[প্রস্থান।

সোনাই ও পেলবের প্রবেশ।

সোনাই। কই, কেউ ত আসে নি।

পেলব। এখনি আসবে, ভয় কি দিদি? মাধবদা কখনও মিছে কথা বলতে পারে না। হ্যাঁ রে, এইটাই ত সতীমায়ের ঘাট।

সোনাই। হ্যাঁ পেলব। এই ঘাটেই একদিন মিথ্যে কলঙ্কের দায়ে দেশের ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা এক অসহায় বিধবাকে ডুবিয়ে মেরেছিল। তারপর থেকেই এ ঘাটের জল সেই যে লাল হয়ে গেছে, আর কখনও তার রং স্বাভাবিক হয় নি। এ ঘাটের জল খেয়ে বহু যক্ষ্মারোগী ভাল হয়েছে, কিন্তু একজন ব্রাহ্মণও নিরোগ হয় নি।

পেলব। তাই নাকি?

সোনাই। কে মা তুমি জানি না। কবে তুমি কার ঘরে জন্মেছিলে, সবাই তা ভুলে গেছে। মাগো, তোমার উদ্দেশ্যে তোমার

এই চিরদুঃখিনী মেয়ে সহস্রবার প্রণাম জানাচ্ছে। আশীর্ব্বাদ কর মা, স্বামী বলে যাকে জেনেছি, তাঁর কল্যাণেই যেন এ তুচ্ছ জীবন আমি উৎসর্গ করতে পারি।

[নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি হইল]

আগাবাসী খাঁর প্রবেশ।

আগাবাসী। আদাব হুজ্‌রাইন।

সোনাই। তুমি কে?

আগাবাসী। আমি মাঝী; আপনাদের নিয়ে হাজীনগরে পৌঁছে দিলে একশো টাকা বকশিস্ পাব। কত্তাঠাকুর নৌকোর মধ্যে শুয়ে আছে; জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বর নিয়েই উঠে আসছিল। আমি বললুম,—উঠো না কত্তাঠাকুর, মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। আমি হুজ্‌রাইনকে নিয়ে আসছি। সাত বছর আপনার নাও বাইছি, হুজ্‌রাইন কি আর আমাকে চিনতে নারবে? আসুন—আসুন—,

সোনাই। কার জ্বর বললে মাঝি?

আগাবাসী। আপনার খসমের।

সোনাই। কে খসম?

আগাবাসী। কেন, মাধব ঠাকুর। আমি সব জানি হুজ্‌রাইন। কত্তাঠাকুর আমায় সব বলেছে। আহা, এমন খসম কেউ পায় নি হুজ্‌রাইন। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। এমন ছেলেকে বাপ কি না চিনলে না। আমিও বলছি হুজ্‌রাইন, দুদিন সবুর কর, এই বাপ আবার ওই ছেলেকে এনে মসনদে বসাবে, আর তুমি হবে দীঘলহাটির রাণী। আর দেরী করো না হুজ্‌রাইন অনেকক্ষণ জোয়ার লেগে গেছে।

সোনাই। চল। তাহলে আমি আসি পেলব।

পেলব। না দিদি, মাধবদা না এলে তুই যাস নি।

সোনাই। তাঁর যে জ্বর ভাই।

পেলব। তুই দাঁড়া, আমি দেখে আসছি কেমন জ্বর।

আগাবাসী। তুমি ছেলেমানুষ কাদার মধ্যে নামবে কিসের তরে? আমি তেনাকে ডেকে আনছি। ও মাধবদা ঠাকুর, ও মাধবদা ঠাকুর,—[প্রস্থানোদ্যোগ]

সোনাই। থাক থাক, আর ডাকতে হবে না। জল কাদার মধ্যে ওর আর উঠে কাজ নেই। আমি যাচ্ছি চল। পেলব,—

পেলব। দিদি, আমার মনটা ভাল লাগছে না। মাথার উপর প্যাঁচা ডাকছে, ডাইনে বাঁয়ে শেয়াল ডাকছে। আজ তুই যাস নি দিদি।

সোনাই। না ভাই, বাধা দিস নে। যেতে ত হবেই একদিন। ফিরে যা পেলব। মার সঙ্গে ঝগড়া করিস নি। আমার কথা কাউকে বলিস নি।

পেলব। না বললে লোকে যে তোকে যা তা বলবে।

সোনাই। বলুক; তুই ত সব জানিস। তুই বড় হ, মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠ; তখন আমি ফিরে আসব। তখন সবাইকে ডেকে তুই বলিস,—তোর দিদি কলঙ্কিনী নয়।

আগাবাসী। এস, চলে এস। [সোনাইকে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

পেলব। না গেলেই ভাল হত দিদি। কথা যখন শুনলি না— যা, কি আর করব? অনেক দুঃখ পেয়ে গেলি দিদি; কিছু মনে রাখিস নি। [প্রণাম করিল]

সোনাই। তোরা সুখী হ' ভাই, তোরা সুখী হ'।

আগাবাসী। আরে কাঁদ কেন খোকাঠাকুর? কত আসবে, কত যাবে, সারা গায়ে সোনাদানা হীরে জহরৎ ঝলমল ঝলমল করবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [সোনাই সহ প্রস্থান।

পেলব। দিদি,—

সোনাই। [নেপথ্যে] ফিরে যা।

আগাবাসী। [নেপথ্যে] হাঃ হাঃ হাঃ।

পেলব। লোকটা অমন করে হাসছে কেন? ভাল লাগছে না ত। দিদি, ও দিদি,—

আগাবাসী। [নেপথ্যে] হাঃ হাঃ হাঃ।

পেলব। ওই নৌকো ছুটল। না না, আমি যেতে দেব না। তুই ফিরে আয় দিদি, ও দিদি, দিদি,—

[প্রস্থান।

দ্রুত মাধবের প্রবেশ।

মাধব। কে আর্ত্তনাদ করছে? কই, সোনাই ত এখানে নেই। তবে কি আমার দেরী দেখে ফিরে গেল? সে হয়ত ঠিকই এসেছিল, আমিই একটা বাজে লোকের কথায় তাকে অসুস্থ মনে করে ছুটে দেখতে গিয়েছিলাম। নৌকোটাও দেখতে পাচ্ছি না। সোনাই, সোনাই,—কোথায় লুকিয়ে রইলে? বেরিয়ে এস সোনাই, আমি এসেছি। আঃ, মাথার উপর প্যাঁচা ডাকছে কেন?

নিশাচরের প্রবেশ।

নিশাচর। ডাকবে ডাকবে, প্যাঁচা ডাকবে। সেদিনও ডেকেছিল, যেদিন আমার সোনার প্রতিমা অচিন হয়ে গেল। এই, ভাবনা কাজীর লোক কোথায় গেল রে?

মাধব। ভাবনা কাজীর লোক! কোথায় সে?

নিশাচর। ওইখানে নৌকোর গলুইয়ের উপর দাঁড়িয়েছিল, আমি দেখতে পেয়ে একটা কাটারি আনতে গেলুম। এর মধ্যে হাওয়া?

মাধব। নৌকো কই? কোথায় সে নৌকো? কোথায় গেল আমার সোনাই? হে তেত্রিশ কোটি দেবতা, বলে দাও, কোথায় লুকিয়ে রেখেছ আমার সে বাসন্তীলতা? ওঠ ওঠ হে অংশুমালি,—জ্বালিয়ে দাও এ সূচীভেদ্য অন্ধকার, দেখিয়ে দাও আমায় কোথায় লুকিয়ে আছে আমার হারানো মানিক।

নিশাচর। তোরও মানিক হারিয়েছে, না? হারাবে, হারাবে, ভাবনা কাজী যখন নগরে ঢুকেছে, তখন অনেক প্রতিমা জলের তলায় হারিয়ে যাবে।

মাধব। যদি এসে থাক,—সাড়া দাও সোনাই।

পেলবের প্রবেশ।

পেলব। কে? কে? মাধবদা? তুমি?

মাধব। সোনাই কই, ওরে সোনাই কই?

পেলব। নিয়ে গেছে মাধবদা।

মাধব। কে?

পেলব। ওই নৌকো।

মাধব। কেন গেল? কার সঙ্গে গেল?

পেলব। মাঝী এসে বললে, তুমি জ্বর হয়ে নৌকোয় শুয়ে আছ। শুনে দিদি পাগল হয়ে ছুটে গেল, আমার বাধা মানলে না।

মাধব। আমি যাব, আমি তাকে ফিরিয়ে আনব।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

নিশাচর। [মাধবকে ধরিল] দূর গাধা, মরবি যে।

মাধব। হ্যাঁ হ্যাঁ মরব,—ছেড়ে দাও।

নিশাচর। মরে গেলে মানিক ত পাবি না। তোর মত আর দশ বিশটা জোয়ানকে ডেকে আনতে পারিস?

পেলব। আমি পারব। এখনি ঘরে ঘরে গিয়ে আমি খবর দিচ্ছি। তোমরা একটুখানি দাঁড়াও।

[প্রস্থান।

নিশাচর। তোর সোনাইকে কোথায় নিয়ে গেল জানিস?

মাধব। কোথায়?

নিশাচর। ভাবনা কাজীর হারেমে!

মাধব। ভাবনা কাজীর হারেমে! ঠিক ঠিক; সে না কি সোনাইকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। কি করব আমি? কি করব?

নিশাচর। **গীত** :

আয় দেখি সব কোমর বেঁধে এক সাথে দিই হাঁক,
দেখি কেমন অত্যাচারীর হয় না মাথা ফাঁক!
তার দেহ নয় লোহায় গড়া,
আমরা ত নই সবাই মরা,
তার আছে ভাই দু চার শত, আমরা আছি লাখে লাখ।

মাধব। সোনাই, সোনাই,—

নিশাচর। আয় চলে আয়।

[মাধবের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

ভাবনা কাজীর প্রমোদকক্ষ।

ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

ভাবনা। এত দেরী হচ্ছে কেন? সব অপদার্থ অকর্ম্মণ্যের খাড়ি। কাউকে আমি একতিল বিশ্বাস করি না। ব্যাটা আগা খাঁ হয়ত তার সঙ্গে খোস গল্প জুড়ে দিয়েছে। চাবুক মেরে পিঠের ছাল তুলব।

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ। **গীত।**

ও শ্যাম নটবর,
কুঞ্জে বুঝি এল না রাই, হার মেনেছে পঞ্চশর।
কাটা কাণ চুলে ঢেকে অন্য শিকার নাও গে দেখে,
উর্ব্বশী মেনকা কত ডাকবে বঁধু প্রাণেশ্বর।
নিয়ে গেছে হাতের থেকে,
বাজের মত ছোঁ মেরে কে,
খাই তুমি মরছ ডেকে হেঁকে হেঁকে নিরন্তর।

ভাবনা। সোনাই আসে নি?

১ম বাঈজী। না হুজুর।

ভাবনা। না হুজুর! দশবার জিজ্ঞেস করেছি, দশবারই না হুজুর? বেরো কসবীর দল। [কশাঘাত, বাঈজীগণের পলায়ন।] যেমন রূপ, তেমনি গান।

আজিমের প্রবেশ।

আজিম। [illegible]ই একদিন রূপসী ছিল হুজুর। [illegible] একদিন আপনি কড়কড়ে টাকা ছুঁড়ে দিয়েছেন। দু বছরের কথা। আজও ওরা তেমনি আছে,—শুধু আপনারই চোখে নতুনের নেশা লেগেছে।

ভাবনা। থাম্ বেয়াদপ। সোনাই এসেছে কি না, তাই বল।

আজিম। আসে নি হুজুর।

ভাবনা। আসে নি হুজুর? তবে তুই এলি কি খবর নিয়ে?

আজিম। খোদার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে এলুম, সে যেন না আসে।

ভাবনা। এত বড় কথা বলতে তোর সাহস হল?

আজিম। আপনার গোলামি করে আর কিছু না হলেও সাহসটা হয়েছে খুব। কোন কথা বলতেও আটকায় না, কোন কাজ করতেও আটকায় না।

ভাবনা। বলিস কি?

আজিম। ঠিকই বলছি জনাব। নবাব হোসেন শা'র দেওয়ান আপনি, সেই নবাব যাঁর কাছে রাম আর রহিমে ভেদ নেই, যাঁর আশ্রয়ে কত পশু কবি হয়ে গেল, কত মানুষ সাহিত্যিক ব'নে গেল, আপনি তাঁরই দেওয়ান—তাঁর রাজত্বে বসে পরনারীর উপর নির্য্যাতন কচ্ছেন?

ভাবনা। নির্য্যাতন নয় মূর্খ; আমি সোনাইকে বিবাহ করব।

আজিম। দশটা বিবাহ করুন না, কে বাধা দিচ্ছে? কত বকাউল্লা সোনাউল্লার মেয়ে আছে, একটাকে ডাকলে দশটা এসে হাজির হবে। তাদের বিয়ে না করে আপনি ওই বামুনের ঘরের দিকে হাত বাড়ালেন কেন জনাব?

ভাবনা। তুই ব্যাটা তাকে দেখিস নি। মেয়েটা অত্যন্ত খপসুরত।

আজিম। সে যাকে ভালবেসেছে, সেও খপসুরত হুজুর; আপনি তার তুলনায় নিতান্ত অযোগ্য। বিশেষতঃ আপনি বিধর্ম্মী।

ভাবনা। ধর্ম্মের প্রভেদ আমি মানি না।

আজিম। তারা যে মানে হুজুর।

ভাবনা। সে তাদের অন্যায়—

আজিম। অন্যায় হক আর ন্যায় হক, যার পাঁঠা সে বুঝবে। সোনাইকে যে আপনি বিবাহ করবেন, তার মামার সম্মতি পেয়েছেন?

ভাবনা। না। আমি তার কাছে প্রস্তাব করেছিলাম, সে আমায় প্রত্যাখ্যান করেছে।

আজিম। তবু তার ভাগ্নীকে আপনার বিবাহ করা চাই?

ভাবনা। আলবৎ চাই। দেওয়ান ভাবনা কাজী কখনও পিছু হটতে শেখে নি। আমি যখন অনুগ্রহ করে চেয়েছি, তখন তাকে আমার চাই-ই, স্বেচ্ছায় না দেয় জোর করে কেড়ে নেব।

আজিম। নবাবের প্রতিনিধি আপনি,—রাজা যদি কারও উপর অত্যাচার করেন, আপনি দেবেন তাকে আশ্রয়; না খেয়ে যারা মরতে বসেছে, আপনি জোগাবেন তাদের মুখের গ্রাস। রাজা যা দিতে পারেন নি, আপনি প্রজাদের দু হাত পূরে তাই দিয়ে যাবেন, আর নিয়ে যাবেন, মহামান্য নবাবের জন্য আপামর সাধারণের অজস্র আশীর্ব্বাদ। এই ত দেওয়ানের কাজ হুজুর।

ভাবনা। দেওয়ানেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে। শুধু কাজ করলে পেট ভরে, কিন্তু মন ভরে না।

আজিম। আর কত মন ভরাবেন হুজুর? কত মনোহারিণী এল আর গেল, কেউ কি মনের নাগাল পেল না? চুলে পাক

ধরে এল, গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে গেল,—তবু এ রূপের নেশা গেল না? আপনার ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার বুকটা ভেঙ্গে যায়, আর আপনার বুকটা কি একটুও কাঁপে না?

ভাবনা। না! ভাবনা কাজী বিনামূল্যে কারও কিছু নেয় নি। নারীর রূপসুধা সে পান করেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুঠো মুঠো আশ্‌রফিও ছুড়ে দিয়েছে। যারা এসেছিল কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে, তারা হীরে জহরৎ পরে মল বাজিয়ে ঘরে ফিরে গেছে।

আজিম। তারপর তাদের গতি কি হয়েছে খবর নিয়েছেন?

ভাবনা। কিছু দরকার নেই। মাল কিনেছি, দাম দিয়েছি,—তারপর বেচনেওয়ালী কোন্ ভাগাড়ে গিয়ে ম'ল, আমার জানবার কথা নয়। সোনাইয়ের কথা অবশ্য আলাদা, তাকে আমি সাদি করব।

আজিম। এ সঙ্কল্প আপনি ত্যাগ করুন হুজুর।

ভাবনা। তোর কথায় না কি? ভাটুক ঠাকুর যদি আমার কথায় রাজী হত, হয়ত আমি নিজেই ফিরে আসতুম। কিন্তু সে যখন ফণা তুলেছে, তখন তার বিষদাঁত আমি সাঁড়াশী দিয়ে উপড়ে ফেলব।

আজিম। নবাব সাহেব আপনাকে কি বলে পাঠিয়েছেন মনে আছে হুজুর?

ভাবনা। আছে, আছে। মুসলমানেরা রাজার নামে নালিশ করেছে যে রাজা তাদের জমি কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের বিলিয়ে দিচ্ছে। আমি রাজবাড়ীতে তদন্ত করতেই যাচ্ছিলাম; পথে দেখলুম সোনাইকে।

আজিম। অমনি তদন্ত মাথায় উঠে গেল।

ভাবনা। চোপরাও বেয়াদপ।

আজিম। নবাব সাহেব যদি শোনেন যে রাজকার্য্য মাটিচাপা দিয়ে আপনি হিন্দুনারীর রূপের সেবা কচ্ছেন, তাহলে আপনার কি হবে ভেবে দেখবেন হুজুর।

ভাবনা। যা যাঃ, জুজুর ভয় ভাবনা কাজী করে না। নবাব! কে নবাব? নবাব এই ভাবনা কাজী। ও কে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে?

আজিম। সাবধান হুজুর, সাবধান। [প্রস্থান।

ভাটুক ঠাকুরের প্রবেশ।

ভাটুক। দেওয়ান ভাবনা কাজি,—

ভাবনা। কে? ভাটুক ঠাকুর? কি বলছ?

ভাটুক। সোনাই কই? সোনাই?

ভাবনা। আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি, সোনাই কোথায়?

ভাটুক। সে তোমার এই প্রাসাদে নয়?

ভাবনা। না।

ভাটুক। তাহলে তুমি মিথ্যাবাদী।

ভাবনা। ভাটুক!

ভাটুক। বল, কোন্ কক্ষে রেখেছ তাকে? দোর খুলে দাও; আমি তাকে নিয়ে যেতে এসেছি। পাপের শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। যদি এই মুহূর্ত্তে আমার হাতে তাকে এনে দাও, শাস্তিটা হয়ত একটু লঘু হতে পারে।

ভাবনা। শাস্তি! ভাবনা কাজীর শাস্তি—একটা কাঁচকলা খেকো বামুনের হাতে!

ভাটুক। ব্রাহ্মণ দেখ নি তুমি, জান না তার স্বরূপ। এই শাকার-

ভোজী কটিবস্ত্রসার ব্রাহ্মণ গণ্ডূষে সাগর শোষণ করেছে, নিজের অস্থি দিয়ে অসুর নিধনের হাতিয়ার গড়েছে, এই ব্রাহ্মণ অভ্রভেদী বিন্ধ্যগিরির উদ্ধত মাথাটা নুইয়ে দিয়ে সূর্য্যদেবের রথের সড়ক খুলে দিয়েছে। আমায় আর ক্ষেপিয়ে তুলো না ভাবনা কাজি। তুমি যা চাও, তা পাবে না। আর তাকে ধরে আনলেও তুমি তার ছায়া স্পর্শ করতে পারবে না। অসার স্বপ্ন ভুলে গিয়ে যা করেছ, তারই শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক, আর খোদার কাছে প্রার্থনা কর যেন মৃত্যুর পর তিনি তোমায় ক্ষমা করেন।

ভাবনা। তাই করব, তুমি এখন যাও। আর যদি নিজের চোখে ভাগ্নীর বিয়ে দেখতে চাও, তাহলে একটা দিন থেকেও যেতে পার। অসুবিধে কিছু হবে না, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ গঙ্গাজল দিয়ে মুরগী রেঁধে তোমায় পরিবেশন করবে।

ভাটুক। নিয়ে এস, নিয়ে এস সোনাইকে। নবাবের দেওয়ান তুমি, মুখের কথা বললে কত নারী স্বেচ্ছায় তোমায় বরণ করবে। তবু একটা পিতৃমাতৃহীন দরিদ্রের মেয়েকে ছলনা করে বজরায় তুলে নিয়ে আসতে লজ্জা হল না তোমার ?

ভাবনা। আমি না আনলে সে একটা অপোগণ্ড বালকের গলায় মালা দিত। তার চেয়ে আমি কি বেশী সুপাত্র নই।

ভাটুক। তুমি নরকের কীট, আর সে স্বর্গের দেবতা। আমি সোনাইকে নিয়ে গিয়ে তাকে মাধবের হাতে তুলে দেব।

ভাবনা। তারপর রাজার হাতে তোমার মাথাটা যাবে।

ভাটুক। যায় যাক, মাথার পরোয়া ভাটুক ঠাকুর করে না।

ভাবনা। কিন্তু আমি যে করি। নবাবের প্রজা তুমি, নবাবের দেওয়ান হয়ে ভাগ্নীর জন্য তোমার আমি মাথা দিতে দেব না।

ভাটুক। কোথায় সোনাই? সোনাই কোথায়?

ভাবনা। সোনাইকে পাবে না।

ভাটুক। কামান্ধ কুক্কুর, তুমি ভেবেছ—

ভাবনা। ভাটুক,—[কশা উত্তোলন]

আজিমের প্রবেশ।

আজিম। জাঁহাপনা! [মাঝখানে দাঁড়াইল, ভাবনার কশা তাহারই গায়ে আঘাত করিল, ভাবনা কশা ফেলিয়া দিল।] মানীর মান হরণ করবেন না জনাব, আঘাতের উপর অপমানের প্রলেপ দেবেন না। তাহলে মানুষ হয়ত সহ্য করবে, কিন্তু খোদাতালা সহ্য করবেন না। বেরিয়ে আসুন ঠাকুর মশাই, খোদার কসম, আপনার ভাগ্নী এখনও আসে নি।

ভাটুক। বেশ, আমি যাচ্ছি। শোন ভাবনা কাজি, যদি সে আসে তাকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিও। নইলে তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেব, ধর্ম্ম এখনও মরে নি, আর এ কলিতেও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ।

[প্রস্থান।

ভাবনা। সোনাই এসেছে?

আজিম। না।

ভাবনা। এখনও 'না'? বেরিয়ে যা জানোয়ার।

আজিম। জানোয়ার বলেই আপনার চাকরি কচ্ছি।

[প্রস্থান।

ভাবনা। এখনও এল না? কোথায় গেল সে শয়তান?

আগাবাসী খাঁর প্রবেশ।

আগাবাসী। নিয়ে গেল জাঁহাপনা, নিয়ে গেল।

ভাবনা। কি নিয়ে গেল?

আগাবাসী। সোনাই বিবিকে হুজুর।

ভাবনা। সোনাইকে নিয়ে গেল? কার এত বড় হিম্মৎ? তোমার মুখখানা লাল হলো কি করে?

আগাবাসী। রক্তে হুজুর। বাঁদীর বাচ্ছা দু গালে দুটো থাবড়া মেরেছিল, চারটে দাঁত ভেঙে গেছে, আর বাকীগুলো নড়ে গেছে। মাঝীগুলোকে লাথি মেরে নদীতে ফেলে দিয়ে বৈঠা-পেটা করেছে। একটা লাথি তুলেছিলুম, পা-টা জন্মের মত খেয়ে দিয়েছে।

ভাবনা। আরে মূর্খ লোকটা কে?

আগাবাসী। ওই মেধো।

ভাবনা। মেধো আবার কোন ব্যাটা?

আগাবাসী। দীঘলহাটির রাজপুত্র।

ভাবনা। মাধব! সেই শয়তানটা সোনাইকে নিয়ে গেল? তোমরা কি সব ঘুমিয়েছিলে, না মরেছিলে?

আগাবাসী। না জাঁহাপনা। আমরা সোনাই বিবিকে নিয়ে ধাহাভক ঘাটের কাছে এসেছি, অমনি সেই শয়তানটা বিশ পঁচিশ জন লোক নিয়ে এসে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাঝীদের ত মাথা ফাটিয়ে নদীতেই ফেলে দিয়েছে। দুটো মরেই গেছে। আমাদের কারও কাণ নেই, কারও নাক নেই হুজুর।

ভাবনা। আমি তোমাদের সবাইকে কোতল করব।

আগাবাসী। তাই করুন হুজুর। আমি এই মুখ নিয়ে জরুর কাছে যাব কি করে? আমার ছেলে এই চেহারা দেখলে আমায় বাবা বলবে কি না, তাই বা কে জানে?

ভাবনা। তোমরা এতগুলো লোক তাদের মাটির সঙ্গে পিশে ফেলতে পারলে না?

আগাবাসী। পিশে ফেলতে পারতুম জাঁহাপনা। কিন্তু দাড়ি ধরাতে বেকায়দায় পড়ে গেলুম।

ভাবনা। কোন পথে পালালো তারা?

আগাবাসী। ওই নৌকোয়ই পালিয়েছে হুজুর।

ভাবনা। নৌকোয় যে সব মূল্যবান গহনা ছিল?

আগাবাসী। কিছুই সোনাই বিবি নেয় নি, সব নৌকোর সঙ্গে গেছে।

ভাবনা। তুমি মর নি কেন গর্দ্দভ?

আগাবাসী। অমন কথা বলবেন না জনাব। মরে গেলে ছেলেকে দেখতে পাব না।

ভাবনা। মনসবদারকে ডাক; লোক লস্কর নিয়ে এখনি বজরার পশ্চাদ্ধাবন করতে বল। যদি বজরা আটকাতে না পারে, তাহলে তুমি দীঘলহাটিতে গিয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলবে, সে যেন তার ছেলেকে নিয়ে আমার প্রাসাদে উপস্থিত হয়,—বিলম্বে বিপদ হবে। সোনাইকে আমার চাই; আমার শিকার যে ছিনিয়ে নিয়েছে, তাকে আমি শূলে দেব, তবে আমার নাম ভাবনা কাজী। [প্রস্থান।

আগাবাসী। আরে বাপ! এর চেয়ে যদি দুটো কাণ কেটে নিত, পাগড়ী দিয়ে ঢেকে রাখতুম।

অবতারের প্রবেশ।

অবতার। এই যে হাগা খাঁ।

আগাবাসী। কের, তুমি হাগা খাঁ বলবে? আমার এখন মেজাজ আচ্ছা নয় বলে দিচ্ছি। মু সাম্‌লাকে বাৎ চিৎ কর।

অবতার। আরে তোমার দাড়ি থেকে খুনী রং পড়ছে যে?

আগাবাসী। খুনী রং নয় রক্ত।

অবতার। কেন? কেন? এমন বিশ্রী ব্যাপার ত কখনও দেখি নি মিঞা।

আগাবাসী। দেখবে কি করে? গা ঢাকা না দিলে তুমিও বাদ যেতে না; এতক্ষণে তোমার মাথাটা পাকা বেদানার মত ফেটে যেত।

অবতার। কি হয়েছে বল দেখি। সোনাইকে এনেছ ত?

আগাবাসী। কি করে আনব? ওই মেধো ব্যাটা তাকে নিয়ে হাওয়া।

অবতার। সেকি হাগা খাঁ? তোমরা কোথায় ছিলে?

আগাবাসী। 'তোমরা কোথায় ছিলে!' তুমি কোথায় লুকিয়েছিলে? আমাদের মেরে তক্তা বানিয়ে দিলে, আর তুমি আড়ালে বসে মজা দেখছিলে বুঝি?

অবতার। কি বাজে কথা বলছ? আমি নদীর ধারে আহ্নিক কচ্ছিলুম। কিন্তু তোমার কথা যে সব ফক্ ফক্ করে বেরিয়ে আসছে। হাঁ কর ত দেখি।

আগাবাসী। কেন হাঁ করব? ব্যাটাছেলের অমন কত দাঁত ভাঙে, তাতে হয়েছে কি?

অবতার। না, হবে আর কি? তবে ছেলে হয়ত বাপ না বলে তালুই বলবে।

আগাবাসী। তাহলে আমি এখন করব কি শালাঠাকুর?

অবতার। তোমার ভগ্নির মাথা-ঠাকুর। দাও, আমার টাকা দাও।

আগাবাসী। টাকা! মাল ঘরে উঠল না, টাকা?

অবতার। তুমি যদি মাল ঘরে তুলতে না পার, সেকি আমার দোষ?

আগাবাসী। তবে কার দোষ? তুমি তাল ধরে দাও নি, তাই ত বাধা পড়ল। হয়ত তুমিই মেধোকে পাঠিয়েছ।

অবতার। ব্যাটা বলে কি? টাকা ছাড় বলছি।

আগাবাসী। আরে ভাই শালাঠাকুর, টাকার থলে শুদ্ধ মোকো নিয়ে চলে গেছে। তুমি এসো আমার সঙ্গে। আমি বরং তোমায় একটা মুরগী দিয়ে দিচ্ছি।

অবতার। তুমি গিয়ে মুরগীর ঝোল খাও। আমি যাচ্ছি দেওয়ান সাহেবের কাছে।

আগাবাসী। তবে ভাই যাও, টাকাটা ভাল করে দিয়ে দেবে এখন। ইয়া আল্লা, পা যে ফুলে ঢোল হল। ওরে বাবা,—

[প্রস্থান।

অবতার। যাবে কোথায়? একবার পালিয়েছে, ফের ধরে আনব।

[প্রস্থান।

—:০:—

[দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজবাড়ী।

মল্লিকার প্রবেশ।

মল্লিকা। ঢের ঢের ছেলে দেখেছি বাবা, এমন অবুঝ ছেলে কোথাও দেখি নি। বিয়ে করে বউ নিয়ে এল,—তা একটু ঘটা করতে দিলে না! দাদা কত করে বোঝালে, আমি হাত ধরে অনুরোধ করলুম,—ছেলের ওই এক কথা, ঘটা করলে আমি বিয়ে করব না। করলেও তাই! কাকপক্ষী জানলে না, যুবরাজের বিয়ে হয়ে গেল! বাপের গোঁ যাবে কোথায়? যাক গে, আমি আর নাচেও নেই, গাজনেও নেই। যাক, গোবিন্দ [illegible]।

কেতকীর প্রবেশ।

কেতকী। এই কি রাজবাড়ী?

মল্লিকা। এস মা লক্ষ্মী, এস। এ তোমারই বাড়ী মা, তুমিই এ রাজ্যের রাণী। রাজা চোখ বুজলে সব তোমাদেরই হবে। জানি না, কবে সে দিন আসবে; চোখে দেখতে পাব কিনা, তাই বা কে জানে?

কেতকী। আপনি কি আমার—

মল্লিকা। আমি তোমার মা, তুমি আমার মেয়ে। [কেতকী মল্লিকাকে প্রণাম করিল] যাদব বুঝি গাঁটছড়া খুলে পালিয়েছে! এতটুকু বুদ্ধি নেই যে জোড়ে এসে মাকে প্রণাম করতে হয়? যা খুশী করুক; আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।

কেতকী। এত বড় রাজবাড়ী! কত শুনেছি এর জাঁকজমকের কাহিনী! কত লোক আসে যায়, হাতীশালে হাতী ধরে না, ঘোড়াশালে ঘোড়ার চীৎকারে কাণে তালা লেগে যায়, দিবানিশি উৎসবানন্দের স্রোত বয়ে যায়। কিছুই ত দেখছি না মা। আমি আসব বলে কি সবাই পালিয়ে গেছে?

মল্লিকা। পালায় নি মা, কেউ পালায় নি। যে যার ঘরে গোমরা মুখ করে বসে আছে। ছেলে বেঁচে থাকতে ভাগ্নে হল যুবরাজ,—রাজপুত্র যাকে বিয়ে করবে,—তার বিয়ে হল এক বিধবার ছেলের সঙ্গে, এ আর কারও সহ্য হচ্ছে না।

কেতকী। রাজকুমার বিনা প্রতিবাদে সিংহাসনের দাবী ছেড়ে দিলেন?

মল্লিকা। ইচ্ছে করে কি আর দিয়েছে? জানে, দাদার যে কথা সেই কাজ। শোন বৌমা, আমার ছেলেকে আমি একতিল বিশ্বাস

করি না। দাদা যতদিন আছে, ততদিন মাধব কোন গোলমাল করতে সাহস করবে না, কিন্তু তিনি চোখ বুজলেই সে কথা তুলবে। তখন তুমি যদি শক্ত হাতে রাশ টেনে না ধর, তাহলে রাজ্য ত মাধব গ্রাস করবেই, যাদবকেই হয়ত—

কেতকী। হয়ত কি?

মল্লিকা। হয়ত খুন করবে।

কেতকী। খুন!!

মল্লিকা। চুপ; এখানে দেওয়ালেরও কাণ আছে। বুঝতে পাচ্ছ না? চরিত্র যার নেই, সে সব পারে। আর তাও বলি মা, আমার ছেলেটাকেও তুমি বিশ্বাস করো না; মাধব চাইলে সে হয়ত নিজেই তাকে সিংহাসনটা দিয়ে দেবে।

কেতকী। আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না।

মল্লিকা। বেঁচে থাক মা, পাকা চুলে সিঁদুর পর; পাহাড় নড়তে পারে, কিন্তু তুমি যেন নড়ো না। যদি তেমন তেমন বোঝ, যেমন করে পার, পথের কাঁটা জন্মের মত—এই যে বাবা যাদব।

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। সব শিখিয়ে দিয়েছ ত মা?

মল্লিকা। ওমা, কি শেখাব?

যাদব। এই, কি ভাবে চলতে হবে, কাকে কি চোখে দেখতে হবে, মহারাজ চোখ বুজলে কি কি করতে হবে—এই সব।

মল্লিকা। অবাক করলি বাবা; আমার ওসব কথার দরকার কি? আজ আছি দীবলহাটিতে, কাল যাব কাশীতে বাবা বিশ্বেশ্বরের পায়ের তলায়। এসব বৈষয়িক কথা আমার কাণে বিষ ঢেলে দেয়। গুরু, গোবিন্দ, গদাধর।

যাদব। তুমি একবার মাধবকে ডেকে দিতে পার মা?

মল্লিকা। কোথা থেকে ডেকে দেব? সে কি এ দেশে আছে?

কেতকী। কোথায় গেছেন রাজকুমার?

মল্লিকা। সোনাইকে খুঁজতে গেছে।

যাদব। কেন মা? কোথায় গেছে সোনাই?

মল্লিকা। বেরিয়ে গেছে।

যাদব। মা,—

কেতকী। সোনাইয়ের জন্য 'তুমি' আর্ত্তনাদ কচ্ছ কেন?

যাদব। যাও মা,—আমার কাছে যা বলেছ বলেছ, আর কারও কাছে একথা বলো না। সোনাইকে আমি দেখেছি; সে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, তবু অধর্ম্ম করবে না। তার নিন্দা কারও মুখেই আমি শুনতে চাই না।

কেতকী। কোথাকার কে সোনাই, তার নিন্দায় তোমার বুকে বাজে কেন?

যাদব। কারণ আছে রাজকন্যা; সোনাই আমার ভ্রাতৃবধূ।

মল্লিকা। যে কেন হক না; আমার কি? আমি এসব কাণ্ড-কারখানার সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। গুরু, গোবিন্দ, গদাধর।

[প্রস্থান।

কেতকী। মায়ের সঙ্গে তুমি কি এমনি ব্যবহারই কর?

যাদব। হ্যাঁ রাজকুমারি। এই আমার স্বভাব।

কেতকী। শুনে সুখী হলুম না যুবরাজ।

যাদব। আমার দুর্ভাগ্য।

কেতকী। মা তোমার, তুমি তাঁর সঙ্গে যা খুশী ব্যবহার করতে পার; কিন্তু আমাকে এমনি করে অপমান করার অর্থ কি?

যাদব। অপমান! কে করেছে তোমার অপমান?

কেতকী। দেখতে পাচ্ছ না? আমি ত পথের মেয়ে নই। এক রাজার ঘর থেকে আমি আর এক রাজার ঘরে এসেছি। জোর করে আসি নি, তোমরাই পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে নিয়ে এসেছ।

যাদব। তাই বটে।

কেতকী। নিঃশব্দে চোরের মত তোমার পিছে পিছে আমি প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। একটা শাঁখ বাজল না, একটা উলুধ্বনি হল না, একজন পুরনারীও এসে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল না। কেন, কেন? কি করেছি আমি? তোমাদের রাজকুমার অনুগ্রহ করে আমায় গ্রহণ করলেন না, সেকি আমার দোষ?

যাদব। না না, তোমার দোষ নয়, এ আমারই দুর্ভাগ্য। চামরহাটির রাজকন্যা দীঘলহাটির রাজপ্রাসাদে এসেছে, উৎসবানন্দে রাজপুরী আজ মুখরিত হবার কথা। আমিই তা হতে দিইনি কেতকি।

কেতকী। কেন হতে দাও নি?

যাদব। আমি পিতৃহীন নিঃস্ব রিক্ত বিধবার সন্তান। সিংহাসন বা রাজকন্যা কোনটাই আমার প্রাপ্য ছিল না। অনধিকারীর এ সৌভাগ্য ঢাকঢোল বাজিয়ে আমি ঘোষণা করতে চাই না। জোর করে মান পাওয়া যায়, প্রাণ পাওয়া যায় না।

কেতকী। তাহলে তোমাদের পুরবাসীরা তোমার সেই গুণধর ভাইকেই চায়, তোমাকে চায় না।

যাদব। চাওয়া না চাওয়ার প্রশ্ন নয় কেতকি। বিনাদোষে এত বড় বঞ্চনা যে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে, তার জন্যে পশুপাখীও কাঁদে।

কেতকী। তুমি কেঁদেছ বোধ হয় সবার চেয়ে বেশী।

যাদব। একদিনে আমরা জন্মেছি; আমি এক মুহূর্ত্ত আগে, আর সে এক মুহূর্ত্ত পরে। সে আমার ছোট ভাই, আজন্ম আমার খেলার সাথী। আমার সে বঞ্চিত ভাইয়ের জন্য যদি কখনও আমার নিঃশ্বাস পড়ে, তুমি নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করবে রাজকন্যা।

কেতকী। তবু যদি আপন ভাই হত।

যাদব। আপন ভাই কাকে বলে জানি না; আমি শুধু জানি, মাধবের একটা আঙ্গুল রক্ষা করবার জন্য আমি একটা হাত কেটে দিতে পারি।

কেতকী। তবে আর কি? যার সঙ্গে তিনি ঢলাঢলি কচ্ছেন, মহাসমারোহে তার সঙ্গে ওঁর বিয়ে দিয়ে দাও।

যাদব। ঢলাঢলি সে করে নি রাজকন্যা; তুমি যা শুনেছ, সে মিথ্যা। সোনাই তার বিবাহিতা স্ত্রী, আর সে বিবাহ আমাদের বিবাহের মতই সত্য।

প্রতাপরুদ্রের প্রবেশ।

প্রতাপরুদ্র। এ তুমি কি করলে যাদব? দীঘলহাটির যুবরাণী তার স্বামীর ঘরে পদার্পণ করলে, আর সে ঘরে আলোকসজ্জা হল না, শঙ্খধ্বনি হল না, একটা বাজি পর্য্যন্ত পুড়ল না! তোমরা কি সবাই আমার অবাধ্য?

যাদব। অবাধ্য আমি নই মহারাজ। আপনার কথায় যুবরাজের সবই আমি কেড়ে নিয়েছি, কিন্তু তার চোখের উপর ডঙ্কা বাজিয়ে তার দুর্ভাগ্যকে পরিহাস করতে আমি পারব না। না-ই বা হল উৎসব, না-ই বা বাজল মঙ্গল-শঙ্খ, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন,—তাই হবে আমাদের জীবন পথের পরম পাথেয়। [উভয়ে প্রণাম করিল]

প্রতাপরুদ্র। ওঠ মা, ওঠ; দুঃখ করো না মা। যাদব আমার

পুত্রের চেয়েও অধিক। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও যে সেই নির্ব্বোধ লম্পটের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয় নি।

কেতকী। আমার কোন দুঃখ নেই মহারাজ।

প্রতাপরুদ্র। থাকলেই বা আমি কি করতে পারি?

কেতকী। আপনি ভাববেন না; আমি ত সব জেনে শুনেই এসেছি। আমি দুদিনেই সব ঠিক করে নিতে পারব।

প্রতাপরুদ্র। পারবে মা, তুমি নিশ্চয়ই পারবে। এখানে হাত ধরে তোমাকে শেখাবার লোক কেউ নেই মা। রাণী পরলোকে, মল্লিকা পূজো-পার্ব্বন নিয়েই মত্ত হয়ে আছে, সংসারে থেকেও সে সংসার ছাড়া। আর যাদব—অবশ্য সে সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক, বিদ্বান—তবে বড় একগুঁয়ে। সবাইকে দেখবার ভার তোমাকে আজ থেকেই নিতে হবে মা। তুমি বধূ হয়ে আস নি, গৃহিনী হয়ে এসেছ।

কেতকী। আমি তা জানি মহারাজ। আপনি কোন চিন্তা করবেন না; আমি এমন গৃহিনী হব যে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন। [প্রস্থান।

প্রতাপরুদ্র। ভাবনা কাজী দূত পাঠিয়েছে, শুনেছ যাদব?

যাদব। কি বলছে দূত?

প্রতাপরুদ্র। আমাকে এখনি গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

যাদব। কারণ?

প্রতাপরুদ্র। বোধ হয় যা শুনেছিলাম, তাই সত্য। মুসলমান প্রজারা নবাবের কাছে অভিযোগ করেছে যে আমি তাদের জমি কেড়ে নিয়ে হিন্দুদের বিলিয়ে দিচ্ছি। এখনি আমি যাত্রা কচ্ছি।

যাদব। আপনাকে যেতে হবে না, আমি যাব।

প্রতাপরুদ্র। না বাবা, তোমায় গিয়ে কাজ নেই; অনর্থক ভাবনা কাজীকে কথা শুনিয়ে আসবে। লোকটা যেমন অসভ্য, তেমনি রাগী। সব সময় তার হাতে একটা চাবুক থাকে। হয়ত সে তোমার পিঠেই চাবুক মেরে বসবে।

যাদব। তাহলে তার মাথাটাই আমি নামিয়ে দেব।

প্রতাপরুদ্র। মাথা নামানো সহজ, কিন্তু তার পরে নিজেদের মাথা রক্ষা করা সহজ হবে না! থাক্ বাবা;—আমি যাব আর আসব।

যাদব। একান্তই যদি আপনার যেতে হয়, আমি আপনার সঙ্গে যাব।

প্রতাপরুদ্র। তা হয় না বাবা। এখন তিনদিন তোমার কোথাও যেতে নেই।

যাদব। বেশ ত, দূতকে বলে দিন, তিনদিন পরেই যাব।

প্রতাপরুদ্র। তা হয় না। আজই সেখানে উপস্থিত হওয়া চাই। আমি চললুম, সাবধানে থেকো। [প্রস্থানোদ্যোগ] শোন, আমার অনুপস্থিতির সুযোগে মাধব এসে যদি কোন উপদ্রব করে, আমার আদেশ রইল, তাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে তাড়িয়ে দেবে।

যাদব। ছি ছি, কি বলছেন আপনি?

প্রতাপরুদ্র। যদি তাতেও সে যেতে না চায়,—আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে কারাগারে ফেলে রাখবে, আমি এসে তার শিরশ্ছেদ করব।

[প্রস্থানোদ্যোগ ।

যাদব। আমার একটা কথা ছিল মহারাজ। ভাটুক ঠাকুরের ভাগ্নী সোনাই—

প্রতাপরুদ্র। মূর্খ; যাত্রার সময় কেন সে নাম উচ্চারণ করলে? সে কুলত্যাগ করেছে শোন নি? সেই অপদার্থ লম্পট যুবক

আবার তাকে উদ্ধার করতে গেছে। খবরদার, এ দুজনের কারও নাম আমার কাছে যে উচ্চারণ করবে, তাকেও আমি ক্ষমা করব না, বুঝে কাজ করো। [প্রস্থান।

যাদব। নারায়ণ, নারায়ণ।

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। যাদব,—

যাদব। একি, মাধব? কোথা থেকে আসছ তুমি? ছিলে কোথায় এতদিন? সোনাই কই, তোমার সোনাই?

মাধব। সোনাইকে তার মামার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি তোমার কাছে আসছি যাদব।

যাদব। এসব কি শুনছি? সোনাই নাকি কুলত্যাগ করেছে? একি সত্য?

মাধব। সত্য হলে সূর্য্যটা পূব দিকে উঠবে কেন ভাই?

যাদব। আমায় ক্ষমা কর মাধব।

মাধব। অমাবস্যার রাত্রে দুজনে ওপারে গিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবাহ করে ঘর বাঁধব ঠিক করেছিলাম। সোনাই ঠিক সময়েই সতীমায়ের ঘাটে পৌঁছেছিল, আমিই শয়তানের প্ররোচনায় ভুলে দেরী করে ফেলেছিলাম। এই অবসরে দেওয়ান ভাবনা কাজীর লোক তাকে বজরায় তুলে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

যাদব। তারপর?

মাধব। খবর পেয়ে বিশজন যুবক আমায় সাহায্য করতে এগিয়ে এল। নদীর তীর ধরে সারারাত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম। পরদিন বজরা যখন ভাবনা কাজীর ঘাটে লাগল, তখন অতর্কিতে আমরা

বজরা আক্রমণ করলাম। সোনাইকে নিয়ে যখন বজরা ভাসিয়ে দিলাম, তখন মাঝী মাল্লাদের রক্তে নদীর জল লাল হয়ে গেছে।

যাদব। সর্ব্বনাশ! ভাবনা কাজীর লোকগুলোকে তুমি খুন করেছ?

মাধব। তুমি হলে কি করতে?

যাদব। আমিও খুনই করতুম, তবে তার চিহ্ন রেখে আসতুম না। ভাবনা কাজী ত এ অপমান ভুলবে না। এখন উপায়? সে যে তোমাকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে।

মাধব। তার আগে আমিই তার মৃত্যুবাণ আনতে চললুম। আমি নবাবের কাছে তার নামে অভিযোগ করব। তিনি মহান্, নিশ্চয়ই সুবিচার করবেন।

যাদব। যদি না করেন? দেওয়ানের কথাই যদি তিনি বিশ্বাস করেন, তাহলে কি করবে?

মাধব। মরব।

যাদব। মরবে?

মাধব। স্ত্রীর জন্য পিতার স্নেহ হারিয়েছি, রাজ্যের উত্তরাধিকার ত্যাগ করেছি, আর মরতে পারব না?

যাদব। তুমি ত মরে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, কিন্তু অভাগী বউটার কি হবে?

মাধব। তার ভাবনা তার ভাসুরই করবে।

যাদব। মাধব,—

মাধব। এই কথাটাই বলে যেতে এসেছি। আজ চললুম। যদি নিমন্ত্রণ পাই, তোমার বিয়ের সময় আসব।

যাদব। বিয়ে হয়ে গেছে।

মাধব। হয়ে গেছে! কি বলছ তুমি? কবে হল? কই আমাকে ত জানাও নি। কার সঙ্গে বিবাহ হল?

যাদব। চামরহাটির রাজকন্যার সঙ্গে।

মাধব। যুবরাজের বিবাহ হল, অথচ কাকপক্ষী জানলে না? তুমি কি পাগল?

যাদব। পাগল ছিলুম না, তুমিই আমাকে পাগল করবে! কিন্তু তুমি আর দাঁড়িও না মাধব। ভাবনা কাজীর লোক রাজপ্রাসাদে এসেছে; দেখতে পেলে মহা অনর্থ হবে। মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা কর; এই মুহূর্ত্তে তুমি অন্দরের পথে বেরিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

মাধব। শুনেছি নবাব হোসেন শা'র গুণের তুলনা নেই। এ অন্যায়ের প্রতিকার কি তিনি করবেন না?

কেতকীর প্রবেশ।

কেতকী। অভিবাদন রাজকুমার।

মাধব। পায়ের ধুলো দাও বৌদি।

কেতকী। [সরিয়া] ছি, ছি, অমন কাজ করো না। তুমি মহামান্য রাজকুমার, আর আমি একটা তুচ্ছ নারী।

মাধব। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া কচ্ছ কেন? তুচ্ছ ত আমি বলি নি।

কেতকী। তুচ্ছ বই কি কুমার। নইলে লাখ লাখ কথা খরচ হয়ে যাবার পর আশীর্ব্বাদের দিনে অমন করে পাত্রীকে কেউ কাদায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়!

মাধব। তুমি যাকে কাদা ভাবছ, সে কাদা নয়, সুধার সরোবর। আর আমি তোমাকে ছুঁড়েও ফেলে দিই নি, অপমান থেকে তোমায় রক্ষা করেছি কারণ আমার হৃদয়ে আর কোন নারীর স্থান নেই।

কেতকী। যার স্থান আছে, সে নিশ্চয়ই আমার চেয়ে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ।

মাধব। আজ একথা বলতে নেই বৌদি। আজ তুমি আমার গুরুজন। দোহাই তোমার, আর কোন কথা থাকে ত বল।

কেতকী। কথা আমার একটাই রাজকুমার। যে নারীর জন্য তুমি আমার মানসম্ভ্রম দুপায়ে মাড়িয়েছ, আমার আশার সৌধ ধুলিসাৎ করেছ, আমি তাকে একবার দেখতে চাই।

মাধব। সে তোমার রাগের পাত্র নয়। যা বলতে হয় আমাকে বল।

কেতকী। তোমাকে! কি বলব তোমাকে? তোমাকে হত্যা করে তোমার রক্ত দিয়ে স্নান করলেও আমার বুকের জ্বালা নিভবে না। তুমি আমার দাদাকে অপমান করেছ, আমাদের বংশগৌরব ধুলিসাৎ করেছ। তুমি ভণ্ড, তুমি হৃদয়হীন জল্লাদ! যে কলঙ্কিনী নারীর জন্য—

মাধব। বৌদি,—

কেতকী। চুপ্, আমি তোমায় এই অভিশাপ দিচ্ছি; যে কলঙ্কিনী নারীর জন্য তুমি আমার বরমাল্য প্রত্যাখ্যান করেছ, তুমি তাকে পেয়েও পাবে না, তোমার জীবনের সমস্ত রস সে যেন নিংড়ে নিয়ে চলে যায়।

মাধব। বিনাদোষে তুমি আমায় অভিশাপ দিলে, আমি দিচ্ছি তোমায় প্রণাম, সহস্র প্রণাম। [প্রস্থান।

কেতকী। অভিশাপের বিনিময়ে প্রণাম? একি দেবতা, না নির্ব্বোধ পশু? [প্রস্থান।

—:•:—

তৃতীয় দৃশ্য।

ভাটুক ঠাকুরের বাড়ী—মন্দির প্রাঙ্গন।

পেলবের প্রবেশ।

পেলব। তুমি ত সবাইকেই সৃষ্টি করেছ ঠাকুর। আমার দিদিও ত তোমারই হাতে গড়া। তবে কেন তাকে এত দুঃখ দিয়েছ তুমি? এ দুঃখের কি আর সীমা নেই?

মুক্তকেশীর প্রবেশ।

মুক্তকেশী। হ্যাঁ রে, ও হতভাগা, পিণ্ডি গিলতে হবে না? আমি কি ভাতের থালা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরব? তোদের মরণ হয় না কেন? তোর বাপটা গিয়ে কোন ভাগাড়ে মরে পড়ে রইল? তাই কি একটা খবর দিলে? গতরে আমার হাতীর বল দেখেছ ছোটলোকের দল।

পেলব। কেন মা তুমি গালাগাল দিচ্ছ? আমার বাবা তোমার কাছে ছোটলোক?

মুক্তকেশী। তোর বাপ ছোটলোক, তার বাপ ছোটলোক, তোদের চৌদ্দপুরুষ ছোটলোক। এত করে বললুম,—যা হক একটা ধরে এনে ভাগ্নীর বিয়ে দিয়ে দাও। শুনলে আমার কথা? এখন যে মোসলমানে ধরে নিয়ে গেল,—কতখানি মান বেড়েছে শুনি। মান সম্ভ্রম ত রসাতলে গেছেই, এখন ঘরের মানুষটা ভালয় ভালয় ফিরলে বাঁচি। যে গোঁয়ার-গোবিন্দ, হয়ত ভাবনা কাজীকে ক্যাট্ ক্যাট্ করে দুকথা শুনিয়ে দেবে, আর সে ওর মাথাটা ঘ্যাচাং করে—দুর্গা দুর্গা।

পেলব। আমি যাব মা বাবার সন্ধানে?

মুক্তকেশী। থাক্ থাক্, আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। তুই ছোঁড়াই ত যত অনিষ্টের মূল। সব জেনে শুনে কেন তোর বাপকে ক্ষেপিয়ে দিলি?

পেলব। বাঃ, দিদিকে ফিরিয়ে আনতে হবে না?

মুক্তকেশী। কেন? গেছে যাক, মরুক গে, আমার কি? আমি কি ভাগ্নীর জন্যে বুক চাপড়ে কাঁদব? তেমন মেয়ে মুক্তকেশী নয়। যাবি ত যা না, তাবলে যাবার দিন ঠায় উপোস দিয়ে গেলি কেন? গেরস্থের অকল্যাণ হয় না?

পেলব। হলে কি হবে? তুমি তাকে বাপ মা তুলে গাল দিলে কেন?

মুক্তকেশী। সে না হয় আমি রাগ করে দিয়েছিলুম, তার জন্যে না খেয়ে ডুবে মরতে যাবে? মাথা ঘোরার ওষুধ আনিয়ে দিলুম, একবারটি মাখলে না পর্য্যন্ত? যাক্ যাক্, ভারী আমার কুটুম। এই ছোঁড়া, শুনতে পাচ্ছিস না, গরুটা হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। দড়ি খুলে তাড়িয়ে দিয়ে আয়; চাইনে আমার গরু। ওই শোন, আবার টিয়াটা ডাকছে। খাঁচা খুলে দিগে যা। সবাই আমার পেছনে লেগেছে। গরুকে ঘাস জল দিলুম, খেলে না; পাখীটাকে ছাতু ছোলা দিলুম, মুখপোড়া ঘুরে পেছন ফিরে বসল।

পেলব। মা, মানুষের দুঃখে পশুপাখী কাঁদে, কিন্তু মানুষ কাঁদে না।

মুক্তকেশী। যা যা, পণ্ডিতি করতে হবে না।

পেলব।

গীত।

মানুষের তরে হায় রে মানুষ ফেলো না চোখের জল,
বনের চিড়িয়া কেঁদে হল সারা, গলে যায় পশুদল।

মুক্তকেশী। চুপ কর্ না।

পেলব।   পূর্ব্বগী ভাংশ;

কি যে ছিল হায়, কি গেল হারায়ে,
কত নিয়ে গেল, কি গেল ছড়ায়ে,
কেহ দেখিল না, ভেঙ্গে গেল শুধু আমারি মর্ম্মতল।

[প্রস্থান।

মুক্তকেশী। মুখপোড়া ঠাকুর! শুধু পেটপুরে গিলতে জান? বর দেবার নামটি নেই? ইতর, ছোটলোক, আঁটকুঁড়ীর ব্যাটা,—কি ক্ষেতিটা সে করেছিল তোমার যে মেয়েটার মুখে এমনি করে কালী মাখিয়ে দিলে? কে তোমায় এত যত্ন করে ফুলের মালা পরিয়েছে, কে এমনি করে তোমার ঘর নিকিয়েছে? এমন পরিপাটি করে ভোগ দিয়েছে কে? এখন খাচ্ছ না? বাপের পিণ্ডি খাও, উনুনের ছাই খাও।

ভাটুক ঠাকুরের প্রবেশ।

ভাটুক। কাকে ছাই খাওয়াচ্ছ মুক্তকেশি? সোনাই কি এসেছে?

মুক্তকেশী। সোনাইকে আমি বুঝি কেবল ছাই-ই খাইয়েছি, আর কিছু খাওয়াই নি? না? বুলি শিখেছ খুব।

ভাটুক। অন্যায় হয়েছে মুক্ত; আমার মাথার ঠিক নেই। কোথায় সোনাই বল, আমার সোনাই কোথায়?

মুক্তকেশী। আমি তার কি জানি? তার ভাবনায় ত আমার ঘুম হচ্ছে না। কেন, ভাবনা কাজীর বাড়ীতে দেখতে গেলে না?

ভাটুক। না না, সেখানে সে যায় নি। মাধব তাকে উদ্ধার করে এনেছে। শোন নি তুমি?

মুক্তকেশী। কি করে শুনব? কার দায় পড়েছে আমাকে বলতে? আমি শুধু জ্বালা দিয়েছি বইত নয়; ভাত দিয়েছে পাড়ার লোকে।

ভাটুক। আমি যে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি। ভেবেছিলাম, সে এতক্ষণে বাড়ীতে ফিরে এসেছে।

মুক্তকেশী। কার কাছে আসবে গো? মা থাকলে আসত। মামী ত আর মা নয়। যাক্ যাক্, তুমি ওর জন্যে হা-হুতাশ করো না। ভাগ্নী ত নয়, সাতজন্মের শত্তুর।

অবতারের প্রবেশ।

অবতার। দিদি, উলু দে, শাঁখ বাজা,—

ভাটুক। কেন? কি হয়েছে? মুখে যে আনন্দ ধরে না। কার ভরাডুবি করে এসেছ?

অবতার। আপনি খালি আমায় ভরাডুবি করতেই দেখেন। কি আর বলব? আপনি গুরুজন; নইলে বলতুম, আপনি একটি দুপেয়ে হনুমান, বাবা দিদিকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছে।

মুক্তকেশী। থাম হতভাগা।

অবতার। আরে তুই শাঁখ বাজা না। তোর ভাগ্নী এসে ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে নখ খুঁটছে।

ভাটুক। সোনাই এসেছে! কোথায় সোনাই। সোনাই সোনাই,—

[প্রস্থান।

অবতার। তুই যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি রে?

মুক্তকেশী। কি করব? বুড়ো বয়সে নাচব না কি?

অবতার। আরে মুখপুড়ি, বোনাই ওকে ঘরে ঢোকাবে যে।

মুক্তকেশী। তাই ত দেখছি।

অবতার। [ভ্যাঙাইয়া] 'তাই ত দেখছি।' তুই ওর কাছাটা টেনে ধরতে পারলি নি? মেয়েটা যদি ঘরে ঢোকে, জাত জন্ম রসাতলে যাবে না?

মুক্তকেশী। তা ত যাবেই।

অবতার। তবে? ওর হাতের জল তুই খেতে পারবি? তোর বমি হবে না?

মুক্তকেশী। গঙ্গাজল মিশিয়ে খেলে আর বমি হবে না।

অবতার। ওরে হতভাগি, এখনও ঝ্যাঁটা নিয়ে আয়, বিদেয় কর, এক্ষুণি বিদেয় কর। ভেতরে ঢুকলে থাকতে দিবি কোথায়?

মুক্তকেশী। মেয়ে হলে যেখানে থাকত, সেইখানে।

অবতার। এই কি তোর ঠাট্টার সময় হল? আমি সোজা বলে দিচ্ছি দিদি, ওই কুলটা মেয়েটাকে যদি তুই ঠাঁই দিস, তাহলে আমি আর তোর বাড়ীতে পাও ধোব না।

মুক্তকেশী। তোর মত জানোয়ারের পা ধোবার জন্য আমরা পুকুর কাটি নি।

অবতার। কি বললি?

মুক্তকেশী। কোথায় ছিলি তুই এ কদিন? সোনাই যেদিন থেকে নেই, সেদিন থেকে কেন তোর টিকি দেখতে পাই নি? জবাব দে?

অবতার। এ তুই কি যা তা বলছিস?

মুক্তকেশী। ভাবনা কাজীর সঙ্গে কি শলা-পরামর্শ ছিল তোর?

অবতার। বাঃ, আমি যে তার চাকরি করি।

মুক্তকেশী। কি চাকরি?

অবতার। এই ধর তশিলদারের চাকরি।

মুক্তকেশী। কতদিন চাকরি কচ্ছ শুনি?

অবতার। তা মাস দুই হবে।

মুক্তকেশী। মাইনের টাকা কই? নিয়ে আয় টাকা, এক্ষুণি নিয়ে আয়। নইলে আমি তোকে জ্যান্ত উঠোনে পুতে ফেলব।

মুক্তকেশীকে তুমি চেনো না? শোন নি, জামাইকে কটুকথা বলেছিল বলে বাবাকে দুপুর রোদে না খাইয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম?

অবতার। বেশ করেছিলি। এবার তোর কুলটা ভাগ্নীকে ঝেঁটিয়ে তাড়া দেখি। আমি গঙ্গাজল নিয়ে আসছি, বাড়ীময় বেশ করে ছিটিয়ে দিতে হবে, নইলে নরক, অনন্ত নরক।

[প্রস্থান।

মুক্তকেশী। কই গো সতীমায়ের সতী মেয়ে, এস না, আর ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে পা ঘসছ কেন?

[সোনাই আসিয়া মুক্তকেশীর পায়ে পড়িল]

সোনাই। মামী মা,—

মুক্তকেশী। এসো, এসো। বরণ-কূলো নিয়ে আসছি, বরণ করে ঘরে তুলব না? হ্যাঁলা গতরখাগি, কী তোকে আমি বলেছিলুম যার জন্যে সারাদিন উপোস দিয়ে নদীতে ডুবে মরতে গেলি? মরলি নে কেন? তাহলে ত আমায় যে-সে যা তা বলতে পারত না।

সোনাই। তোমার উপর আমি রাগ করে যাই নি মামী মা, কারও উপরই রাগ করি নি আমি। সবই আমার পোড়া অদৃষ্টের দোষ। বাবাকে দেখি নি, মাটিতে পড়েই মাকে খেয়েছি, মা বলে তোমাকে আঁকড়ে ধরেছিলুম, তোমাকেও এক তিল সুখী করতে পারি নি।

মুক্তকেশী। আর সুখী করে কাজ নেই; ঢের সুখ দিয়েছ। এখন গিলবে না কি গিলে যাও। কদিন খাও নি কে জানে? না খেয়ে মরে গেলে লোকে যে আমাকেই দুষবে।

সোনাই। আমি আর খাব না মামী মা, আর তোমাকে জ্বালাব না। নৌকো থেকে নদীতে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিলুম,—ওরা আমায় মরতে দিলে না। নৌকোর পাটাতনে মাথা ঠুকে কপাল ফেটে চৌচির হয়েছে

দেখ, তবু যম আমায় নিলে না। আমার নিঃশ্বাস যেখানে পড়বে, সেখানে মাটিশুদ্ধ জ্বলে যাবে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার গলা টিপে মার।

মুক্তকেশী। থাক্ থাক্, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। ওঠ, লোকে দেখলে আমারই মাথা কাটা যাবে। চোখে আবার কি পড়ল দেখ। [দরবিগলিত অশ্রু মুছিয়া ফেলিল] ওরে ও পেলব, গতরখাগীর কপালটা বেঁধে দিয়ে যা না।

ভাটুক ঠাকুরের প্রবেশ।

ভাটুক। ব্রাহ্মণি,—আমার কথা শুনবে? মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে আগে দুটি খাইয়ে দাও। পাঁচ দিন ও কিছু খায় নি। আমি জানি, ওর কোন অপরাধ নেই।

মুক্তকেশী। না না, সব আমার অপরাধ। আমি বললেই কি ও ঘরে যাবে, না খেয়ে আমায় ধন্যি করবে? তোমার আদরের ভাগ্নী, তুমিই আদর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দাও গে। কপালটাও বেঁধে দিও, নইলে লোকে বলবে, আমিই মেরেছি।

ভাটুক। মেয়েটা কাঁদছে আর তুমি একটু মিষ্টি মুখে কথাটিও কইতে পার না?

মুক্তকেশী। আমি মিষ্টি কথা জানি না।

ভাটুক। ছি ছি, তুমি কি?

মুক্তকেশী। আমি বনমানুষ। তোমাদের মত হাঃ-হাঃ করে হাসতেও আমি শিখি নি, আর কথায় কথায় কাঁদতেও আমি জানি না।

[প্রস্থান।

সোনাই। মামা, আমি এখন কি করব মামা?

ভাটুক। ঘরে যাও মা।

বাচস্পতির প্রবেশ।

বাচস্পতি। ঘরে যাবে কি হে? ও ভাটুক, তুমি বলছ কি?

ভাটুক। কেন বাচস্পতি মশায়, সোনাই ত কোন অপরাধ করে নি।

বাচস্পতি। অপরাধ না করলেও করেছে। মুসলমানের বজরায় যখন একরাত কাটিয়ে এসেছে, তখন আর ওকে হিন্দুসমাজ গ্রহণ করতে পারে না।

ভাটুক। নিরপরাধ জেনেও সমাজ একটা অনাথা মেয়েকে নির্য্যাতন করবে?

বাচস্পতি। তুমি ভায়া নিতান্তই ছেলেমানুষ। নিরপরাধ বললেই ত আর নিরপরাধ হয় না। কারণ থাকলেই কার্য্য হবে। মনে রেখো, তার নাম ভাবনা কাজী।

সোনাই। ভাবনা কাজী বজরায় ছিল না।

বাচস্পতি। থাকলেও ছিল, না থাকলেও ছিল।

সোনাই। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি কোন দোষে দোষী নই। আপনার দুটি পায়ে পড়ি—

বাচস্পতি। আহাহা, থাক্ থাক্, অমনি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, মনোবাসনা পূর্ণ হক। গহনা গাঁটি যা পেয়েছ, নিয়ে বেরিয়ে যাও, গরীব ব্রাহ্মণকে আর জাতিভ্রষ্ট করো না।

ভাটুক। দোহাই আপনার, অত নিষ্ঠুর হবেন না বাচস্পতি মশায়। মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন, ও কোন অন্যায় করতে জানে না। আমি জেনে এসেছি, মাধব ওকে পথ থেকে উদ্ধার করে এনেছে, ভাবনা কাজীর সঙ্গে ওর দেখাও হয় নি। আপনি

সমাজপতি, ইচ্ছে করলেই আপনি সমাজে যাকে ইচ্ছা আশ্রয় দিতে পারেন।

বাচস্পতি। পারি, কিন্তু দেব না।

মুক্তকেশীর প্রবেশ।

মুক্তকেশী। তাহলে আপনি ঘরের ভাত বেশী করে খান গে যান।

বাচস্পতি। কি বলছ তুমি নাত বৌ?

মুক্তকেশী। বলছি, কবে তুমি মরবে, কবে গাঁয়ের লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। ওলো, ও সোনাই, হারামজাদি বসে আছিস কেন? কথা গেরাহ্যি হয় না? গিলতে হয় গিলে রাঁধগে যা।

বাচস্পতি। কি রাঁধবে? এই কুলটার রান্না খাবে তোমরা?

মুক্তকেশী। কুলটা তোমার মা বোন, কুলটা তোমার চৌদ্দপুরুষ। তোমার বিধবা ভাজ কোন ব্যামোতে মরেছিল, আমরা জানি নে?

ভাটুক। চুপ কর ব্রাহ্মণি।

মুক্তকেশী। কেন চুপ করব? বুড়ো মিনসে গায়ে পড়ে কোঁদল করতে এসেছে, নিজের বুকে একবার হাত দিয়ে দেখে নি? আমার ভাগ্নীকে মারব আমি কাটব আমি, তুমি তার খোয়ার করবার কে হে?

বাচস্পতি। আমি সমাজপতি, আমাকে এই প্রকার অপমান?

মুক্তকেশী। বেরুবে ত বেরোও, নইলে ঝ্যাঁটাপেটা করব।

ভাটুক। ছি ছি, তুমি হলে কি?

সোনাই। মামী মা, তোমার পায়ে পড়ি মামী মা,—তুমি শান্ত হও। মামা, মামীমাকে নিয়ে ঘরে যাও। বাচস্পতি মশায়, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হক, আমি জন্মের মত এ গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। কেন যাবে মা? এ গাঁ ত শুধু হলধর বাচস্পতির নয়, ভাটুক ঠাকুরেরও নয়, এর উপর তোমারও সমানই অধিকার।

ভাটুক। } যুবরাজ !
বাচস্পতি। }

সোনাই। আপনি আবার এর মধ্যে কেন এলেন?

যাদব। তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি মা।

সোনাই। আমায় নিয়ে যেতে এসেছেন! কোথায়?

যাদব। তোমার নিজের ঘরে।

ভাটুক। যাদব,—

বাচস্পতি। এ তুমি কি বলছ যাদব?

মুক্তকেশী। আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্ছি না বাপু।

যাদব। বুঝতে ত চান নি কখনও। শুধু না বুঝে গাল মন্দ করেছেন, আর চীৎকার করে পাড়া মাথায় করেছেন। সোনাই আমার ভ্রাতৃবধূ, মাধবের স্ত্রী।

বাচস্পতি। } স্ত্রী!
মুক্তকেশী। }

যাদব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাচস্পতি। কবে বিয়ে হল, তা ত জানি না।

যাদব। আপনার ত জানবার দরকার নেই। আমি জানি, এ-ই যথেষ্ট। এর বেশী যদি কিছু জানতে চান, তাহলে মাধবের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন; তবে পিঠে কুলো বেঁধে যাবেন।

বাচস্পতি। তবে যে শুনেছিলুম, মহারাজ শুধু এর জন্যেই মাধবকে ত্যাজ্য পুত্র করেছেন।

যাদব। আপনি চিরদিনই সত্য কথা শোনেন, আর সত্য কথা বলেন।

ভাটুক। সোনাইকে নিয়ে যেতে তিনিই কি পাঠিয়েছেন?

যাদব। না তিনি এখন দীঘলহাটিতে নেই।

মুক্তকেশী। তিনি এসে যদি মেয়েটাকে তাড়িয়ে দেন?

যাদব। তাহলে যে ওকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই ওর দায়িত্ব নেবে, অপরের তা ভাববার দরকার নেই। কি বলেন বাচস্পতি মশায়?

বাচস্পতি। তা বটেই ত; তুমি যখন যুবরাজ, তখন যা বলবে তাই বেদবাক্য। আচ্ছা, তাহলে আমি এখন আসি।

মুক্তকেশী। ভবিষ্যতে আবার যদি আমার বাড়ীতে ঢোক, তোমাকে আমি কুকুর লেলিয়ে দেব। চালুনী বলে ছুঁচকে, তোর গায়ে কেন ছ্যাঁদা! দূর দূর শেয়াল কুকুরের জাত।

বাচস্পতি। কি, আমাকে গালাগাল? আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তিন দিনের মধ্যে তোরা মুখে রক্ত উঠে মরবি।

[প্রস্থান।

যাদব। এসো মা, আর দেরী করো না।

সোনাই। মামা, আমি তবে আসি?

ভাটুক। ও—হ্যাঁ, তা যাবে বই কি? নিশ্চয়ই যাবে। যাদব যখন নিতে এসেছে, যেতেই ত হবে। হ্যাঁ মা, একি সত্য, মাধবের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছিল? কই, আমাদের ত বলিস নি। কবে হল?

সোনাই। দশ বছর আগে। আমি তাঁকে লোহার আংটি দিয়ে ছিলাম, আর তিনি আমাকে একটা পয়সা দিয়ে কিনেছিলেন।

যাদব। আরও যদি কিছু দরকার হয়, মহারাজ আসুন, কোন ত্রুটিই আমি রাখব না।

মুক্তকেশী। কিচ্ছু দরকার নেই। জাঁকজমক না করলেও বিয়ে হয়। তুমি নিয়ে যাও বাবা। ওলো, ও সোনাই, যাবিই ত,—শেষবারের মত এক কাঁড়ি গিলে যা না, মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

সোনাই। অনেক খেয়েছি তোমার, আর যেন খেতে না হয়। মামা,—

ভাটুক। কাঁদিস নি না। সুখী হ। রাজবাড়ীতে হয়ত আমি ঢুকতে পারব না। তা হক, প্রতি সপ্তাহের শেষদিন আমি রাজবাড়ীর সামনে তেঁতুল গাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকব। তুই দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াস। আচ্ছা যা। আমার জন্যে ভাবিস নি; আমার কোন কষ্ট হবে না। তুই সুখে থাকলেই আমি সুখী হব। দুর্গা, দুর্গা,—

যাদব। এস মা। নমস্কার ঠাকুর মশাই।

সোনাই। শেষবারের মত অভাগীর প্রণাম নাও মামী মা,—না বুঝে যা কিছু অন্যায় করেছি, ক্ষমা করো।

[প্রস্থান।

ভাটুক। মেয়েটাকে যাবার সময় একটু আশীর্ব্বাদ করলে না মুক্তকেশি?

মুক্তকেশী। মামী কি মা যে আশীর্ব্বাদ করবে? আমি ওসব ঢং করতে জানি না।

[প্রস্থান।

ভাটুক। দুর্গা, দুর্গা।

[প্রস্থান।

—:o:—

চতুর্থ দৃশ্য।

ভাবনা কাজীর প্রাসাদ।

ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

ভাবনা। কোতল করব, ভিটেয় ঘুঘু চরাব। এত বড় হিম্মৎ, আমার শিকার ছিনিয়ে নেয়?

প্রতাপরুদ্রের প্রবেশ।

প্রতাপরুদ্র। আমায় স্মরণ করেছেন কেন দেওয়ান সাহেব?

ভাবনা। স্মরণ করেছি কেন, আপনি জানেন না?

প্রতাপরুদ্র। না।

ভাবনা। না? তামাম দুনিয়ার লোক জানলে, আর আপনি জানতে পারলেন না?

প্রতাপরুদ্র। আমার দুর্ভাগ্য।

ভাবনা। বাজে কথা রাখুন। আপনার ছেলে কোথায়,—সেই বাঁদীর বাচ্ছা মাধব?

প্রতাপরুদ্র। মাধব বাঁদীর বাচ্ছা নয়। বাঁদীর বাচ্ছা কে, তা সবাই জানে; ভয়ে কেউ বলে না, এইমাত্র।

ভাবনা। কি বলতে চান আপনি?

প্রতাপরুদ্র। বলতে চাই এই যে রাজা প্রতাপরুদ্র আপনার সঙ্গে রহস্য করতে আসে নি। যদি কোন কাজের কথা থাকে বলুন, না হয় আমি বিদায় হই।

ভাবনা। আপনার ছেলেকে হাজির না করা পর্য্যন্ত আপনাকে আমি বিদায় দেব না।

প্রতাপরুদ্র। হেঁয়ালি রেখে কথাটা খুলে বলুন। আমি মদ খেয়েও আসি নি, গাঁজায়ও দম দিইনি। সহজ কথা বললে নিশ্চয়ই বুঝতে পারব।

ভাবনা। মহারাজ বড় উত্তেজিত হয়েছেন দেখছি।

প্রতাপরুদ্র। তার চেয়েও বেশী অবাক হয়েছি জনাব। বঙ্গেশ্বরের দেওয়ান দীঘলহাটির রাজাকে ডেকে এনে অসম্মান করতে পারেন, এ আমার কল্পনায়ও আসে নি।

ভাবনা। আপনি বোধ হয় জানেন, দীঘলহাটির মুসলমান প্রজারা আপনার নামে নালিশ করেছে।

প্রতাপরুদ্র। শুনেছি। কিন্তু—

ভাবনা। অধৈর্য্য হবেন না; শুনে যান। বঙ্গেশ্বরের আদেশে তদন্ত করবার জন্য আপনার প্রাসাদে যাচ্ছিলাম।

প্রতাপরুদ্র। আপনি যখন ইচ্ছা আবার প্রাসাদে—

ভাবনা। ধীরে রাজা। প্রাসাদে যাওয়া আমার হল না; কারণ পথে দেখলুম একটি বসরাই গোলাপ, নাম তার সোনাই।

প্রতাপরুদ্র। সোনাই! ভাটুক ঠাকুরের ভাগ্নী!

ভাবনা। হ্যাঁ।

প্রতাপরুদ্র। তারপর?

ভাবনা। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, নারী সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদার।

প্রতাপরুদ্র। বিশেষতঃ সে নারী যদি হিন্দুর মেয়ে হয়।

ভাবনা। মহারাজ আমাকে ঠিক চিনেছেন। শুনলে আপনি আশ্চর্য্য হবেন, আমি ভাটুক ঠাকুরের কাছে তার ভাগ্নীকে বিবাহ করতে চাইলাম।

প্রতাপরুদ্র। বটে!

ভাবনা। আরও আশ্চর্য্য হবেন যে ভাটুক ঠাকুর আমায় প্রত্যাখ্যান করলে।

প্রতাপরুদ্র। শুধু প্রত্যাখ্যান করেই ছেড়ে দিলে? এত শান্ত-শিষ্ট ত ভাটুক ঠাকুর নয়। তার চ্যালাচামুণ্ডারা বোধ হয় কাছে ছিল না।

ভাবনা। একদিন শুনলুম, জ্বালামুখীর এপারে এক মন্দিরের মধ্যে সোনাইয়ের বিবাহের আয়োজন হচ্ছে। কণে সতীমায়ের ঘাটে অপেক্ষা করবে, আর বর তাকে নৌকোয় তুলে নিয়ে আসবে।

প্রতাপরুদ্র। তারপর কি, তারপর?

ভাবনা। তারপর কি, আপনার বোঝা উচিত। আপনার বাপ-মায়ের দোয়ায় ভাবনা কাজীর ছলের অভাব হয় না। আমার লোকেরা সোনাইকে নৌকোয় তুলে নিয়ে এলে। বর যথাসময়ে এসে দেখলে ঘাট শূন্য। রাত তখন দ্বিপ্রহর। সকালে সোনাইকে নিয়ে বজরা যখন এসে আমার ঘাটে ভিড়ল, তখন সেই শয়তানের বাচ্ছা বিশজন জোয়ান নিয়ে এসে মাঝী মাল্লাদের খুন জখম করে সোনাইকে নিয়ে বজরা ছুটিয়ে দিলে।

প্রতাপরুদ্র। আমার রাজ্যে কে এমন শক্তিমান যুবক যে ভাবনা কাজীর মত হিংস্র শার্দ্দূলের মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নেয়? কি নাম তার?

<u>আজিমের প্রবেশ।</u>

আজিম। তার নাম মাধব রায়।

প্রতাপরুদ্র। কোন মাধব রায়?

আজিম। রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র, যার অবাধ্যতার জন্য রাজা তাকে যৌবরাজ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন।

প্রতাপরুদ্র। একি সত্য?

আজিম। আমি চোখের উপর দাঁড়িয়ে দেখেছি সেই প্রলয়ঙ্কর

মূর্ত্তি। আমার পিঠেও দু এক ঘা পড়েছিল, কিন্তু তাতে আমার একটুও ব্যথা হয় নি; আনন্দে আমার বুকটা ভরে উঠেছিল; ইচ্ছে হয়েছিল দুনিয়ার লোককে ডেকে এনে দেখাই,—এই আমার বাংলা মায়ের সন্তান। মহারাজ, এই ছেলেকে আপনি ত্যাগ করেছেন! আর কেউ হলে মাথায় তুলে নাচত।

ভাবনা। তুইও একটু নাচ, আর আমি তোর পিঠে কসে চাবুক মারি। [কশাঘাতের উদ্যোগ]

প্রতাপরুদ্র। দেওয়ান সাহেব! [মাঝখানে দাঁড়াইলেন]

ভাবনা। শুনুন রাজা, আপনার সেই পুত্রটিকেই আমার চাই। এই জন্যই আপনাকে ডেকে এনেছি।

প্রতাপরুদ্র। সে কোথায় আমি জানি না।

ভাবনা। জেনে নিতে হবে।

প্রতাপরুদ্র। জানলেও পিতা হয়ে আমি তাকে আপনার হাতে সমর্পণ করতুম না।

ভাবনা। উত্তরাধিকার থেকে যাকে বঞ্চিত করেছেন, তার উপর পিতৃত্বের দাবী নাই বা করলেন।

প্রতাপরুদ্র। তবে আমাকে ডেকে এনেছেন কেন?

ভাবনা। রাজা বলে আপনাকে ডেকে এনেছি; পিতা বলে নয়।

আজিম। আমার একটা কথা ছিল জনাব।

ভাবনা। কি কথা আজিম খাঁ?

আজিম। সোনাইকে আপনি অবিবাহিত জেনে বিবাহের সঙ্কল্প করেছিলেন। আমি খবর পেয়েছি, সে অবিবাহিত নয়। মাধব রায় শুধু তার প্রেমাস্পদ নয়,—স্বামী।

ভাবনা ও প্রতাপরুদ্র। স্বামী!

আজিম। দশ বছর আগে মাধবের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। কেউ উলু দেয় নি, কেউ বাজনাও বাজায় নি, তবু সে বিবাহ জনাব। মাধব রায় তাকে একটা পয়সা দিয়ে কিনেছিল, আর সোনাই দিয়েছিল একটা লোহার আংটি। দশ বছর ধরেই তারা জেনে এসেছে যে তারা বিবাহিত।

প্রতাপরুদ্র। আজিম খাঁ, তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমার মত ভাগ্যবান পিতা বাংলা দেশে বোধ হয় বেশী নেই।

ভাবনা। ভাগ্যবান্ পিতা তার পুত্রটিকে কতদিনের মধ্যে আমার হাতে সমর্পণ করতে পারবেন ?

প্রতাপরুদ্র। কোনদিনই নয় ভাবনা কাজি। আমাদের উচ্চবংশের উপযুক্ত কাজই সে করেছে। পিতার অনুরোধে, রাজ্যের লোভে, এমন কি মৃত্যুভয়েও সে ধর্ম্মত্যাগ করে নি। যা কেড়ে নিয়েছি, তা আর ফিরিয়ে দিতে পারব না, কিন্তু দীঘলহাটিতে ফিরে গিয়ে আমি ঘটা করে তাদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ দেব। আপনাদের নিমন্ত্রণ রহিল। তোমারও নিমন্ত্রণ আজিম খাঁ।

ভাবনা। দাঁড়ান মহারাজ! যতদিন সেই শয়তান আমার হাতে ধরা না দেবে, ততদিন আপনি আমার কারাগারে বন্দী।

প্রতাপরুদ্র ও আজিম। বন্দী!

আজিম। এ আপনি বলছেন কি জনাব ?

প্রতাপরুদ্র। দীঘলহাটির রাজা দেওয়ান ভাবনা কাজীর হাতে বন্দী! এ কথা উচ্চারণ করতে জিভটা কেঁপে উঠল না ?

ভাবনা। ভাবনা কাজীর জিভ এত সহজে কাঁপে না। রাজাকে নিয়ে যা আজিম। আর দীঘলহাটিতে খবর পাঠিয়ে দে যে মহামান্য মহারাজ প্রতাপ-রুদ্র দেওয়ান ভাবনার কারাগারে বন্দী ; তাকে মুক্তি দিতে পারি যদি মাধব রায় আত্মসমর্পণ করে ; নইলে কারাগারই হবে মহারাজের মৃত্যুর আগার।

আজিম। এখনও ভেবে দেখুন জঁাহাপনা। বঙ্গেশ্বর একথা শুনলে আপনাকে জ্যান্ত কবর দেবেন।

ভাবনা। কবরে ত একদিন যেতেই হবে, না হয় দুদিন আগেই যাব; তবু যে শয়তান আমার মুখে চুণকালি দিয়েছে, তাকে আমি বাঁচতে দেব না।

প্রতাপরুদ্র। ভণ্ড, প্রবঞ্চক,—এমনি করেই তুমি সদাশয় বঙ্গেশ্বর হোসেন শা'র শুভ্র নামে কলঙ্ক লেপন কচ্ছ। দেওয়ান তুমি,নবাবের দক্ষিণ হস্ত তুমি, তোমার ছত্রছায়ায় দীনদুঃখী অনাথ আতুর আশ্রয় পাবে,—আর তুমি নিজেই এক অনাথা বালিকার সর্ব্বনাশের আয়োজন কচ্ছ?

ভাবনা। সর্ব্বনাশ নয়, আমি তাকে নিকে করব।

প্রতাপরুদ্র। মনে করেছ, চিরদিন এমনি যাবে। তা নয়। একজন তোমার অপকর্ম্মের হিসাব রাখছেন; তাঁর হাতে শাস্তির জন্য তৈরী হও ভাবনা কাজি।

ভাবনা। তৈরী আমি হয়েই আছি, তুমি কারাগারে বসে তোমার ভগবানকে ডেকে এনে আমার শূলের ব্যবস্থা কর গে।

গীতকণ্ঠে নিশাচরের প্রবেশ।

নিশাচর। গীত

ওরে, খোদা ভগবান,
ঘুমিয়ে নেই রাখছে হিসাব, সামাল কীর্ত্তিমান!
ধরাটারে দেখলি সরা,
পূর্ণ হল পাপের ভরা,
ভাবিস না রে সুখের রবি জ্বলবে নিশিদিনমান।
মানুষগুলো পাথর নয়,
শরীরটা নয় মহাশয়,
বাড়লে বেশী, কেউটে সাপের ব্যাঙেও করে রক্তপান।

ভাবনা। কর্, রক্তপান কর্!

নিশাচর। করব, নিশ্চয়ই করব, সেদিনের বেশী দেরী নেই।

প্রতাপরুদ্র। তুমি কে?

নিশাচর। আমি? ছিলাম একদিন মানুষ; আজ আমি কি, আমিই জানি না। কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে যখন এঁটো কাঁটা কুড়িয়ে খাই, তখন মনে হয় আমি কুকুর। কিন্তু কুকুর আমি ছিলাম না। ঐ শয়তান আমার বুকের পাঁজরা খুলে নিয়েছে, আমি ওর টুঁটিটা কামড়ে ধরব।

প্রতাপরুদ্র। পারবে না ভাই, পারবে না; যে পারবে তার কাছে যাও, তার বাহুতে শক্তি সঞ্চার কর। ঘরে ঘরে গিয়ে তার সৈন্যসংগ্রহ কর।

নিশাচর। কে সে?

প্রতাপরুদ্র। তার নাম মাধব রায়।

নিশাচর। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি চিনি। তার সোনাইকে ওরা ছিনিয়ে এনেছে। যাচ্ছি, আমি তার কাছেই যাচ্ছি। [প্রস্থান।

ভাবনা। তাই যা, একেবারে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি, মজুরীও দেব, বক্‌শিসও দেব।

আজিম। মহারাজকে যেতে দিন জনাব। তাঁর অসম্মান করবেন না, মহাপ্রলয় হবে।

ভাবনা। হক মহাপ্রলয়। নফর করবে মনিবের হুকুম তামিল, তর্ক করবে না।

আজিম। তা বটে। আসুন মহারাজ।

প্রতাপরুদ্র। চল! [আজিম সহ প্রস্থান।

ভাবনা। কাণ টানলেই মাথা আসবে। শয়তানকে একবার পেলে হয়। [প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

গৌড়েশ্বরের প্রাসাদ।

পত্রহস্তে হোসেন শা'র প্রবেশ।

হোসেন। [পত্র পাঠ] "বহুৎ বহুৎ সেলাম পর গোলামের এই আরজ পৌঁছে,—জাঁহাপনা, আমি তদন্ত করিয়া জানিয়াছি, মুসলমান প্রজাদের নালিশ সত্য। রাজা প্রতাপরুদ্র একজন দুর্দ্ধর্ষ শয়তান। সে আমাকে পর্য্যন্ত মানে না, এমন কি মহামান্য বঙ্গেশ্বরকেও গ্রাহ্য করে না। রাজার একমাত্র পুত্র মাধব রায় আরও খারাপ। তাহার অত্যাচারে দীঘলহাটির যুবতী নারীরা সন্ত্রস্ত। দীঘলহাটির ভাটুক ঠাকুরের ভাগ্নী সোনাই মাধবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দরবারে নালিশ করিতে আসিতেছিল, উক্ত মাধব রায় বিশ-জন গুণ্ডার সাহায্যে তাহাকে পথ হইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার হাতে আমাদের মাঝীমাল্লারা প্রহৃত, এবং দুইজন নিহত।" তাই ত' ভাবনা কাজীকে মানে না? এরা ভেবেছে কি?

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। বঙ্গেশ্বরের জয় হক।

হোসেন। কে তুমি?

মাধব। আপনার একজন প্রজা।

হোসেন। বিনা এত্তেলায় কোন্ সাহসে তুমি আমার বিশ্রামাগারে প্রবেশ করেছ?

মাধব। এত্তেলা অনেক দিয়েছি জাঁহাপনা। আপনার কর্ম্মচারীরা তা আপনার কাছে পৌঁছে দেয় না।

হোসেন। দেবার যোগ্য হলে দিত।

মাধব। না বঙ্গেশ্বর, আমি তাদের নজরানা দিতে পারি নি বলেই সাতদিন ধরে তারা কেবলি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

হোসেন। দরবারে যাও নি কেন বেকুব? সেখানে ত সবারই প্রবেশাধিকার আছে।

মাধব। দরবার ত দেখলুম না জাঁহাপনা। সাতদিন ধরে আমি আপনার দর্শন চেয়েছি, প্রতিবারেই শুনেছি, আপনি বিশ্রামকক্ষে আছেন। বঙ্গেশ্বরের বিশ্রামের কি শেষ নেই?

হোসেন। কে এ বেয়াদপ নবাবের কাছে কৈফিয়ৎ চায়!

মাধব। কৈফিয়ৎ চাই নি জনাব। আমরা হিন্দু,—রাজাকে আমরা পিতা বলেই জানি। পিতার কাছে সন্তান আসবে, তার পথে এত কাঁটা ছড়িয়ে রেখেছেন কেন জনাব? দরবারেও যাবেন না, বিশ্রামকক্ষেও প্রজাদের প্রবেশ করতে দেবেন না। তবে প্রজারা কার কাছে গিয়ে তাদের অভাব অভিযোগ জানাবে বলে দিন।

হোসেন। কি অভিযোগ তোমার? কার বিরুদ্ধে?

মাধব। প্রথম অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে।

হোসেন। আমার বিরুদ্ধে!

মাধব। হ্যাঁ। এত বড় রাজ্যটার শাসনভার যার মাথার উপর, তাঁর দশটা চোখ মেলে চেয়ে থাকার কথা। আমাদের নবাবের দুটি চোখ, তাও কবিত্বের আবেশে নিমীলিত। জাঁহাপনা,—শাসনকর্ত্তার কবি হওয়া চলে না।

হোসেন। আমি তোমার সাহসের প্রশংসা করি।

মাধব। কিন্তু আমি আপনার বিচার বুদ্ধির প্রশংসা করি না। আপনি কি দিয়ে ভাত খান, দিল্লীর বাদশা তার খবর রাখেন; কিন্তু বাংলার লোকেরা কোথায় দুর্ভিক্ষে শেষ হয়ে গেল, কোনখানে প্লাবনে ভেসে গেল, আপনি তার কোন খবর রাখেন না।

হোসেন। কোথায় প্লাবন, কোথায় দুর্ভিক্ষ? কই ভাবনা কাজী ত আমায় বলে নি।

মাধব। রাজ্যটা কি আপনার, না ভাবনা কাজীর? মহানুভব বঙ্গেশ্বর, আপনার গুণের অন্ত নেই, আপনার উদারতা অসাধারণ; তবু বাংলা দেশে কেন আপনার এত নিন্দুক, কেন আপনার নাম এত কলঙ্কিত?

হোসেন। কে বললে?

মাধব। আমি বলছি।

হোসেন। কোথায় বাড়ী তোমার?

মাধব। দীঘলহাটিতে।

হোসেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যে? কার পুত্র তুমি?

মাধব। বাংলার সবাই বঙ্গেশ্বরের সন্তান, আমিও তাই; এর বেশী পরিচয় আমি দেব না।

হোসেন। তুমি হিন্দু!

মাধব। আমি বাঙ্গালী।

হোসেন। আমার কলঙ্কে দেশ ছেয়ে গেছে, তাতেই তুমি পাগল হয়ে ঘেয়ো কুকুরের মত ছুটে এসেছ, তোমাদের রাজার কলঙ্কের কথা ত একবারও বলছ না? শুনেছ মুসলমান প্রজাদের উপর তার অকথ্য নির্য্যাতনের কথা?

মাধব। আপনি শুনেছেন?

হোসেন। শুনেছি বলেই আমি ভাবনা কাজীকে তদন্তের আদেশ দিয়েছি।

মাধব। ভাবনা কাজী ছাড়া নবাব সরকারের কি আর লোক নেই? শাসনে ভাবনা কাজী, তদন্তে ভাবনা কাজী, দরবারে, বিচারে, মহোৎসবে সর্ব্বত্রই ভাবনা কাজী? বঙ্গেশ্বর কি আপনি না এই শয়তান? আমাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক কি আপনি না এই নীচ লম্পট হিংস্র জানোয়ার?

হোসেন। হুঁসিয়ার কমবক্ত্।

মাধব। হুঁসিয়ার হন আপনি। আমি হুঁসিয়ার না হলে আপনার হাতে আমার মাথা যেতে পারে, তাতে আর কারও কোন ক্ষতি হবে না। মা নেই যে কাঁদবে, পিতা থাকলেও আমার জন্য তার নিঃশ্বাসও পড়বে না। কিন্তু আপনি ত আমার মত ছোট নন; আপনি হুঁসিয়ার না হলে সমগ্র বাংলা দেশটাই রসাতলে যাবে।

হোসেন। তুমি বোধ হয় রাজার ওকালতি করতে এসেছ।

মাধব। না জাঁহাপনা। আমি এসেছি ভাবনা কাজীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ নিয়ে। এত বড় হিন্দুদ্বেষী রাজকর্ম্মচারী নবাব সরকারে বোধ হয় আর একটিও নেই। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ হলে এই শয়তান চোখ বুজে হিন্দুদের শাস্তি দেয়।

হোসেন। মিথ্যা কথা।

মাধব। আমার কথা মিথ্যা নয়, আপনার ধারণা মিথ্যা। কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর অভিযোগ আছে আমাদের, কাণ পেতে শুনুন জনাব। আপনার দেওয়ান এই ভাবনা কাজীর জন্য হিন্দুনারীরা ঘরের বাইরে বেরুতে পারে না।

হোসেন। মাধব রায়কে জান?

মাধব। জানি।

হোসেন। তুমি যে অপকর্ম্মের কথা বলছ, তার নায়ক ভাবনা কাজী নয়, মাধব রায়।

মাধব। মাধব রায়!

হোসেন। হ্যাঁ। ওই লম্পটের ভয়ে দীঘলহাটির নারীরা ভীত সন্ত্রস্ত। সোনাইকে চেন, ভাটুক ঠাকুরের ভাগ্নী সোনাই?

মাধব। কি করেছে সোনাই?

হোসেন। মাধবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে দেওয়ান ভাবনা কাজীর আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল।

মাধব। বটে!

হোসেন। পথ থেকে এই মাধব রায় বিশজন গুণ্ডা নিয়ে তাকে ছিনিয়ে এনেছে।

মাধব। ভাবনা কাজী খবর দিয়েছে বুঝি?

হোসেন। পড় এই চিঠি।

মাধব। ও আর কি পড়ব জনাব? আমি নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী।

হোসেন। তুমি কি বলতে চাও; মাধব সোনাইকে ছিনিয়ে নেয় নি?

মাধব। নিয়েছে।

হোসেন। মাঝি মাল্লাদের প্রহার করে নি, দুজনকে হত্যা করে নি?

মাধব। করেছে!

হোসেন। তার পরেও প্রত্যক্ষদর্শী বলতে চায় যে মাধব রায় নিরপরাধ?

মাধব। হ্যাঁ জাঁহাপনা। সোনাইয়ের উপর অত্যাচার মাধব রায়

করে নি, করেছে ভাবনা কাজী; মাধব রায় তাকে উদ্ধার করেছে, কারণ সোনাই তার স্ত্রী।

হোসেন। স্ত্রী! কি বলছ তুমি? অপরের স্ত্রীকে ভাবনা কাজী— বঙ্গেশ্বরের দেওয়ানের নামে এত বড় অভিযোগ করতে তোমার জিভটা আড়ষ্ট হয়ে গেল না? আমি তোমায় কোতল করব।

ভাটুক ঠাকুরের প্রবেশ।

ভাটুক। তাহলে আমাকেও কোতল করুন জাঁহাপনা। আমিও বলছি, ভাবনা কাজীর ভয়ে হিন্দু নারীরা ঘরের বাইরে যেতে পারে না। এই লম্পটের হাতে কত নারীর যে ধর্ম্ম গেছে, তার সংখ্যা নেই।

হোসেন। তুমি আবার কে?

ভাটুক। আমার নাম ভাটুক ঠাকুর।

হোসেন। তোমারই ভাগ্নী সোনাই?

ভাটুক। হ্যাঁ জাঁহাপনা।

হোসেন। মাধব রায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে দেওয়ানের আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল।

ভাটুক। মিথ্যা কথা। দেওয়ান তাকে লোক পাঠিয়ে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল,—মাধব রায় তাকে উদ্ধার করেছে।

হোসেন। মাধব রায় কে?

ভাটুক। সোনাইয়ের স্বামী।

হোসেন। দুজনে যুক্তি করে এসেছ, না? আমি তোমাদের দুজনেরই শিরচ্ছেদ করব।

ভাটুক। শিরচ্ছেদটা পরেও ত করতে পারবেন জনাব। আমাদের

দুজনকেই আপনি বন্দী করে রাখুন; তারপর নিজে দীঘলহাটিতে গিয়ে জেনে আসুন, মিথ্যাবাদী আমরা, না ভাবনা কাজী। যদি আমাদের কথা মিথ্যা হয়, তাহলে আমাদের যে কোন শাস্তি দেবেন, আমরা অবনত মস্তকে তাই মেনে নেব।

মাধব। যদি আপনার ধারণা মিথ্যা হয়, তাহলে—?

ভাটুক। তাহলে আমাদের হাতেই আপনাকে শাস্তি নিতে হবে।

হোসেন। নবাব হোসেনশা'কে এত বড় কথা আজ পর্য্যন্ত কেউ বলে নি। আমি কি স্বপ্ন দেখছি!

ভাটুক। না। স্বপ্ন এতদিন দেখেছেন। আজ যা দেখছেন, এই প্রত্যক্ষ সত্য। আপনাকে আমরা বছরে বছরে খাজনা দিই, তার প্রত্যেকটি কপর্দ্দকের মূল্য আমরা চাই।

হোসেন। তোমার নাম ত ভাটুক ঠাকুর, আর তোমার নাম?

মাধব। আমার নাম বাঙ্গালী।

হোসেন। আমি তোমাদের উভয়কেই এই দণ্ড দিলাম—

মাধব। দণ্ড! প্রজা রাজার কাছে বিচার চাইতে এসেছে; বিচার না করেই দণ্ড?

ভাটুক। হবে না যুবক, সুবিচার হবে না। এদের বিচারবুদ্ধি নেই, সৌজন্য শালীনতা কিছুই নেই, আছে শুধু স্বধর্ম্মপ্রীতি। ভাবনা কাজী একা যদি গোটা দীঘলহাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তার কথাই হবে সত্যি; আর সমগ্র হিন্দুসমাজ যদি ভাবনা কাজীর বিরুদ্ধে নালিশ করে, তার একটা কেশও বিচ্ছিন্ন হবে না। আমাদের অভিযোগের বিচার আমাদেরই করতে হবে। চল, ফিরে যাই।

মাধব। আবার আসব আমরা বঙ্গেশ্বর। বিচার যখন পেলাম

না, তখন আমরা আপনাকে টেনে সিংহাসন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

হোসেন। মানুষ এসেছে, ওরে আজ মানুষ এসেছে। হোসেন শা'র রাজত্বে গৌরাঙ্গ এসেছে প্রেমভক্তির প্লাবন নিয়ে, বৈষ্ণব কবিরা এনেছে কাব্যসাহিত্যের সুধাভাণ্ড, আজ আবার পল্লীর ভেতো বাঙ্গালীরা এসেছে স্বয়ং বঙ্গেশ্বরকে চোখ রাঙ্গিয়ে শাসন করতে! এতদিনে সার্থক আমার নবাবী। ধন্যবাদ তোমাকে মেহেরবান যে এই দিনটির জন্য আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। কারা এসেছিল জাঁহাপনা? লোক দুটো আপনাকে অভিশাপ দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। হুকুম দিন জাঁহাপনা, আমি ওদের—

হোসেন। তুমি ওদের সঙ্গে যাও; দেখো যেন ওদের কেউ অসম্মান না করে। কেউ যদি ওদের অপমান করতে হাত তুলে এগিয়ে আসে, তুমি বলো, ওরা হোসেন শা'র ভাই।

[প্রস্থান।

প্রহরী। এরই নাম নবাবী মেজাজ। হায় নবাব হোসেন শা', রাহু ভাবনা কাজী থাকতে কেউ তোমার আসল রূপ দেখতে পাবে না।

[প্রস্থান।

—:o:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজবাড়ী।

গীতকণ্ঠে সোনাইয়ের প্রবেশ।

সোনাই। **গীত।**

হায় জনম গেল যে কাঁদিতে!
পড়িল না বাধা, স্নেহের নিগড়ে কত জনে গেনু বাঁধিতে।
মায়ার বারিধি শুকাল তপনে,
কেহ আসিল না গাগরী ভরণে,
কেহ মুছাল না অশ্রু নয়নে দিন গেল সবে সাধিতে।
দিল না বুঝিতে কি এ সংসার,
কত না মধুর সুখের আগার,
দূরে দিলে ঠেলে, হায় ভগবান, সোপানে চরণ না দিতে।

মল্লিকার প্রবেশ।

মল্লিকা। দিন নেই রাত নেই, কেবল কান্না আর কান্না! বাড়ীর লক্ষ্মীকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় না করে আর তোমার শান্তি নেই দেখছি। যা খুশী কর, আমি সংসারের সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।

সোনাই। আমায় বিশ্বাস কর পিসীমা, কাঁদতে আমি চাই না: তবু কি জানি কোথা থেকে বুক ভরে কান্নার ঢেউ উথলে ওঠে। ঘুম থেকে উঠে দেখি চোখের জলে বালিস ভিজে গেছে। ভগবান বোধ হয় আমাকে সৃষ্টি করার সময় অশ্রুজল ফেলেছিলেন, তাই আমার চোখের জল আর শুকোল না।

মল্লিকা। শুকোবে কি করে? ভাবনা কাজী আদর করে নিয়ে গেল,—তুই রাস্তা থেকে পালিয়ে এলি। কেন, কাজীর ঘর করতে

তোর আপত্তিটা কি ছিল? কত সুখে থাকতিস, কত সোনাদানা গায়ে উঠত; তা নয়, এই লম্পট ছোঁড়া তোর হাত ধরলে আর তুই আহ্লাদে গলে গেলি। তুই কাঁদবি না ত কাঁদবে কে?

সোনাই। কাকে তুমি লম্পট বলছ পিসীমা? তোমার ভাই পোকে তুমি তাহলে চেন না।

মল্লিকা। চিনি না আবার? অমন পাজী বদমায়েস চরিত্রহীন ছেলে, এ বংশে কেন, গোটা দীঘলহাটিতেও জন্মায় নি।

সোনাই। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি পিসীমা, তোমার এই চরিত্রহীন ভাই পো যেন জন্ম জন্ম আমার স্বামী হন।

মল্লিকা। তা তুমি বলবে বই কি? আহা, ছোটবেলা থেকে ভাবসাব, একি সোজা কথা? হ্যাঁ গা, কণ্ঠিবদল করেই যখন বিয়ে করলে, একেবারে বৃন্দাবনে গিয়ে ঘর বাঁধলেই পারতে। তুমি মাধুকরী করতে, আর ও ছোঁড়া বসে বসে খেত। তারপর সুযোগ সুবিধে মত একে ছেড়ে আর কোন ভাল বাবাজীর ঘরে গিয়ে উঠতে। গুরু, গোবিন্দ, গদাধর।

সোনাই। ছি ছি, এসব কি বলছ তুমি গুরুজন? আমার মা নেই পিসীমা, মামীর স্নেহও আমি পাইনি। তোমার কাছে এসেছি; তুমি আমার মা হও, দেখবে তোমার নিজের মেয়ে থাকলেও আমার চেয়ে তোমায় বেশী সেবা করত না। আমি তোমার পায়ের কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলে নেব, তোমার চলার পথ জিভ দিয়ে পরিষ্কার করে দেব। আমায় দয়া কর পিসীমা, আমার পিপাসিত বুকটায় একটু স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে দাও।

মল্লিকা। অত ইনিয়ে বিনিয়ে কি বলছ বাছা? ভাল বুঝতেও ত পাচ্ছি না। বাইরে লোকে শুনে মনে করবে, তোমাকে বুঝি আমরা

ধরে ঠেঙ্গিয়েছি। কাঁদতে হয়, বাড়ীর বাইরে গিয়ে কাঁদ, এখানে নয়।

সোনাই। পিসীমা,—

মল্লিকা। থাক বাছা, আর কথা বাড়িও না। দাদা সেই যে গেছে, আজও ফিরল না। কি হল, কে জানে? তুমি অলক্ষ্মী যখন ঘরে এসে পা দিয়েছ, তখনই বুঝেছি, দাদার একটা কিছু অঘটন না ঘটেই যায় না।

সোনাই। আমার এতে কি দোষ পিসীমা?

মল্লিকা। না, তোমার আবার কি দোষ? সব আমার দোষ। হতভাগা ছেলে কাউকে না জানিয়ে কালামুখীকে ঘরে এনে ঢোকালে,—জাতধর্ম্ম ত রসাতলে গেলই, তার উপর আরও কি সর্ব্বনাশ হয় তাই ভেবেই আমি সারা হয়ে গেলুম।

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। কিসে সারা হয়ে গেলে মা?

মল্লিকা। এই মেয়েটার কথা ভেবে ভেবে। মাধবের কথা বলতে গিয়ে মেয়েটা হাউ হাউ করে কাঁদে। এত করে বোঝাই, কিচ্ছু ভেবো না মা, সে তোমাকে ভুলে কদিন থাকতে পারে? তা কি আর বোঝে? যত বলি, ততই কাঁদে।

সোনাই। আমি ত তার জন্যে—

মল্লিকা। তার জন্যে ঠাকুরকে মানৎ করেছ, সে ত ভালই করেছ।

সোনাই। কিন্তু—

মল্লিকা। কিন্তু ঠাকুর মুখ তুলে চাইছে না? চাইবে বই কি? তুমি যখন মানৎ করেছ,—

সোনাই। আমি মানৎ—

মল্লিকা। তুমি একা নও, আমিও মানৎ করেছি। পুরুষমানুষ নবাবের দরবারে গেছে, তাতে হয়েছে কি? তুমি ভেবো না, সে এল বলে।

যাদব। তোমার হাতে গহনা নেই কেন বৌমা?

মল্লিকা। সব খুলে রেখেছে। বুঝতে পাচ্ছ না, মাধব ভালয় ভালয় ফিরে এলে পরবে, নইলে—

যাদব। নইলে কি মা?

মল্লিকা। নইলে আর পরবেই বা কে, দেখবেই বা কে? গুরু, গোবিন্দ, গদাধর। [প্রস্থান।

যাদব। বৌমা,—এ কাপড় তোমায় কে পরিয়েছে?

সোনাই। আমি নিজেই পরেছি।

যাদব। কেন? রাজপ্রাসাদে কি আর কাপড় নেই? সেদিন যে ময়ূরপঙ্খী শাড়ী এনে দিয়েছিলাম, কোথায় সে শাড়ী?

সোনাই। দিদিকে দিয়েছি।

যাদব। আর সে দেবরাণী হার? তাও কি দিদিকে দিয়েছ? তুমি এত বোকা কেন বৌমা? তোমার দিদি ত তোমাকে একটা আংটিও দেয় নি। আর তুমি যা কিছু পেয়েছ, সব তাকে দিয়ে দিলে? আবার আমি শাড়ী গহনা আনিয়ে দিচ্ছি,—এবারও যেন দিদিকে দান করে বসো না।

সোনাই। আমার অনুরোধ, আমার জন্যে কিছুই আপনি আনাবেন না। আমার দামী শাড়ী গহনা পরতে ভাল লাগে না।

যাদব। আমারও ত ভাল লাগে না মা ছোট ভাইয়ের বউকে দাসীর সাজে দেখতে। মাধব নিরাপদে ফিরে আসবে বৌমা, তুমি কোন চিন্তা করো না।

সোনাই। চিন্তা আমি করি নি।

যাদব। তবে তুমি এত বিষণ্ণ কেন? কতদিন তোমাকে ঘরে এনেছি, আজ পর্য্যন্ত কেন তোমার মুখে হাসি দেখলুম না?

সোনাই। হাসির রাজ্য থেকে আমি চিরনির্ব্বাসিত যুবরাজ।

কেতকীর প্রবেশ।

কেতকী। তা বললে কি হয়? তোমার হাসি না দেখে ভাসুরের যে চোখে ঘুম নেই। তাই ত অসংখ্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে ভাদ্রবউয়ের মুখ দেখে যান। তুমি ভারী বোকা, কিচ্ছু বোঝ না।

যাদব। এমনি বোকা তুমি যদি হতে কেতকি, তাহলে মাটির ঘরে বসেও আমি স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারতুম।

কেতকী। তোমার দুঃখ আমি বুঝি, কিন্তু উপায় যে আমার হাতে নেই।

যাদব। হাতে আছে, স্বভাবে নেই।

কেতকী। তার অর্থ?

যাদব। তুমি যখন কটু কথা বল, তখন তোমাকে বেশ বুঝতে পারি; কিন্তু মিষ্টি কথা যখন বল, তখন আমার ভয় হয়, না জানি কোন বিপদ আসন্ন। দোহাই তোমার, যা বলবে সোজাসুজি বল। আঘাত যদি করতে চাও, বুকের উপর আঘাত কর, পিঠের উপর করো না। [প্রস্থান।

কেতকী। যুবরাজের এসব কথার অর্থ কি সোনাই?

সোনাই। আমি ত জানি না দিদি।

কেতকী। বেশ করে আমার নামে লাগিয়েছ বুঝি?

সোনাই। না দিদি, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কারও কাছেই কিছু বলি নি।

কেতকী। মিথ্যে কথা বলো না।

সোনাই। মিথ্যে বলার অভ্যাস আমার নেই।

কেতকী। অমনি চোখে জল এল! চোখের জল ঢালতে খুব শিখেছ! এমনি মিষ্টি কথা বলে আর চোখের জল দিয়েই বুঝি রাজকুমারকে বশ করেছিলে? নইলে আমার চেয়ে দেখতে ত তুমি ভাল নও।

সোনাই। এ সব কথা আজ কেন দিদি?

কেতকী। সে না হয় পুরুষ, মোহের বশে তোমায় বিয়ে করতে ধনুকভাঙ্গা পণ করেছিল, কিন্তু তুমি তাকে নাই দিলে কি বলে? এমন আর কটা ছিল তোমার?

সোনাই। আমি তোমার ছোট বোন। তিরস্কার যত করতে চাও কর, কিন্তু আমার নারীত্বের অসম্মান করো না।

কেতকী। অসম্মান করব না? কেন তুই এখানে মরতে এসেছিস্? নদীতে জল ছিল না? গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পারিস নি? সর্ব্বনাশ যা করবার তা ত করেছিস্; আবার কেন আমার মাথা খেতে আমারই ঘরে এলি? বেরিয়ে যা কলঙ্কিনি, বেরিয়ে যা।

সোনাই। কোথায় যাব? আর যে কোথাও স্থান নেই। দিদি, তোমার ত অসংখ্য দাসী আছে, আমিও তোমার দাসীবৃত্তি করব। তোমার পা টিপে ঘুম পাড়াব, তোমায় গান শোনাব, অসুখ হলে রাত জেগে তোমার সেবা করব। আমায় তাড়িয়ে দিও না। ভাবনা কাজী লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। নারী হয়ে নারীকে সর্ব্বনাশের পথে ঠেলে দিও না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। [কেতকীর পা জড়াইয়া ধরিল]

কেতকী। দূর হ, দূর হ। [পা দিয়া ঠেলিয়া দিল] একটাকে মজিয়েছিস, তার সঙ্গেই ঢলাঢলি কর গে যা, আর একজনকে

মজিয়ে রাণীগিরি করতে তোকে আমি দেব না। মনে রাখিস, আমি রাজকন্যা, হাভাতে পূজুরী বামুনের মেয়ে নই। [প্রস্থান।

সোনাই। উঃ—ভগবান,—

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। কেমন আছ সোনাই?

সোনাই। তুমি!—ভালই আছি। [প্রণাম]

মাধব। চোখে জল কেন?

সোনাই। তোমার জন্য মন কেমন কচ্ছিল। অনেক দূর থেকে আসছ বুঝি? মুখখানা শুকিয়ে গেছে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, না গো? আমি দিদিকে গিয়ে বলছি।

মাধব। না না,—এখন নয়, একটু দাঁড়াও। তোমার এ বেশ কেন? তোমার ভাসুর কি তোমায় গহনা কাপড় দেয় নি?

সোনাই। অনেক দিয়েছিলেন, জানলে? কত গহনা, কত রং বেরঙের শাড়ী, ওসব আমি আগে চোখেও দেখি নি।

মাধব। আমি ত এখনও চোখে দেখতে পাচ্ছি না।

সোনাই। কি করে দেখবে? আমি সব দিদিকে দিয়ে দিয়েছি। আমার ওসব ভাল লাগে না। মুখখানা গম্ভীর করলে কেন? তুমিই ত আমার গহনা, তুমিই ত আমার লজ্জানিবারণ।

মাধব। এই নারী কলঙ্কিনী! সংসারের এই বিচার!

সোনাই। দাঁড়াও, আমি আসছি। [প্রস্থান।

মাধব। এমন স্ত্রীর জন্যে, একটা কেন, শতটা সিংহাসন ত্যাগ করা যায়।

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। মাধব এসেছ, মাধব? ভালই হয়েছে। আমি যাচ্ছি মাধব।

মাধব। কোথায়?

যাদব। তুমি শুনে গেছ, ভাবনা কাজী মহারাজকে জরুরি তলব দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এখনও তিনি ফেরেন নি। এইমাত্র খবর এসেছে, মহারাজ বন্দী।

মাধব। বন্দী!

যাদব। তোমাকে না পেলে ভাবনা কাজী মহারাজকে মুক্তি দেবে না।

মাধব। বেশ, আমাকেই পাবে। তুমি গিয়ে কি করবে?

যাদব। টাকা দেব। দশ বিশ হাজার টাকা দিলে নিশ্চয়ই আর তার রাগ থাকবে না।

মাধব। শুধু টাকায় হবে না যুবরাজ। টাকার সঙ্গে কিছু মদ আর তোমার ভ্রাতৃবধূটিকে যদি দিতে পার—

যাদব। কি অসভ্যের মত কথা বলছ?

মাধব। অমনি ভাসুরের রাগ হয়ে গেল। শোন যাদব, তুমি গিয়ে কোন ফল হবে না। তুমি সৈন্য সাজাও, ভাটুক ঠাকুর অসংখ্য যুবক নিয়ে তোমার সাহায্য করবেন। ভাবনা কাজীকে আমরা পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব। আগে পিতাকে মুক্ত করি, তারপর।

যাদব। তোমাকে পেলেই যে সে বন্দী করবে।

মাধব। করুক; তোমরা পারবে না আমায় মুক্ত করতে? না পার, আমি একাই মরব, কিন্তু মরার সময় আমি ভাবনা কাজীকে সঙ্গে নিয়ে যাব; আর যেন কেউ কোনদিন আমাদের মত নির্য্যাতীত না হয়। [প্রস্থানোদ্যোগ]

যাদব। মাধব,—

মাধব। সোনাই রইল, দেখো। [প্রস্থান।

যাদব। ওরে, ও মাধব,—নাঃ, কাজটা ভাল হল না।

[কেতকীর প্রবেশ।

কেতকী। কি কাজ শুনি।

যাদব। তোমার না শুনলেও চলবে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কেতকী। যাচ্ছ কোথায়? শুনে যাও।

যাদব। মিষ্টি কথা যদি না বল, শুনতে আপত্তি নেই!

কেতকী। বাজে কথা রাখ। সোনাইকে আমি এ বাড়ীতে রাখব না।

যাদব। আমিও ভাবছি, তার জন্যে আর একটা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে দেব। মহারাজ আসুন, তারপর—

কেতকী। খবরদার, ওসব মৎলব করো না বলছি। যা বলি শোন।

যাদব। দেবি, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। তোমার কথা আমি শুনি, কিন্তু মনে থাকে না।

কেতকী। সোনাইকে দূর করে দাও; তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

যাদব। থাকতে পারে না। সে পবিত্র কুসুম, আর তুমি গুবরে পোকা।

[প্রস্থান।

কেতকী। কথাটা শুনলে? এই মূর্খটাকে নিয়ে কি করব আমি, তাই ভাবছি। আচ্ছা, দেখা যাক, কেমন সে কুসুম—আর আমি কেমন পোকা।

[প্রস্থান

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য

ভাটুক ঠাকুরের বাড়ী।

মুক্তকেশীর প্রবেশ।

মুক্তকেশী। সাতজন্মের শত্তুর আমার; বিদেয় হয়েছে, তবু কি শান্তি আছে? লোকে বলবে, ভাগ্নীকে মামী কিছুই দিলে না। কি আর করি? নিজের হার আর চুড়ি ভেঙ্গে এক ছড়া হার গড়িয়ে দিতেই হল। [হার বাহির করিল] তা পোড়ামুখীকে মানাবে ভাল।

[নেপথ্যে শাঁখ বাজিল]

পেলবের প্রবেশ।

পেলব। আমায় ডেকেছিলে মা?

মুক্তকেশী। ও কিসের শাঁখ বাজছে রে?

পেলব। আজ ভাইফোঁটা কি না!

মুক্তকেশী। তাই ত বটে, আজ ভাইফোঁটা।

পেলব। দিদি ত আমায় নেমন্তন্ন কল্লে না মা।

মুক্তকেশী। ওঃ, ভারী তোর দিদি, সে করবে ভাইফোঁটার নেমন্তন্ন। শত্তুর শত্তুর; তোর বুঝি ফোঁটার জন্যে মন কেমন কচ্ছে।

পেলব। না মা।

মুক্তকেশী। না বললেই আমি শুনব? তোর চোখ ছলছল কচ্ছে কেন?

পেলব। কই, না ত।

মুক্তকেশী। হতভাগা ছেলে, অমন শত্তুরের জন্যে তুই চোখের জল ফেলিস? ভাইফোঁটা নেবে, তবু যদি নিজের বোন হত! যাবে ত যাও না, এত সখ যখন, ফোঁটা নিয়ে এস।

পেলব। তা কি হয়? বিনা নেমন্তন্নে কেন যাবে?

মুক্তকেশী। নেমন্তন্ন যেন কে করে গেল মনে হচ্ছে, আমি তখন ঘুমিয়েছিলুম।

পেলব। তুমি তাহলে যেতে বলছ?

মুক্তকেশী। আমি কেন বলব? কি আমার দায় পড়েছে? গিয়ে ইস্তক একখানা পত্র পাঠিয়ে খবর নিলে না, এমন আদরের কুটুম আমার! নাম শুনতেও আমার ইচ্ছে করে না।

পেলব। দিদিটা বড় বেইমান, না মা?

মুক্তকেশী। পাকা পাকা কথা বলো না। আমার অত কথা শোনবার সময় নেই। যেতে চাও, যাও; শেষকালে যে আমায় দুষবে, তা হবে না। চাই কি, এগিয়ে দেবার লোকও না হয় আমি জোগাড় করে দিচ্ছি। এই হার ছড়া বেশ করে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নাও দেখি; আর এই টাকাটা সেই পোড়ামুখীকে দিও।

পেলব। দিদিকে তুমি হার দিচ্ছ?

মুক্তকেশী। না দিয়ে কি উপায় আছে? পাড়ায় কাণ পাতা যাবে না যে। আমার হয়েছে জ্বালা! সাত জন্মের পাপ না থাকলে কেউ ভাগী পোষে না। দূর দূর, ভস্মে ঘি ঢালা!

পেলব। মা,—এ-ই মানুষ তুমি! কি আশ্চর্য্য!

মুক্তকেশী। আ মর, মুখের দিকে চাইছিস কি? যাবিই যখন, এক কাজ কর। তোর জন্তে সন্দেশ করেছিলুম,—গোটা কতক নিয়ে যা, রান্নাঘরে ঘটিতে মুখবাঁধা আছে। খেয়ে যেন আমায় উদ্ধার করে, বলিস্।

পেলব। আর একটা জিনিষ নিয়ে যাই মা।

মুক্তকেশী। কি জিনিষ রে?

পেলব। তোমার একটু পায়ের ধুলো রুমালে মাখিয়ে নিয়ে যাই মা, দিদির মাথায় বুলিয়ে দিয়ে আসব। তাহলে আর কোন বিপদ তাকে স্পর্শ করবে না।

মুক্তকেশী। অত ন্যাকামি আমি ভালবাসি না।

[মুক্তকেশীর প্রস্থানোদ্যোগ ; পেলব তাহার আঁচল ধরিল।]

পেলব। যেও না মা, শোন।

গীত।

ও মা, তোমার চরণ-ধূলি
জেনেছি সকল তীর্থের সার, দাও মোর শিরে তুলি।
দেখেছে জগৎ চাঁদের পঙ্ক, দেখে নাই চাঁদিমা-টি,
বোঝে নাই কেহ মাটির আধারে বিরাজে জগৎ—মা-টি ;
স্বরগের চেয়ে গরীয়সী তুমি,
তোমার রাতুল শ্রীচরণ চুমি,
নির্ভয়ে আমি চলিব দলিয়া জাল জঞ্জাল গুলি।

[প্রস্থান।

মুক্তকেশী। জামাইটারই বা কি বুদ্ধি! হলামই বা মামীশাশুড়ী, গুরুজন ত বটে। যাক যাক,—চাইনে আমার লৌকিকতা, নিজেরা সুখে থাক, তাহলেই আমি সশরীরে স্বর্গে যাব। আ মর, মুখপোড়া টিকটিকিটা ডাকছে দেখ, আর যেন ডাকবার সময় ছিল না। আবার? তবে রে ড্যাকরা, তোকে আমি ঝ্যাঁটাপেটা করব। মাথা ঘোরার কথা তাদের বলেছে কি না, কে জানে? ওষুধটাই কি নিয়ে গেল হারামজাদী? এই, আবার? তবে রে টিকটিকির নিকুচি করেছে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

অবতারের প্রবেশ।

অবতার। দিদি,—

মুক্তকেশী। কি রে? আবার কি মনে করে এলি?

অবতার। তুই অমন ক্যাট্ ক্যাট্ করে কথা বলিস্ কেন? ও রকম করলে আমি তোর মুখ দেখব না বলে দিচ্ছি।

মুক্তকেশী। তোকে মুখ দেখাবার জন্যে আমি ত হাঁপিয়ে উঠছি। মৎলবটা কি, তাই বল।

অবতার। মতলব আবার কি? বোনের বাড়ী ভাই আসবে না? কেমন দিনটি আজ, তা তোর খেয়াল আছে? ফোঁটা টোঁটা দিবি না কি দে।

মুক্তকেশী। ফোঁটা নিতে এসেছিস্?

অবতার। তা নয় ত কি?

মুক্তকেশী। বেশ, ভেতরে চল।

অবতার। আচ্ছা দিদি, তোর সেই ভাগ্নীটা আসে নি পেলবকে ভাইফোঁটা দিতে?

মুক্তকেশী। এসেছে বই কি?

অবতার। তবে ত ওর হয়েই গেল; তুই দেখিস, আর ওকে নেবে না।

মুক্তকেশী। নেবে না কেন?

অবতার। বুঝতে পাচ্ছিস না? যুবরাজ ওকে ঝোঁকের মাথায় নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু কেউ দেখতে পারে না। রাজার বোন ত ওকে উঠতে বসতে ঠ্যাঙায়। আর ওই যুবরাণীর কথা শুনবি? সোনাইকে যুবরাজ যত কাপড় চোপড় গহনা গাঁটি দিয়েছিল, সব কেড়ে নিয়েছে।

মুক্তকেশী। অ্যাঁ!

অবতার। তোরা ছাড়া সবাই এ কথা জানে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, ওকে আর তারা নেবে না। তবু ত রাজা এখন বাড়ীতে নেই।

তিনি এলে যুবরাজকে না মাটিতে পুতে ফেলেন। কাজেই মেয়েটা তোর ঘাড়েই চেপে বসল।

মুক্তকেশী। যেমন আমার বরাত!

অবতার। 'বরাত' বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে ত চলবে না। ওকে ঘরে রাখলে আবার একটা কেলেঙ্কারি হবে। কাঁহাতক তুই পরের পাঁক ঘাটবি? না দিদি, ওকে তুই আর পুষতে পাবি নে।

মুক্তকেশী। গলা টিপে মেরে ফেলব?

অবতার। মেরে ফেলবি কেন? আর কাউকে দিয়ে দে।

মুক্তকেশী। কাকে দিয়ে দেব? আবাগীর আর আছে কে?

অবতার। শোন্ তবে বলি। ভাবনা কাজী বলেছে—

মুক্তকেশী। ভাবনা কাজী?

অবতার। নাম শুনেই চোখ পাকাচ্ছিস্ কেন? কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শোন। কাজী বলেছে, ওকে যদি তার হাতে দিস, তাহলে তোদের তিন হাজার টাকা দেবে। চাপ দিলে কোন আরও দু' হাজার না বেরিয়ে আসবে?

মুক্তকেশী। টাকাও এনেছিস না কি?

অবতার। তা কিছু এনেছি বইকি? অবতার শর্ম্মা ধারে মাল দেয় না।

মুক্তকেশী। আচ্ছা, তোর ভগ্নীপতির কাছে গিয়ে বল।

অবতার। আরে দূর ভগ্নীপতি! ওটা মানুষ না কি?

মুক্তকেশী। যা বলেছিস।

অবতার। তোর কথাই কথা। নে, টাকা নে।

মুক্তকেশী। আচ্ছা, তুই দাঁড়া, আগে ভাল করে ভাইফোঁটা দিই, তারপর বোঝা যাবে। যাস নি কিন্তু; আমি যাব আর আসব।

[প্রস্থান।

অবতার। টাকায় মুনির মন ভোলে, এ ত তুচ্ছ মেয়েছেলে।

ভাটুক ঠাকুরের প্রবেশ।

ভাটুক। তুমি এখানে কেন হে অবতার?

অবতার। দরকার আছে।

ভাটুক। কি দরকার?

অবতার। অনধিকার চর্চ্চা করবেন না, নিজের কাজে যান।

ভাটুক। ভাল কথাই বলছি। পালাও শীগ্‌গির। তোমার দিদি তোমার ছায়াটি দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই।

অবতার। কেন বাজে বকছেন? যা বোঝেন না, তার মধ্যে মাথা গলাতে আসেন কেন?

ভাটুক। তোমার মনিব ভাবনা কাজীর খবর কি?

অবতার। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে পারি না। চল্লুম আমি দিদির কাছে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

মুক্তকেশীর প্রবেশ।

মুক্তকেশী। ভাইফোঁটা নিয়ে যা। [সম্মার্জনী দ্বারা প্রহার]

অবতার। ও দিদি, এ কি রকম—

মুক্তকেশী। [পুনঃ প্রহার] বেরো, বেরো বলছি; আর যেন কখনও তোর মুখ আমায় না দেখতে হয়। আমি মনে করব তুই মরেছিস।

ভাটুক। ফোঁটা-টা দিয়েই দাও না।

অবতার। থামুন মশায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে, আর ঝাঁটাটা ধরতে পারলে না! তোমাদের ভিটেয় আমি ঘুঘু চরাব, তবে আমার নাম অবতার। [প্রস্থান।

মুক্তকেশী। তোমরা মানুষ, না জানোয়ার?

ভাটুক। কেন বল ত।

মুক্তকেশী। তোমাদের ঘরের মেয়েগুলোকে নিয়ে ভাবনা কাজী দিনের পর দিন টানাটানি কচ্ছে, তবু তোমরা ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পাচ্ছ? দীঘলহাটিতে এমন হিন্দু কি কেউ নেই যে এই লম্পটের মাথাটা নামিয়ে দিতে পারে?

ভাটুক। আছে মুক্তকেশি, আর কেউ না থাক, ভাটুক শর্ম্মা আছে।

মুক্তকেশী। আছে ত বসে আছ কেন?

ভাটুক। বামুনের রক্ত কি না, সহজে গরম হয় না। নবাবের কাছে আবেদন করে দেখলুম, কোন ফল হল না। বিচারের ভার আমাদেরই এবার হাতে নিতে হবে। ভাবছিলাম শুধু তোমার কথা।

মুক্তকেশী। আমার কথা! কি ভাবছিলে গো?

ভাটুক। আমার ধারণা ছিল, তোমার কাছ থেকেই প্রথম বাধা আসবে।

মুক্তকেশী। কেন?

ভাটুক। ভাবনা কাজীর বিরুদ্ধে আমি যদি অস্ত্র ধারণ করি, তাহলে সেও আমার বাড়ী চষে সর্ষে বুনবে।

মুক্তকেশী। বুনলেই বা; গাছতলা ত থাকবে। মেয়েদের মান যারা রাখতে পারে না, তাদের আবার কিসের ঘর?

ভাটুক। আচ্ছা, আমি যদি মরি? তুমি তাহলে কি করবে?

মুক্তকেশী। তুমি যেখানে থেমে যাবে, আমি সেখান থেকে শুরু করব।

ভাটুক। কি আশ্চর্য্য! আমি ভেবেছিলাম, যে স্বামীকে তুমি কোনদিন দেখতে পার নি, তার [illegible] আমাকে এত বড় বিপদের মুখে ছেড়ে দেবে না।

মুক্তকেশী। ও ঠাকুর, তুমি কি গো? নাই বা পারলুম ভাগ্নীকে দেখতে, তাবলে বেজাতের হাতে জাতের মেয়ের অপমান সইব? যাক্ বাড়ী ঘর, যাক্ যথাসর্ব্বস্ব,—কিচ্ছু চাই না; শুধু দেখতে চাই তোমাদের হাতে সেই লম্পটের শোচনীয় মৃত্যু।

ভাটুক। তবে আর দ্বিধা নেই মুক্তকেশি। মরতে হয় মরব, তবু জাতির এ অপমান আর আমি সইব না।

গীতকণ্ঠে নিশাচরের প্রবেশ।

নিশাচর। গীত :

সইব না আর সইব না,
অপমানের দারুণ বোঝা মাথা পেতে বইব না।
আমারে যে চক্ষু রাঙায়, রাখব না তার চোখ,
অপমানের গ্লানির চেয়ে বরং মৃত্যু হোক,
ডাক যে আছে নও জোয়ান,
মান যদি যায় কি ছার প্রাণ?
পায়ের তলায় মরতে পিশে জ্যান্তে মরে রইব না।

ভাটুক। তুমি সেই নিশাচর না? কি চাও ভাই?

নিশাচর। যাবেই যদি ত দেরী কচ্ছ কেন? শেকড় গজিয়ে যাবে যে। তোমাদের জামাই ত আগেই চলে গেছে। সোজা যুবরাজের কাছে চলে যাও। চিতা সাজানো হয়েছে, আগুন ধরিয়ে দেবে এস।

[প্রস্থান।

ভাটুক। একটা কথা বলব মুক্তকেশি?

মুক্তকেশী। কি কথা?

ভাটুক। মেয়েটাকে অনেকদিন দেখি নি। কোন খবর পেয়েছ?

মুক্তকেশী। খবরের জন্যে আমি ত ঘর বার কচ্ছি। কি আমার সাতপুরুষের কুটুম! বেশী দরদ থাকে যাও না একবার। হতভাগা ছেলেটা ত একাই রাজবাড়ী গেছে।

ভাটুক। পেলব রাজবাড়ী গেছে? কেন? কেন?

মুক্তকেশী। ভাইফোঁটা নিতে। আমার কথা কি শুনলে? গেল গেলই। ভারী আমার বোন, তার আবার ফোঁটা। দেখ, যদি একান্তই যাও, ওই মাথাঘোরার ওষুধটা নিয়ে যেও; পয়সা দিয়ে কিনেছি যখন। শত্তুর, সব শত্তুর। [প্রস্থান।

ভাটুক। কেন যে মেয়েটা ওর চক্ষুশূল, কিছুই বুঝলুম না। তারও দুর্ভাগ্য, আমারও।

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

ভাবনা কাজীর প্রাসাদ।

অবতার ও আগাবাসী খাঁর প্রবেশ।

আগাবাসী। ও হে, শুনছ?

অবতার। কি বল ত হাগা খাঁ?

আগাবাসী। বলছি আগাবাসী খাঁ। তবু হাগা খাঁ বলবে?

অবতার। যেতে দাও। কথাটা কি তাই বল।

আগাবাসী। মাধব আসছে যে।

অবতার। ভারী তুমি বললে। আমিই ত তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এলুম।

আগাবাসী। তুমি নিয়ে এলে কি রকম? হবিবুল্লা যে বললে, তুমি বোনের বাড়ী ভাইফোঁটা নিতে গিয়েছিলে, আর বোন তোমাকে—

অবতার। বোন আমাকে কি?

আগাবাসী। বোন তোমাকে ঝোঁটিয়ে লম্বা করে দিয়েছে।

অবতার। যেমন গাধা হবিবুল্লা, তেমনি মিথ্যুক তুমি। বোনের সঙ্গে আমার আজ ছ মাস দেখা নেই।

আগাবাসী। দেখা না হলে ঝ্যাঁটা মারলে কি করে?

অবতার। বলছি বোনের বাড়ী আমি যাই নি, তবু ঝ্যাঁটা মারলে কি করে? আমি গিয়েছিলুম মাধবের খোঁজে! কিছুতেই কি আসতে চায়? পরে তাকে বললুম, তোমার কিছু ভয় নেই, আমাদের হাগা খাঁর অনুরোধে হুজুর তোমায় মাফ করেছেন।

আগাবাসী। এটা ত ভারি ফন্দি করেছ।

অবতার। আরও বললাম,—"সোনাই ত তোমার থাকবেই, তার উপর হাগা খাঁর বোনের সঙ্গে তোমার সাদী হবে"।

আগাবাসী। অ্যাঁ! আমার বোনের সঙ্গে ওই কসবীর বাচ্ছার সাদী হবে? ও আমার দাড়ি ছিঁড়েছে, আর ও হবে আমার দুলু ভাই? কি তুমি যা-তা বলছ?

অবতার। স্রেফ ধাপ্পা মিঞা সাহেব। ধাপ্পা না দিলে সে আসত না। তুমি কিন্তু মিঞা খুব সাবধানে থেকো! সে যখন আশায় বঞ্চিত হবে, তখন তোমাকে আর একহাত নেবে। বুঝলে হাগা খাঁ?

আগাবাসী। বলছি আগা খাঁ, তবু খালি হাগা খাঁ হাগা খাঁ বলবে। তোমার একদম মাথা নেই।

অবতার। হ্যাঁ হে মিঞা যে দাড়িগুলো ছিঁড়ে নিলে, সে ত আর গজাল না। অমন সুন্দর মুখখানা কেমন ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে।

তোমার অরু ত তোমায় দেখে চিনতেই পারবে না। তুমি কি রকম লোক হে? তার কাণটাও কামড়ে দিতে পারলে না?

আগাবাসী। আসুক না একবার, আমি তার গর্দ্দান নেব।

অবতার। তার আগে যদি তোমার বাকী দাড়ী ক'গাছা ছিঁড়ে নেয়, তাহলে?

আগাবাসী। কেন বারবার দাড়ি দাড়ি কচ্ছ? আমার দাড়ি ছিঁড়েছে, তাতে তোমার কি?

অবতার। বন্ধুলোক কি না। আমি ত তোমার বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।

আগাবাসী। কে তোমাকে খবর পাঠাতে বলেছে? আমি আগে তোমাকে খুন করব, তারপর সেই কমবক্ত্‌কে।

অবতার। ওই আসছে মাধব।

আগাবাসী। দাঁড়াও, আমিও অস্ত্র নিয়ে আসছি।

অবতার। আরে যাচ্ছ কেন মিঞা? পালিয়ে যাবে যে। [আগা খাঁকে জাপটাইয়া ধরিল]

আগাবাসী। ছাড় না,—আরে ধেৎ, অস্ত্র নিয়ে আসছি। খুন করব, খুন।

[প্রস্থান।

অবতার! যেমন গাধা মনিব, তেমনি তার উল্লুক কর্ম্মচারী।

ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

ভাবনা। কে, অবতার? কি খবর?

অবতার। খবর ভাল নয় হুজুর।

ভাবনা। রাজী হল না?

অবতার। দিদি রাজী হয়েছিল, বোনাই রাজী হল না।

ভাবনা। কি বললে ভাটুক ঠাকুর?

অবতার। বললে,—ভাবনা শূয়ারকে বলিস, আমি এক লাথিতে ওর পেট ফাটিয়ে ষাঁড়ের গোস্ত্ বার করে ফেলব।

ভাবনা। কি?

অবতার। আরও যা বললে, সে আমি বলতে পারব না।

ভাবনা। কি বললে?

অবতার। বললে, ও বাঁদীর বাচ্ছা আমার ভাগ্নীকে তাক করেছে, আমি ওর সব কটা বেগমকে ঘাড় ধরে টেনে এনে নিকে করব।

ভাবনা। বেরিয়ে যাও বদমাস্।

অবতার। বললে সে, আর বদমায়েস হলুম আমি?

ভাবনা। টাকা কোথায়?

অবতার। খরচা হয়ে গেছে।

ভাবনা। কিসে খরচা হল উল্লুক? মাল আনলে না, টাকা দিয়ে এলে?

অবতার। মাল একটা এনেছি হুজুর, তবে সে সোনাই নয়, মাধব।

ভাবনা। মাধব! কোথায় মাধব?

অবতার। এখনি আসবে হুজুর। তৈরী থাকুন। আমি একটু গা ঢাকা দিই।

[প্রস্থান।

ভাবনা। গায়ের চামড়া খুলে নেব, ডাল কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। দেওয়ান ভাবনা কাজী, আমার পিতা কোথায়?

ভাবনা। কয়েদখানায়।

মাধব। কি অপরাধ তাঁর?

ভাবনা। অপরাধ এই যে সে তোমার পিতা। এত সাহস তোমার যে আমার শিকার ছিনিয়ে নাও?

মাধব। তোমার এত সাহস যে আমার স্ত্রীকে ভুলিয়ে আন?

ভাবনা। স্ত্রী! বিয়ে হল না, স্ত্রী হয়ে গেল কি করে?

মাধব। তোমার মগজে তা ঢুকবে না, খোদা তোমায় মাথাই দিয়েছেন, মস্তিষ্ক দেন নি।

ভাবনা। [সপদদাপে] চোপরাও বেয়াদপ।

মাধব। বে-আদপ তুমি।

ভাবনা। কেন আমার শিকার ছিনিয়ে নিয়েছ, জবাব দাও।

মাধব। তুমি জবাব দাও কেন আমার স্ত্রীকে ভুলিয়ে এনেছিলে। কেন রক্ষক হয়ে তুমি আজ ভক্ষক সেজে বসেছ! হিন্দু মেয়েরা কেন তোমার ভয়ে ঘরের বাইরে আসতে পারে না? তুমি কি ভেবেছ, হিন্দুরা এতই নির্জীব যে তুমি তাদের বেইজ্জত করবে, আর তারা চিরদিনই পাথরের মত নিশ্চল হয়ে থাকবে?

ভাবনা। এর উত্তর চাবুকের ঘায়ে দেব।

মাধব। আমার চাবুক নেই, কিন্তু পা দুটো আছে, আর এই বজ্রমুষ্টিও এখনো শিথিল হয় নি।

আজিমের প্রবেশ।

আজিম। জাঁহাপনা,—রাজাকে এনেছি।

ভাবনা। কে তাকে আনতে বললে?

আজিম। আপনিই বলেছিলেন।

ভাবনা। ও আচ্ছা, নিয়ে আয়।

আজিম। এ যুবক সেই মাধব রায় নয়?

ভাবনা। হ্যাঁ, এই সেই ভেড়ীর বাচ্ছা।

মাধব। আমি যে ভেড়ীর বাচ্ছা নই, সে আমার চেহারাই বলে দিচ্ছে; কিন্তু তুমি যে বাঁদীর বাচ্ছা এ কথা সবাই জানে।

ভাবনা। আজিম খাঁ, দাঁড়িয়ে দেখছ কি?

আজিম। দেখছি হুজুর, ইট মারলেই পাটকেল খেতে হয়।

[প্রস্থান।

ভাবনা। মাধব রায়,—আমি যে কি করব তোমায়, তাই ভেবে উঠতে পাচ্ছি না।

মাধব। ভাববে পরে, আগে আমার পিতাকে মুক্তি দাও।

আজিম সহ প্রতাপরুদ্রের প্রবেশ।

আজিম। মহারাজ এসেছেন হুজুর।

মাধব। পিতা,—

প্রতাপরুদ্র। তুমি আবার কেন এলে মাধব?

মাধব। আমি না এলে যে আপনার মুক্তি হবে না পিতা।

প্রতাপরুদ্র। মাধব, আমি তোমায় রাজ্য থেকে বঞ্চিত করেছি, তবু তুমি এসেছ নিজের বন্দীত্বের বিনিময়ে আমাকে মুক্ত করতে? কেন এলে নির্ব্বোধ? কোথায় এসেছ তুমি, তা একবার ভেবে দেখলে না? যে কারাগারে আমি আবদ্ধ ছিলাম, তার মধ্যে কত মাথার খুলি, কত কঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে, তুমি দেখলে পাগল হয়ে যাবে। পালাও তুমি পালাও, তোমার বন্দীত্বের বিনিময়ে আমি মুক্তি চাই না।

ভাবনা। চাইলেও মুক্তি পাবে না।

আজিম। এ আপনি কি বলছেন জাঁহাপনা?

ভাবনা। যা স্বাভাবিক, তাই বলছি।

আজিম। কিন্তু আপনি যে বলেছেন, পুত্র এলেই পিতাকে মুক্তি দেবেন।

মাধব। মুক্তি দেবে না পিতাকে?

ভাবনা। না। মুসলমানের জমি কেড়ে নিয়ে যে হিন্দুকে বিলিয়ে দেয়, মুসলমানের রাজত্বে তার শাস্তি আজীবন কারাবাস।

আজিম। ফরিয়াদী নেই, সাক্ষী নেই, বিচার হয়ে গেল হুজুর?

ভাবনা। হ্যাঁ।

আজিম। নবাব সাহেব ত আপনাকে রাজার বিচারের অধিকার দেন নি, দিয়েছেন তদন্তের ভার।

ভাবনা। সে কথা নবাব বুঝবেন, আর আমি বুঝব। তুই গোলাম এর মধ্যে মাথা গলাতে আসিস কোন সাহসে?

মাধব। ভণ্ড, প্রবঞ্চক,—নবাবের দেওয়ান তুমি, তোমার প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নেই? আমি শেষবার তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, আমার পিতাকে তুমি মুক্তি দেবে কি না।

ভাবনা। না না। শৃঙ্খলিত কর।

আজিম। জাঁহাপনা!

ভাবনা। হুকুম তামিল কর বেইমান। [আগ্নেয়াস্ত্র বাগাইয়া] খবরদার, বাধা দিও না; তাহলে আগে তোমার পিতাকে হত্যা করব, তারপর তোমাকে। [আজিম মাধবকে বন্দী করিল] দুজনকেই কারাগারে নিয়ে যাও। এবার বকরীদের দিনে বকরী জবাই করব না, জবাই করব এই জানোয়ারটাকে, আর ওর গোস্ত খাওয়াব ওর মুসলমানদ্বেষী পিতাকে। [প্রস্থান।

প্রতাপরুদ্র। কেন তুমি সাধ করে মৃত্যুর গহ্বরে গলা বাড়িয়ে দিলে নির্বোধ? ভাবনা কাজীকে তুমি চেন না?

মাধব। চিনি পিতা, কিন্তু তার চেয়েও বেশী চিনি আপনাকে। আর দুদিন কারাগারে থাকলে হয় আপনি পাগল হয়ে যেতেন, না হয় আত্মহত্যা করতেন।

প্রতাপরুদ্র। তুমি ধরা দিয়ে কি লাভ হল শুনি।

মাধব। অন্ততঃ দুঃখের দিনে আপনার একজন সঙ্গী জুটল, এই লাভ।

প্রতাপরুদ্র। তবে আর কি? এস,—মরবই যখন, তখন সেই কঙ্কাল ছড়ানো কারাগারের বিভীষিকায় গিয়ে আর কি লাভ? তুমি আমার মাথায় মুষ্ট্যাঘাত কর, আর আমি তোমার মাথায় মুষ্ট্যাঘাত করি। মৃত্যু এসে দুজনকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করুক।

মাধব। মরব কেন পিতা? আমরা বাঁচব, ভাবনা কাজীর শাঠ্যের বিচার করব। আমাদেরও সৈন্য আছে, তারা এল বলে।

প্রতাপরুদ্র। কটা সৈন্য আছে?

মাধব। সৈন্য যা আছে, তার দ্বিগুণ আছে ভাটুক ঠাকুরের ভক্তের দল। আমাদের মুক্তি আর ভাবনা কাজীর মৃত্যু হাত ধরা-ধরি করে এগিয়ে আসছে। চল আজিম খাঁ।

আজিম। মহারাজ, বাইরে শান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছে। তবু আমি আপনাদের একজনকে বের করে দিতে পারি। আমার পোষাক পরে যে কোন একজন বেরিয়ে যান।

প্রতাপরুদ্র। তারপর তোমার কি হবে?

আজিম। আমায় বন্দী করে রেখে যান।

প্রতাপরুদ্র। তা হয় না বাপু। আমরা ভাবনা কাজীর মৃত্যু চাই, তার নিরপরাধ কর্ম্মচারীর মৃত্যু চাই না।

আজিম। মৃত্যুর কথা কেন ভাবছেন? ভাবনা কাজীর অস্ত্র কখনও মুসলমানের শিরশ্ছেদ করে না।

প্রতাপরুদ্র। তা বটে। তাহলে মাধব, তুমিই বেরিয়ে যাও।

মাধব। না পিতা, আপনি যান।

প্রতাপরুদ্র। ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ফেলে কোন পিতা পালিয়ে যেতে পারে?

মাধব। পিতাকে মৃত্যুর মুখে রেখে কোন পুত্রই কি আত্মরক্ষা করতে পারে?

প্রতাপরুদ্র। ওরে, আমি যে বজ্রাহত বটবৃক্ষ, মরতেই ত বসেছি।

মাধব। আমি যে পুষ্পোদ্যানের কণ্টকতরু, মরাই ত আমার উচিত।

প্রতাপরুদ্র। মাধব,—

মাধব। পিতা,—যান আপনি,—দুঃখ করবেন না। আপনাকে দেখলে সৈন্যরা উৎসাহিত হবে। আমি যুদ্ধ করতে জানি না, সৈন্য-চালনা করতেও শিখি নি। আমার গিয়ে কোন লাভ নেই।

আজিম। আসুন মহারাজ, আর দেরী করবেন না।

প্রতাপরুদ্র। তবে তাই চল। মাধব,—

মাধব। পিতা,—[প্রণাম] যদি আমি ফিরতে না পারি, আমার একটা ভিক্ষা, আপনার জন্মদুঃখিনী পুত্রবধূর একটি পর্ণকুটির আর সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান যেন হয়।

প্রতাপরুদ্র। কোথায় সোনাই?

মাধব। যাদব তাকে প্রাসাদে নিয়ে গেছে।

প্রতাপরুদ্র। চল আজিম খাঁ।

[আজিম খাঁ সহ প্রস্থান।

মাধব। ভগবান্, এই বজ্রাহত বনস্পতিকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। মা, মা,—

মল্লিকার প্রবেশ।

মল্লিকা। হ্যাঁ রে যাদব, বাইরে অত সৈন্য সামন্ত কিসের? কোথায় যাচ্ছে ওরা?

যাদব। যুদ্ধে যাচ্ছে মা।

মল্লিকা। যুদ্ধে যাচ্ছে! কার সঙ্গে যুদ্ধ?

যাদব। দেওয়ান ভাবনা কাজীর সঙ্গে।

মল্লিকা। ওমা,—তুই বলিস্ কি রে? ভাবনা কাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে দীঘলহাটির সৈন্যেরা! কেন হয়েছে কি?

যাদব। কেন মা, তুমি কি এখনও শোন নি যে ভাবনা কাজীর কারাগারে দীঘলহাটির রাজা বন্দী?

মল্লিকা। সে ত মাধবের জন্যে। তাকে পেলেই দাদাকে ছেড়ে দেবে। মাধব যখন ধরা দিতে গেছে, তখন দাদার জন্যে ভাবনার কিছু নেই। তুই দেখিস, দাদা এল বলে।

যাদব। না-ও আসতে পারেন। ভাবনা কাজীকে আমি চিনি। সে হয়ত দুজনকেই বন্দী করে রেখেছে। মাধবকে যেতে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। হতভাগা যে কথা শুনলে না। কি হয়েছে কে জানে? ভাবনার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছে। হিংস্র পশু ভাবনা কাজী

হয়ত তার শিরশ্ছেদ—না না, আমি ভাবতে পাচ্ছি না। হে জগদীশ্বর যত দুঃখ আমার জন্য থাক, আমার ভাইটিকে সুখে রাখ ঠাকুর।

মল্লিকা। ঢং দেখে বাঁচি নে। ভাই! তবু যদি আপন ভাই হত!

যাদব। আপন ভাই কাকে বলে মা? সে কি এর চেয়ে প্রিয়? তার মুখ মলিন দেখলে কি নিজের মরতে ইচ্ছে হয়? তার পিপাসিত মুখে নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিতে কি প্রাণে একটুও বাজে না? কিন্তু তোমাকে এসব বলাই বৃথা। এ তুমি বুঝবে না।

মল্লিকা। আমি বুঝব না, বুঝবি তুই? ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দ্দার। দু-দশটা তালপাতার সেপাই, আর কটা ভাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে দেওয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? এ মুসলমানের রাজত্ব, সে খেয়াল আছে? দেওয়ানের গায়ে একটা আঁচড় দিলে হাজার হাজার নবাবী ফৌজ রৈ-রাই করে ছুটে আসবে, ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে তোদের এই ভ্যাড়ার পাল।

যাদব। হয়ত দেবে। তবু মরার আগে রক্তের আখরে আমরা এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যাব। সে রক্ত থেকে একদিন হাজার হাজার রক্তবীজ জন্মাবে; আর তারাই অত্যাচারীর টুঁটি কামড়ে ধরবে।

মল্লিকা। কিছুই হবে না। যে মরবে, সেই শুধু মরবে।

যাদব। মরেই ত আমরা আছি মা। এর নাম কি বেঁচে থাকা? ঘরের মেয়েদের মান সম্ভ্রম ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল, কারণে অকারণে যখন তখন দেশের মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে গিয়ে চাবুক মারছে, নির্ব্বাত কারাগারে আজীবন কয়েদ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, আর আমরা ঘরের কোণে বসে কাঁদছি আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছি। এ জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভাল মা।

মল্লিকা। আমার কথা শোন যাদব। সৈন্যদের ফিরিয়ে দে। আমি বলছি, দাদা ফিরে আসবে।

যাদব। যদি না আসেন?

মল্লিকা। তাহলেই বা কি করতে পারি আমরা? একজনের জন্যে ত আর সবার সর্ব্বনাশ করতে পারি না।

যাদব। কার দয়ায় তুমি রাজমাতা হবার স্বপ্ন দেখছ মা? সারা-জীবন যার দান দুহাত ভরে নিয়েছ, সেই ভাই তোমার অত্যাচারীর কারাগারে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছেন, অথচ তোমার মুখের হাসি ত মিলিয়ে যায় নি। একটা মানুষ তুমি আজ আনন্দে দশটা হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমি ত ভুলতে পারি না মা যে আজীবন পিতাকে আমি চিনি নি; চিনেছি এই স্নেহময় মাতুলকে তারই অন্নে পরিপুষ্ট হয়ে তাঁর বিপদে তোমার মত নির্ব্বিকার হয়ে বসে থাকতে আমি পারব না মা।

মল্লিকা। যা খুশী কর গে যা, আমি এর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। হবে কোত্থেকে? ছেলেটি কার? তোর বাপ আমাকে সারাজীবন কাঁদিয়ে দুহাতে দান করেছে, আর মরার সময় আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেছে হাজার হাজার টাকা দেনা আর একটা অপোগণ্ড ছেলে। দূর দূর, আগে যদি জানতুম, এমন বোকা আমার পেটে জন্মাবে, তাহলে পেটে আগুন ধরিয়ে দিতুম। গুরু, গোবিন্দ, গদাধর।

[প্রস্থান।

যাদব। যেমন মা, তেমনি তার বউ; এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। কি সৌভাগ্য আমার!

কেতকীর প্রবেশ।

কেতকী। কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

যাদব। যুদ্ধে।

কেতকী। কার সঙ্গে যুদ্ধ?

যাদব। দেওয়ান ভাবনা কাজীর সঙ্গে।

কেতকী। কি বলছ পাগলের মত?

যাদব। এতে পাগলের কি দেখলে কেতকি? মহারাজ বন্দী, তাঁকে মুক্ত করতে পারি আর না পারি, অন্ততঃ চেষ্টা করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য। পথ ছাড়, আমি যাই।

কেতকী। যেতে হবে না, বসো। এইমাত্র খবর এসেছে মহারাজ ফিরে আসছেন।

যাদব। আর মাধব? মাধব কোথায়?

কেতকী। চুলোয়। তাকে পিঠমোড়া করে কারাগারে বেঁধে রেখেছে। বকরীদের দিনে তাকে জবাই করবে।

যাদব। কেতকি!

কেতকী। এ কেতকীর কথা নয়, দূতের নিজের মুখের কথা, শোন গে যাও!

যাদব। পথ আগলে দাঁড়ালে কেন? সৈন্যেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সর, আমি যাই।

কেতকী। তবু যাওয়া চাই-ই?

যাদব। হ্যাঁ হ্যাঁ, সরে যাও, বিরক্ত করো না; এ সময় প্রতি মুহূর্ত্ত মূল্যবান। বোঝ না কেন? মাধব কারাগারে, আমি কি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করতে পারি?

কেতকী। মাধব মরুক, তোমার তাতে কি?

যাদব। আমার কিছু নয় কেতকি। মামাত ভাই বেঁচে থাকলেই বা কি, মরে গেলেই বা কি? মরে গেলে বরং আমরা নিশ্চিন্তে রাজ্য ভোগ করতে পারব, কেউ আর কোনদিন বাদ সাধবে না।

কেতকী। তবে যুদ্ধ যুদ্ধ করে মেতে উঠেছ কেন?

যাদব। ভাবছি শুধু দুঃখিনী সোনাইয়ের কথা।

কেতকী। তা ত ভাববেই; ভাদ্রবউয়ের কথা ভাসুর ভাববে না ত ভাববে কে? তবু যদি ভাইয়ের মন্ত্রপড়া বউ হত।

যাদব। মন্ত্রপড়া বউয়ের যে দুটো হাত দশটা হয় নি, তুমিই তার প্রমাণ; আর এক পয়সার কেনা বউ যে কত ভাল হতে পারে, সোনাই তারই জ্বলন্ত সাক্ষী। মাধব আমার বক্ষের পঞ্জর; তবু তার মৃত্যুও আমি সইতে পারি, কিন্তু সোনাইয়ের বৈধব্য আমি সইতে পারব না।

কেতকী। তোমার সোনাইকে আমি গলা টিপে মারব।

যাদব। তাহলে তোমাকেও আমি জ্যান্ত মাটিচাপা দেব।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

সোনাইয়ের প্রবেশ।

সোনাই। যুবরাজ,—

যাদব। কোন ভয় নেই মা। মাধবকে আমি নিশ্চয়ই উদ্ধার করে নিয়ে আসব।

সোনাই। পারবেন না যুবরাজ। এই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে অত বড় শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করলে সসৈন্যে মৃত্যু ছাড়া পথ নেই।

যাদব। তাতেই বা ক্ষতি কি মা? সে আমায় রাজ্য দিয়েছে, আমি তার জন্য প্রাণটাই দেব।

সোনাই। না না, আপনি যাবেন না। থাকুন তিনি কারাগারে।

যাদব। তার জন্য নয় মা; আমি যাচ্ছি তোমার জন্য। আমি যে তোমায় আশীর্ব্বাদ করেছি, তোমার সিঁথের সিঁদুর কখনও মুছে যাবে না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি]

সোনাই। যুবরাজ,—

যাদব। সাবধানে থেকো। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কেতকী। শোন।

যাদব। গাছপাথরকে বল, আমাকে নয়।

[প্রস্থান।

কেতকী। কি করব? কার মাথাটা চিবিয়ে খাব? কার বুকের রক্ত নিঃশেষে শুষে নেব?

মল্লিকার প্রবেশ।

মল্লিকা। ও বৌমা, কি রকম বউ তুমি বাছা? ছেলেটা চলে গেল যে।

কেতকী। আমি তার কি করব?

মল্লিকা। শুধু কি সাজতেই শিখেছ? হাতখানা টেনে ধরতে পারলে না?

কেতকী। অমন ছোটলোকের হাত টেনে ধরতে আমি পারব না।

মল্লিকা। কি বললে?

সোনাই। পিসীমা, তুমি রাগ করো না পিসীমা। দিদির কোন দোষ নেই; সব আমারই অদৃষ্টের দোষ।

মল্লিকা। বেরিয়ে যা কালামুখি। তোর নাগরের জন্যে আমার ছেলে মরবে কেন? তুই গিয়ে মর,—ভাবনা কাজীর কাছ থেকে যে কোন মূল্য দিয়ে তার মুক্তি আদায় কর গে যা।

সোনাই। তুমি ত জান পিসীমা, সেখানে গেলে আমার নারীত্বের সম্ভ্রম ধুলোয় মিশে যাবে।

মল্লিকা। যাক, তাতে আমার কি? যাবি ত যা, নইলে আমি তোকে দরোয়ান ডেকে রাস্তায় বার করে দেব।

সোনাই। পিসীমা,—[পদধারণ]

মল্লিকা। বেরো অলক্ষ্মি, বেরো। [পদাঘাত]

কেতকী। আঃ, কি কচ্ছ মা? ওর কি দোষ?

সোনাই। না দিদি, দোষ আমারই। আমি যাচ্ছি পিসীমা। তুমি যা বলেলে, তাই করব। দিদি, আমি তোমার ছোটবোন, আমার উপর রাগ করো না। বাবাকে আমার প্রণাম জানিও। আর তোমার ভাওর এলে বলো, আমি যা কিছু করেছি, তাঁরই জন্যে করেছি। যে যা বলে বলুক, তিনি যেন বিশ্বাস করেন, আমি অবিশ্বাসিনী নই।

[দ্রুত প্রস্থান ।

মল্লিকা। এতদিনে আপদ বিদেয় হল। আবার ফিরে না এলে বাঁচি।

কেতকী। আচ্ছা মা, তুমি আর মহারাজ কি একই পিতার সন্তান?

মল্লিকা। এ কথা কেন বলছ?

কেতকী। আমার বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, তিনি দেবতার ছেলে, আর তুমি চণ্ডালের মেয়ে। [প্রস্থান ।

মল্লিকা। ছোটলোকের মেয়ের কথাটা শুনলে?

প্রতাপরুদ্রের প্রবেশ।

প্রতাপরুদ্র। যাদব কই মল্লিকা, যাদব কই?

মল্লিকা। সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধে চলে গেল দাদা।

প্রতাপরুদ্র। চলে গেছে?

মল্লিকা। না যাবে কেন? তুমি কারাগারে, আমাদের কারও চোখে কি ঘুম আছে দাদা? এসেছ, ভালই হয়েছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

প্রতাপরুদ্র। আমি এসেছি বটে, কিন্তু মাধবকে রেখে এসেছি। সে বড় বিপন্ন। বিলম্ব হলে হয়ত তার—যাক, আমি চললুম।

মল্লিকা। এসেই চল্লে কি রকম? বরং যাদবকে তুমি ফিরিয়ে আন। তুমি যখন এসেছ, তখন আর যুদ্ধে কাজ কি?

প্রতাপরুদ্র। মাধব যে বন্দী।

মল্লিকা। আহা, ভাবতেও বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি তার কি করতে পার? নবাবকে চোখ রাঙিয়ে এসেছে, ভাবনা কাজীর লোককে খুন জখম করেছে, ওকে রক্ষে করা শিবেরও অসাধ্য।

প্রতাপরুদ্র। রোগী মরবে জেনেও আত্মীয় স্বজন তার চিকিৎসার ত্রুটি করে না। কিন্তু এ শাস্ত্র তুমি বুঝবে না বোন। আমি যাচ্ছি; তুমি একবার সোনাইকে ডাক!

মল্লিকা। কোথায় সোনাই? কাকে ডাকব? সে পালিয়ে গেছে।

কেতকীর প্রবেশ।

কেতকী। না মহারাজ, মা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রতাপরুদ্র। কেন মল্লিকা?

মল্লিকা। অবাক করলে বৌমা। আমি তাড়ালুম, না নিজেই গালাগাল দিতে দিতে বেরিয়ে গেল? ছেলের বউ এমন শত্রু? ছি ছি ছি, আমি যাব কোথায়?

প্রতাপরুদ্র। যমালয়ে যাবে। আমি ফিরে আসি, তারপর তোমার ব্যবস্থা করব। বৌমা, চারিদিকে চর পাঠিয়ে দাও, সোনাইকে ফিরিয়ে আন। সে এলে বলো, আমি ফিরে এসে তাদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ দেব। বলো, তার কোন ভয় নেই, কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের চেয়ে তার মর্য্যাদা কম নয়। [প্রস্থান।

মল্লিকা। হ্যাঁ লা ছোটলোকের মেয়ে—

কেতকী। ছোটলোকের মেয়ে তুমি। ভদ্রলোকের মত যদি থাকতে পার থাক, না হয় বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

মল্লিকা। তোর বাড়ী, না? গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? ছেলেটাকে হাত করে নিয়ে আমাকে তাড়াবি? তোর সে আশায় ছাই পড়বে। তোর ভ্যাড়া হওয়ার চেয়ে আমার ছেলেকে যমে নিয়ে যাক।

কেতকী। মা,—এ তুমি কি বললে মা? [পায়ে আছড়াইয়া পড়িল]

মল্লিকা। দূর ইতরের বাচ্ছা। [পায়ে ঠেলিয়া প্রস্থান।

কেতকী। ওঃ—বৈধব্যের কল্পনায়ও এত জ্বালা! না না, এ আমি সইতে পারব না, এ অভিশাপ আমি ব্যর্থ করব। [প্রস্থান।

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভাটুকের গৃহসম্মুখ।

ভিখারীর বেশে হোসেন শা'র প্রবেশ।

হোসেন। আল্লা মেহেরবান,—

মুক্তকেশীর প্রবেশ।

মুক্তকেশী। কোন মুখপোড়া? কি চাই এখানে?

হোসেন। দুটি ভিক্ষে।

মুক্তকেশী। চুলোর ছাই দেব না? ভিক্ষে! কত ভিক্ষে দিয়েছি তোমার মত ফকির ফক্করকে। পুণ্যি আর রাখবার জায়গা নেই। আর তোমাদের ভিক্ষে দেব না।

হোসেন। তিনদিন খাই নি হুজরাইন।

মুক্তকেশী। খেয়ে আর কাজ নেই, মর গে যাও। কি নাম তোমার ?

হোসেন। আমার নাম মির্জ্জা মহম্মদ জাঁহাবাজ খাঁ।

মুক্তকেশী। এখানে এসেছ কেন গা ? যাও না ভাবনা কাজীর বাড়ী। ভিক্ষে মিলবে, থাকবার জায়গাও মিলবে। কালিয়া পোলাও খেয়ে গায়ে মাংস হক, তারপর একটি ভাল দেখে হিন্দুর মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেললেই ত পীর হয়ে যাবে।

হোসেন। এ আপনি কি বলছেন ? ছি ছি,—

মুক্তকেশী। সেজেছ ত বেশ। ভাবনা কাজী তোমায় পাঠিয়েছে বুঝি ? কিন্তু সে ত আমার ঘরে নেই'। কাকে নিতে এসেছ মিঞা ?

হোসেন। আপনি যে কি বলছ, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। কে নেই ?

মুক্তকেশী। সোনাই গো সোনাই, আমার সাতজন্মের শত্তুর।

হোসেন। তা ভাবনা কাজীটা কে ?

মুক্তকেশী। তুমি কোন দেশের লোক ? ভাবনা কাজীর নাম শোন নি ? পোড়ামুখো নবাবের দেওয়ান গো। কত হিন্দুর মেয়েকে যে সে পথে বসিয়েছে, তার সংখ্যা নেই ; কত বাড়ী যে দলে চষে সর্ষে বুনেছে, তার লেখা জোখা নেই।

হোসেন। আপনি বল কি ঠাকরুণ ? নবাবের দেওয়ান এমন খারাপ ? একি সত্যি ?

মুক্তকেশী। না, সব মিথ্যে। মুসলমানের রাজত্বে হিন্দুর কথা কি সত্যি হয় ? যাও যাও, বোঝা গেছে ; ভাবনা কাজীর কাছে দশখানা করে লাগাও গে। সে এসে আমার মাথাটা কেটে নিক, আর তোমাদের পোড়ামুখো নবাব দাঁত বার করে খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ুক।

হোসেন। আপনি শুধু শুধু নবাবকে গাল দিচ্ছ কেন ঠাকরুণ?

মুক্তকেশী। গাল দেব না, পুজো করব? একবার যে মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছি না; তাহলে ঝেঁটিয়ে নবাবের বিষ ঝেড়ে দিতুম।

হোসেন। ঝাঁটাটা না হয় আমাকেই মার আপনি। কিন্তু 'তার' দোষটা কি?

মুক্তকেশী। দোষ নয়? তার চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছে না তার দেওয়ানের কীর্ত্তি, শুনতে পাচ্ছে না, তার হিন্দু প্রজাদের কান্না? খাজনা নেবে আর প্রজাদের ভালমন্দ দেখবে না?

হোসেন। কথাটা যদি আপনি তুললেন ঠাকরুণ, তাহলে বলি; আপনাদের যে রাজা—সেও ত মোসলমান প্রজাদের দুই চক্ষে দেখতে পারে না।

মুক্তকেশী। তোমার গুষ্ঠীর মাথা। বন্যায় যখন মুসলমান পাড়া ভেসে গেল, তখন এই রাজাই তাদের নিজের বাড়ীতে এনে ঠাঁই দিয়েছিল। বেইমান ব্যাটারা মাথা তুলেই তার নামে নবাবের কাছে লাগিয়েছে। আর নবাব অমনি তেলেবেগুনে জলে উঠে হুকুম দিলে,—কর রাজাকে বন্দী।

হোসেন। সে কি ঠাকরুণ? রাজা বন্দী কি গো? কে বাঁধলে তাকে?

মুক্তকেশী। ওই বাঁদীর ছেলে ভাবনা কাজী, আবার কে? স্তাকা! জান না কিছু? বেরো হতভাগা।

হোসেন। বড় ক্ষিধে, দুটি ভিক্ষে দাও।

মুক্তকেশী। যা যা, মিলবে না ভিক্ষে। এই পয়সাটা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলুম; ফেলেই দিতুম,—এই নিয়ে পালাবি ত পালা, নইলে মারব মুড়ো ঝাঁটা। [আধুলী দান]

হোসেন। এ কি পয়সা, না আধুলী?

মুক্তকেশী। আধুলী না মোহর, সৎব্রাহ্মণ দেখে তোমায় দান করেছি। পয়সা পেলে, নিয়ে ছুট দেবে, তা নয়, আবার তকরার কচ্ছে। মুখখানা ভাল লেগেছে বুঝি? কিন্তু আমি ত সোনাই নই মিঞা, আমি মুক্তকেশী।

ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

ভাবনা। কোথায় সোনাই? সোনাই কোথায়?

মুক্তকেশী। তুমি লোকটা কে?

ভাবনা। আমি ভাবনা কাজী।

মুক্তকেশী। সোনাইয়ের খোঁজে এসেছ? পেলব, একটা বেত নিয়ে আয় ত।

ভাবনা। কি?

মুক্তকেশী। চোখ পাকাচ্ছ কেন? মুক্ত বামনীর নাম শোন নি? বসো, শুনিয়ে দিচ্ছি। আমার ভাগ্নীকে তুমি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলে; সামনে যখন পেয়েছি, তোমাকে আমি জ্যান্ত কবর দেব।

ভাবনা। চোপরাও কসবী।

মুক্তকেশী। কসবী তোর মা। দাঁড়া বাঁদীর ব্যাটা, আঁশবটিটা নিয়ে আসছি। দেখি কেমন মরদ তুই, আর কেমন মহাপুরুষ তোর নবাব হোসেন শাহ।

ভাবনা। সোনাইকে চাই আমি, এখনি চাই; নইলে বাড়ীতে আমি আগুন ধরিয়ে দেব। রাজবাড়ীতে সে নেই, নিশ্চয়ই এখানে এসে লুকিয়েছে। বার কর সোনাইকে।

হোসেন। কি করবেন হুজুর সোনাইকে পেলে?

ভাবনা। বাঁদী করব।

হোসেন। এমন বাঁদী আর কটা করেছ আপনি?

ভাবনা। চোপরাও ব্যাটা ভিখিরীর বাচ্ছা। [কশাঘাত]

হোসেন। ভিখিরীর 'বাচ্ছা' নই হুজুর। বাপ মস্ত লোকই ছিল, আমিই আজ দায়ে পড়ে ভিখিরী হয়েছি। খোদার দোয়ায় এ ভিখিরীও নবাব হতে পারে হুজুর।

ভাবনা। ফের কথা? বেরো বলছি। [মুক্তকেশীকে] এই, সোনাই কোথায়?

মুক্তকেশী। জানি না।

ভাবনা। [সপদদাপে] আলবাৎ জানিস। তাকে এনে দে, নইলে আমি তোকেই—

ভাটুক ঠাকুরের প্রবেশ।

ভাটুক। নিকে করবে? সুখ পাবে না দেওয়ান সাহেব, তিনদিনের মধ্যে তোমার সব দাড়ি উপড়ে নেবে। বাড়ী যাও মিঞা, বাড়ী যাও। পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে যুবরাজ এগিয়ে গেছে, আমি যাচ্ছি আরও দুহাজার নিয়ে।

হোসেন। কোথায় যাচ্ছ আপনারা ঠাকুর?

ভাটুক। ভাবনা কাজীর পাপের প্রাসাদ ধূলিসাৎ করতে। নবাব যখন প্রতিকার করলেন না, তখন এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ভাবনা। যুদ্ধ করবে! কাঁচকলাখেকো বামুন ভাবনা কাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে! যুদ্ধটা এইখানেই করিয়ে দিচ্ছি। [চাবুক ফেলিয়া তরবারি উত্তোলন]

হোসেন। [তরবারি ধারণ] করেন কি হুজুর? এ যে বামুন।

ভাবনা। ধরলি যে বেয়াদপ? ভিখিরীর এত সাহস? তাহলে আগে তোকেই—[মুক্তকেশী চাবুক কুড়াইয়া লইয়া ভাবনাকে প্রহার করিতে গেল, ভাটুক ধরিয়া ফেলিল] এত বড় হিম্মৎ?

ভাটুক। পালাও মিঞা। এই নাও তোমার চাবুক। [চাবুক ফিরাইয়া দিল]

ভাবনা। আচ্ছা, দুটো দিন অপেক্ষা কর; আবার আসব আমি। তোমাদের ঘর-বাড়ী লাঙ্গল দিয়ে চষে ফেলব।

[প্রস্থান।

ভাটুক। কাকে বলব? কে বুঝবে আমাদের এ বেদনা? নবাব কোন কথা বিশ্বাস করলেন না।

মুক্তকেশী। কথায় হবে না গো, কথায় হবে না। আমি যাচ্ছি আঁশবটি নিয়ে।

হোসেন। তোমায় যেতে হবে না মা-ঠাকরুণ। আমি যাচ্ছি, তোমাদের সব কথা নবাব সাহেবকে বলব। নবাবের ভাগ্য ভাল যে তোমার মত এমন একজন প্রজা তার রাজ্যে আছে। আদাব, আদাব।

[প্রস্থান।

মুক্তকেশী। একটা ভিখিরীর যে ধর্ম্মজ্ঞান আছে, নবাবের দেওয়ানের তা নেই। কি চমৎকার রাজত্বে আমরা বাস কচ্ছি।

ভাটুক। আমি যাই মুক্তকেশি।

মুক্তকেশী। যাও না, এখনও পা ঘসছ কেন?

ভাটুক। সাবধানে থেকো।

মুক্তকেশী। কেন? ভাবনা কাজীর ভয়ে? আসুক না আর একবার। কেটে দুখানা করে সতী মায়ের ঘাটে ভাসিয়ে দেব। হ্যাঁ গা, সোনাই রাজবাড়ীতে নেই? কোথায় গেল তবে?

পেলবের প্রবেশ।

পেলব। **গীত।**

উড়ে গেছে খাঁচার পাখী অসীম গগনে,
আসবে না আর, গাইবে না গান শুভ লগনে।
কত ডেকে হলাম সারা,
নিঠুর তবু দেয় নি সাড়া,
কান্না আমার এল ফিরে আমারি শ্রবণে।

মুক্তকেশী। কি রে পেলব?

পেলব। দিদি চলে গেছে মা, দিদি চলে গেছে।

মুক্তকেশী। চলে গেছে!

ভাটুক। কাঁদিস নি পেলব। এ ভালই হয়েছে, আর কেউ তার দিকে নজর দেবে না। সারাজীবন হতভাগী শুধু আশ্রয় খুঁজে মরেছে, কোথাও শান্তির আশ্রয় জোটে নি। এতদিনে যমরাজ বুঝি তাকে আশ্রয় দিয়েছে।

পেলব। বাবা,—

ভাটুক। পেলব,—আমি যদি আর না-ই ফিরে আসি, তোর উপর আমার এই আদেশ রইল, তোর চিরদুঃখিনী দিদিকে তুই ভুলিস নে। আমার শ্রাদ্ধ তুই করিস আর না করিস, বছরে বছরে আমার সোনাইয়ের শ্রাদ্ধ করিস বাবা। আসি মুক্তকেশি।

মুক্তকেশী। কেবলই ত আসি আসি কচ্ছ। যাবে ত যাও, না হয় ঘরে গিয়ে রান্না কর, আমি এগিয়ে যাই।

ভাটুক। মেয়েটাকে যমে নিলে, তবু তোমার মুখের বিষ গেল না! জয় শিব শঙ্কর, জয় শিব শঙ্কর। [প্রস্থান।

পেলব। সত্যি দিদি মরে গেছে মা?

মুক্তকেশী। যেমন তোর বাপের বুদ্ধি, তেমনি বুদ্ধি তোর। দুঃখ সইতে না পেরে সে মরবে,—এত ছোট সোনাই নয়, তাহলে সে আমার ঝ্যাঁটা লাথি খেয়েই মরত। আমি তাকে রোদে পুড়িয়ে জলে ভিজিয়ে পাথর করে তুলেছি। ইচ্ছে করেই যদি সে মরে,—তাহলে একটা বড় কাজ করে মরবে। কিন্তু আমি ভাবছি, ওরা কি অভাগা! ওরা যা পেয়েছিল, কেউ তা পায় নি। হেলায় হারিয়ে ফেললে? দুত্তোর রাজবাড়ীর নিকুচি করেছে। [প্রস্থান।

পেলব। হে ঠাকুর, আমার দিদিকে বাঁচিয়ে রাখ, তাকে সুখী কর ঠাকুর। [প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

প্রতাপরুদ্রের প্রবেশ।

প্রতাপরুদ্র। যাদব, যাদব,—

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। এগিয়ে চলুন মহারাজ, এগিয়ে চলুন, থামলেন কেন?

প্রতাপরুদ্র। আর কি নিয়ে এগিয়ে যাব যাদব? জয় আমাদের হবে না। একটা কামান ছিল, তাও শত্রুরা ছিনিয়ে নিলে। তোপের মুখে আমাদের কত সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে উড়ে গেল। যারা আছে, তাদের আর আমি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চাই না। এদের নিয়ে তুমি দীঘলহাটিতে ফিরে যাও যাদব।

যাদব। আপনি কোথায় যাবেন?

প্রতাপরুদ্র। আমি আর দীঘলহাটিতে ফিরব না। মাধব আর তার স্ত্রীর উপর যে অবিচার করেছি, কাশীধামে বসে সারাজীবন তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

যাদব। পুত্রকে কারাগারে রেখে যদি তীর্থ-দর্শন করতে আপনার প্রাণ চায়, আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমি আমার ভাইকে না নিয়ে ঘরে ফিরব না।

প্রতাপরুদ্র। সে আর ফিরবে না যাদব। তুমি থাকলে হয়ত রাজ্যটা রক্ষা পাবে।

যাদব। আপনি গিয়ে আপনার রাজ্য রক্ষা করুন। যার রাজ্য সে কারাগারে পচে মরবে, আর আমি গিয়ে তার সম্পদ কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করব, এ সম্পর্ক আমাদের নয় মহারাজ। আমি বয়সে বড়, সে আমার ছোট ভাই। মরতে হয় আমি আগে মরব, সে আসবে আমার পেছনে।

প্রতাপরুদ্র। যাদব, তুমিই তাকে চিনেছিলে, আমি চিনতে পারি নি। আবার যদি দিন ফিরে পেতুম! হল না, সাজানো নৌকো মাঝ দরিয়ায় বানচাল হয়ে গেল। দুঃখিনী মেয়েটাও যে কোথায় গেল, কেউ জানে না।

যাদব। কার কথা বলছেন? কে গেল?

প্রতাপরুদ্র। সোনাইয়ের কথা। তোমার মা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

যাদব। সোনাইকে তাড়িয়ে দিয়েছেন? মা? আমারই অপরাধ; কথাটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ওঃ—যান মহারাজ; আপনার ভগ্নীকে আপনি ক্ষমা করতে চান করুন, কিন্তু আমি যদি ফিরে যাই, মা বলে তাকে ক্ষমা করব না।

ভাটুক ঠাকুরের প্রবেশ।

ভাটুক। মহারাজ, আমি এসেছি মহারাজ। দু হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছি। এরা যুদ্ধ জানে না, কিন্তু প্রাণ দিতে জানে। আপনার কামান কই, কামান?

প্রতাপরুদ্র। শত্রুর কবলে।

যাদব। আমি ছিনিয়ে আনব আমাদের কামান।

ভাটুক। তুমি নও, আমি যাচ্ছি।

প্রতাপরুদ্র। না না, আমি যাব।

যাদব। দোহাই মহারাজ, আমায় বাধা দেবেন না। জয় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের জয়।

প্রতাপরুদ্র। পারবি না, ওরে পারবি না।

যাদব। আপনার আর ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই পারব। [উভয়ের পদধূলি লইয়া প্রস্থান।

প্রতাপরুদ্র। ভাটুক ঠাকুর,—

ভাটুক। মহারাজ,—

প্রতাপরুদ্র। সোনাইকে দেখেছ?

ভাটুক। না মহারাজ, বোধ হয় আত্মহত্যা করেছে।

প্রতাপরুদ্র। তোমার হাতে অস্ত্র আছে। যদি প্রতিশোধ নিতে চাও, এই তার অবসর ভাটুক।

ভাটুক। মহারাজ, আপনার আভিজাত্যের যূপকাষ্ঠে একটা নিষ্পাপ শিশু বলি হয়ে গেছে; আমার ছেলেটা যদি মরত, আমার এত দুঃখ হত না। কত কষ্ট সহ্য করে আমি পাঁচ বছরের মেয়েকে আঠার বছরের করে তুলেছিলাম। গৃহিণীর নির্য্যাতন থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্যেই আমি বাড়ী ছেড়ে বিদেশে যেতে পারি নি:

তাই আমার চালে খড় জোটে নি। আমার পাথরের বুকটা আপনি ভেঙ্গে দিয়েছেন; তবু আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম। কারণ আমার গেছে সোনা, আপনার হারিয়েছে মাণিক। [প্রস্থান।

প্রতাপরুদ্র। হারিয়ে দিলে! ভাগ্য আমায় হারিয়ে দিলে!

ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

ভাবনা। এই যে মহারাজ, মেজাজ শরীফ?

প্রতাপরুদ্র। রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার ব্যঙ্গের পাত্র নয়। তুমি মাধবকে মুক্তি দেবে কি না, তাই আমি জানতে চাই।

ভাবনা। না মহারাজ, আমি তাকে বকরীদের সময় বকরীর বদলে কোরবাণি করব।

প্রতাপরুদ্র। তার আগে তোমাকেই আমি যমালয়ে পাঠাব।

[আক্রমণ, উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

আজিম ও যাদবের প্রবেশ।

যাদব। সরে যাও আজিম, সরে যাও, আমি কামান ছিনিয়ে আনব।

আজিম। আমি থাকতে তা পারবে না যুবরাজ।

মাধব। মনে আছে আজিম, আমরা দুজন একই গুরুর কাছে অস্ত্র শিক্ষা করেছি?

আজিম। মনে আছে। তোমার মত বন্ধু আমার কেউ ছিল না, আজও বোধ হয় নেই।

যাদব। তবে কেন তুমি আমায় বাধা দিচ্ছ? সব জেনে শুনে কেন ভাবনা কাজীর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছ?

আজিম। নুন খেয়েছি কি না, কথাটা ভুলতে পাচ্ছি না।

যাদব। ভুলিয়ে দিচ্ছি, এস।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ভাটুক ঠাকুর ও আগাবাসী খাঁর প্রবেশ।

ভাটুক। তুমি এসেছ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে?

আগাবাসী। কেন, মানুষটা গায়ে লাগল না?

ভাটুক। যাও মিঞা যাও, কেন শুধু শুধু মরবে?

আগাবাসী। আমি মরব না, মরবে তুমি।

ভাটুক। তবে তাই হক।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

ভাবনা। কে আছ? বন্দী রাজাকে ঢাক ঢোল বাজিয়ে কারাগারে নিয়ে যাও।

অবতারের প্রবেশ।

অবতার। হুজুর,—

ভাবনা। কি হল? ছুটে আসছো কেন?

অবতার। ভয়ানক ব্যাপার হুজুর; নবাব আপনাকে জোর তলব দিয়েছেন।

ভাবনা। কেন?

অবতার। তা কি জানি? যান জাঁহাপনা, দেরী করবেন না। নবাব দীঘলহাটির রাজবাড়ীতে অপেক্ষা কচ্ছেন।

ভাবনা। তা ত কচ্ছেন। কিন্তু তলব দিলেই ত যাওয়া যায় না। যুদ্ধটা করবে কে?

অবতার। যুদ্ধ এখন শিকেয় তুলে রাখুন। স্বেচ্ছায় না গেলে হয়ত কাণ ধরে নিয়ে যাবে।

ভাবনা। খবরদার বেয়াদপ।

অবতার। আর দাঁত খিঁচুবেন না হুজুর। দিন, আমার পাওনাটা দিন, চলে যাই।

ভাবনা। কিসের পাওনা?

অবতার। মাধবকে ভুলিয়ে এনেছিলুম; তার দরুণ দু হাজার টাকা; আর সোনাইকে ঘর ছাড়া করে পথ দেখিয়ে এনেছি, তার জন্যে সাড়ে তিন হাজার। দু হাজার পেয়েছি, বাকীটা দিন।

ভাবনা। সোনাই আসছে?

অবতার। আজ্ঞে। দিন আমার পাওনাটা দিন, বেলা বেলি পালিয়ে যাই।

ভাবনা। হুঁ।

অবতার। হুঁ নয়, টাকা।

ভাবনা। যুদ্ধক্ষেত্রে টাকা কোথায় পাব!

অবতার। টাকা ত আপনার গলায়ই ঝুলছে। এক ছড়া হার খুলে দিন।

ভাবনা। তোমার বাবার বয়সে এ হার চোখে দেখেছ?

অবতার। তোমার বাবার বয়সে এমন মেয়েমানুষ চোখে দেখেছ?

ভাবনা। বেরিয়ে যা কুকুরের বাচ্ছা। [পদাঘাত]

অবতার। কি, আমাকে লাথি? যাচ্ছি আমি নবাবের কাছে। নিজে মরেও আমি তোকে শূলে চড়াব বাঁদীর বাচ্ছা। [প্রস্থানোদ্যোগ। পেছন হইতে ভাবনা কাজী অবতারের পিঠে তরবারি বিদ্ধ করিল] আঃ—বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, তোমার জন্যে সবাইকে ছেড়েছি, তার এই ফল? না, তুমি ঠিকই করেছ, এ কাজের এই পরিণাম। [প্রস্থান।

ভাবনা। নবাব তলব দিয়েছে! কে নবাব? নবাব আমি।

সোনাইয়ের প্রবেশ।

সোনাই। ভাবনা কাজি, ভাবনা কাজি, আমি এসেছি।

ভাবনা। সোনাই! তুমি এসেছ!! কে নিয়ে এল!

সোনাই। কেউ নয়, আমি নিজেই এসেছি। বেশী কথা বলতে পাচ্ছি না। আমার স্বামীকে মুক্তি দাও, তুমি যা বলবে, আমি তাই শুনব।

ভাবনা। শুনবে!!! তাহলে খোদার কসম, আমি তোমার স্বামী-শ্বশুর সবাইকে মুক্তি দেব। আর এও আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি,—তোমাকে যখন পাব, তখনই আমি যুদ্ধ বন্ধ করব। যাও প্রাসাদে আমি যাচ্ছি।

সোনাই। দেওয়ান সাহেবের জয় হক।

ভাবনা। কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন?

সোনাই। আনন্দে। [প্রস্থান।

ভাবনা। কে ছুটে আসছে?

আজিমের প্রবেশ।

আজিম। আমি হুঁজুর, আজিম খাঁ।

ভাবনা। কাঁপছ কেন?

আজিম। বন্ধুত্বের ঋণ শোধ করে এলাম হুজুর। আপনার পরম শত্রুকে সরিয়ে দিয়ে এলাম। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দীঘলহাটির গৌরব-সূর্য্য যাদব নারায়ণ রায়ও অস্ত যাচ্ছে।

ভাবনা। শোভনাল্লা! সাবাস! কি পুরস্কার চাও বল।

আজিম। বিদায় চাই হুজুর। আর আমি অস্ত্র ধরতে পারব না। সেলাম, সেলাম। [তরবারি রাখিয়া প্রস্থান।

ভাবনা। আশমানকী চাঁদ মিল গিয়া, আউর কইকো দরকার নেহি। [প্রস্থান।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি]

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। এ কি হল? ভাবনা কাজী আমায় মুক্তি দিলে। ভাবলুম, প্রহরীরা আমায় প্রকাশ্য রাজপথে এনে জবাই করবে। তা নয়, শৃঙ্খল খুলে নিলে! এত দয়ালু ত ভাবনা কাজী নয়।

সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু। কে এখানে? মাধব নয়?

মাধব। তুমি কে?

সুবাহু। আমি চামরহাটির যুবরাজ।

মাধব। তুমি হঠাৎ এখানে কেন যুবরাজ?

সুবাহু। সোনাই এসেছে?

মাধব। সোনাই! সে এখানে আসবে কেন? কি হয়েছে তার বল। কথা বলছ না যে? হতভাগিনী মরে যায় নি ত?

সুবাহু। মরে নি। কিন্তু সে দীঘলহাটিতে নেই। কোথায় গেছে, কেউ জানে না।

মাধব। চলে গেল! কোথায় গেল? কেন গেল সুবাহু? সে ত শ্বশুর ঘর থেকে পালিয়ে যাবার মেয়ে নয়।

সুবাহু। পালিয়ে যায় নি; আমার ভগ্নী আর তার শাশুড়ী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি আমার ভগ্নীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে বেরিয়েছি। যদি সে বেঁচে থাকে, আমি তাকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

মাধব। সইল না সুবাহু,—আমার এতটুকু সুখ বৌদির সইল না? পিতার স্নেহ, সিংহাসনের উত্তরাধিকার—সবই ত তার জন্য ছিল, আমি শুধু আমার স্ত্রীকে নিয়ে একটুখানি আশ্রয় চেয়েছিলাম; তাও আমায় দিলে না? যাও সুবাহু যাও; বৌদিকে গিয়ে বল, আর আমাদের আশ্রয় চাই না। তাকে যদি পাই, দীঘলহাটিতে আর আমরা ফিরে যাব না।

সুবাহু। না মাধব, তুমি চলে যাও; আমি তোমার স্ত্রীকে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিয়ে যাব, যদি সে জীবিত থাকে। কেতকীর উপর অভিমান করো না ভাই। গিয়ে দেখ, আজ সোনাইয়ের জন্য তার চোখের জলের বিরাম নেই। তুমি ফিরে যাও মাধব, তুমি ফিরে যাও। [প্রস্থান।

মাধব। সোনাই! সোনাই!

নিশাচর। [নেপথ্যে] নাই নাই।

মাধব। কে বলছে, 'নাই'? আকাশ, বাতাস, পাখী? না না, তা হতে পারে না। বিধাতা এত নির্দ্দয় হতে পারেন না। আমি যাব, যেখানেই সে থাক, আমার ডাক শুনলে সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। সোনাই, সোনাই,—[আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইল,—'নাই নাই'।] চুপ, মিথ্যাবাদীর দল—চুপ! আমার সোনাইয়ের এত তুচ্ছ মৃত্যু হতে পারে না। আমাকে নিরাপদ না দেখে সে মরতে পারে না। কিন্তু কোথায় গেল আমার পাপিয়া?

মরণাপন্ন যাদবের প্রবেশ।

যাদব। কার কণ্ঠস্বর? কে এখানে? মাধব?

মাধব। এ কি, যাদব! এ কি দশা তোমার? সর্ব্বাঙ্গ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পা টলছে, মুখে কথা ফুটছে না। কি হল? কে তোমায় এমনি করে মৃত্যুর দ্বার দেশে টেনে আনলে? আমি তাকে চরম শাস্তি দেব।

যাদব। আজ আর ওকথা নয় ভাই। তুমি বসো, আমি একটা কথা বলে যাই। [মাধব উপবেশন করিল ; যাদব তাহার কোলে অর্দ্ধ-শায়িত হইলেন] দুঃখ করো না ভাই ; এই ভাল। আমার দুরদৃষ্ট আমার মাথায় যে নিদারুণ অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল, আজ সে বোঝা নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। তোমার রাজ্যে তুমি ফিরে যাও।

মাধব। আমাকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্যই কি তুমি আত্ম-বলি দিলে? আমি ত রাজ্য চাই নি। সোনাইকে পেয়ে আমি সব ভুলেছিলাম।

যাদব। সে কথা আমার চেয়ে বেশী কে জানে? কিন্তু আমি বড়—তুমি ছোট ভাই ; আমি দেব, তুমি দুহাত ভরে নেবে। তোমার সম্পদ আমি কি নিতে পারি?

মাধব। তার জন্য তুমি এমনি করে নিজের মৃত্যু ডেকে আনলে?

যাদব। না রে, সে জন্য নয়। তুমি কারাগারে, যে কোন মূল্য দিয়ে আমি তোমার মুক্তি আদায় করতে চেয়েছিলাম। আর কথা কইতে পাচ্ছি না। বৌমাকে পেলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। মাকে আর কেতকীকে অন্যত্র সরিয়ে দিও।

ত্রাস্ত সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু। মাধব,—সর্ব্বনাশ হয়েছে মাধব, শীঘ্র এস।

মাধব। কি হয়েছে?

সুবাহু। তুমি জান তোমার মুক্তি কে আদায় করেছে?

মাধব। কে?

সুবাহু। সোনাই।

মাধব ও যাদব। সোনাই?

সুবাহু। ভাবনা কাজী তোমায় অমনি ছেড়ে দেয় নি। সোনাই ধরা দিয়েছে।

মাধব। কি?

যাদব। বৌমা ধরা দিয়েছে! না না, তা হবে না। মাধব, তুমি কারাগারে ফিরে যাও। সুবাহু আমায় বৌমার কাছে নিয়ে চল।

[নিজেই উঠিয়া অগ্রসর হইয়া পড়িয়া গেল]

মাধব। যাদব,—

যাদব। যা, ওরে যা।

মাধব। না যাব না, সোনাই তলিয়ে যাক, তবু তোমাকে এ অবস্থায় রেখে আমি যাব না।

যাদব। বড় ভাইয়ের এই শেষ আদেশ রাখবি না?

মাধব। রাখব দাদা, রাখব। কিন্তু তুমি—সুবাহু, আত্মীয়ের কাজ কর—হে ঈশ্বর, তুমি দেখো। আমি যাচ্ছি দাদা, পায়ের ধুলো দাও।

যাদব। [মাধবের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। আবার যেন আসি এই দীঘলহাটিতে তোমার আর সোনাইয়ের ভাই হয়ে।

[সাশ্রুনেত্রে মাধবের প্রস্থান।

সুবাহু। যাদব,—

যাদব। কেন?

সুবাহু। কেতকীকে দেখবে? আমার সঙ্গে সে এসেছে। ডাকব তাকে?

যাদব। না; তার জন্যই সোনাই ঘরছাড়া।

সন্নাভরণা কেতকীর প্রবেশ।

কেতকী। সে কেতকী আর নেই; একবার চেয়ে দেখ। [সম্মুখে দাঁড়াইল]

যাদব। এ তোমার কি বেশ যুবরাণি।

কেতকী। যুবরাণী আমি নই, সোনাই। তাদের রাজ্য তারা গিয়ে ভোগ করুক। এই অসার রাজ্য মাঝখানে ছিল বলেই আমি তোমার কাছে আসতে পারি নি। আজ কত কাছে এসেছি, তবু তুমি চলে যাবে?

যাদব। যাওয়াই ভাল কেতকী। বেঁচে থাকলে মাধব আমায় রাজ্য থেকে মুক্তি দেবে না।

কেতকী। জগৎ জানবে যে আমরা দুজনেই মরে গেছি। চল, —ওঠ, আর বেলা নেই। দাদা, নৌকো ঘাটে আনতে বল। তারপর তুমি চলে যাও। সবাইকে বলো, আমরা মৃত।

সুবাহু। যাচ্ছি দিদি, যাচ্ছি। আবার কবে দেখা হবে?

কেতকী। আর দেখা হবে না।

সুবাহু। কেতকী,—

কেতকী। ঠাকুরপোকে বলো, তার বৌদি তাদের আশীর্ব্বাদ করে গেছে।

সুবাহু। বলব বোন; কিন্তু—না না, তোরা চলে যা, তোরা চলে যা। ভগবান তোদের সহায় হন। [প্রস্থান।

কেতকী। ওগো, আর শুয়ে থেকো না ওঠ।

যাদব। তোমাকে দেখে আজ বড় বাঁচতে সাধ হচ্ছে। কিন্তু আর আমি উঠতে পারব না।

কেতকী। পারবে। গলা জড়িয়ে ধর, যমের সাধ্য কি তোমায় স্পর্শ করে?

যাদব। কেতকি! তুমি এত সুন্দর!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য।

ভাবনা কাজীর প্রাসাদ।

মাধবের প্রবেশ।

মাধব। সোনাই, সোনাই,—

প্রতাপরুদ্রের প্রবেশ।

প্রতাপরুদ্র। কই সোনাই?

মুক্তকেশীর প্রবেশ।

মুক্তকেশী। কোন্ ঘরে সোনাই? ওরে, সাড়া দে; তারপর আমি দেখি,—কটা মাথা ভাবনা কাজীর যে তোকে আটকে রাখে।

মাধব। এ কি মামী মা, তুমিও এসেছ?

মুক্তকেশী। যাও বাবা, পালাও। সোনাই যদি বেঁচে থাকে, আমিই তাকে নিয়ে যাব। কারও সাধ্য নেই যে বাধা দেয়, সে ভাবনা কাজীই হক আর স্বয়ং নবাবই হক।

প্রতাপরুদ্র। কে তুমি দেবি ঘনঘোর অন্ধকারে বরাভয় নিয়ে আবির্ভূত হয়েছ? তুমিই কি সেই চণ্ডী! যিনি অত্যাচারী শুম্ভ নিশুম্ভকে সংহার করে ভয়ার্ত্ত পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন? আমরা অক্ষম অসহায় বলে তুমিই কি আমাদের মানমর্য্যাদা রক্ষার ভার নিতে এসেছ?

মুক্তকেশী। আমি চণ্ডী নই মহারাজ। মাটির মানুষ আমি, একটা অমূল্য নিধি আপনাকে দিয়েছিলাম, আপনারই দোষে সে হারিয়ে গেল। যদি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আপনার ঘরে আর পাঠাব না রাজা। তার যোগ্য আশ্রয় দীঘলহাটির রাজবাড়ীতে নেই।

মাধব। মামী মা,—

মুক্তকেশী। তুমি তোমার বাবাকে নিয়ে চলে যাও বাবাজি। আবার বিয়ে করে সুখে ঘর সংসার কর। আমার মেয়ে আমারই ঘরে থাকবে।

সকলে। সোনাই, সোনাই,—

সাশ্রুনেত্রে সোনাইয়ের প্রবেশ।

সোনাই। কে এসেছে? বাবা, আপনি। এ কি, তুমিও এখানে! মামীমাও এসেছ? কেন এলে তোমরা? চলে যাও, এক্ষুণি চলে যাও; পশুটা আসছে, আবার সবাইকে বন্দী করবে।

মাধব। করুক; আমরা সারাজীবন বন্দী হয়ে থাকব; তবু তোমার সম্ভ্রমের বিনিময়ে মুক্তি নেব না।

প্রতাপরুদ্র। যাও মা, আর এক মুহূর্ত্ত এখানে দাঁড়িও না। তোমার মামীমার সঙ্গে এখনি চলে যাও।

সোনাই। না, কোথাও যাব না আর। জীবন-মৃত্যুর মধ্যপথে সারাজীবন ছুটোছুটি করেছি, আর করব না ছুটোছুটি, আর কাঁদব না দুঃখের কান্না। আজ আমার পথের শেষ। বাবা, আপনি চলে যান। তুমিও আর দাঁড়িও না। তেত্রিশ কোটি দেবতা সাক্ষী, সোনাই অবিশ্বাসিনী নয়।

মাধব। আমি তা জানি।

মুক্তকেশী। ওদিকে নয়, আমার কাছে আয়। চল, ঘরে চল, আর তোকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না।

সোনাই। কারও বাড়ীই আর যাব না; আমি যমের বাড়ী যাচ্ছি। [বিষপান]

মুক্তকেশী। ও কি, কি খেলি হতভাগি? বিষ? [সোনাইকে জড়াইয়া ধরিল]

সোনাই। বিষ নয়। সর্ব্বদুঃখহারিণী সঞ্জীবনী সুধা!

সকলে। সোনাই।

ভাবনা কাজীর প্রবেশ।

ভাবনা। কে এখানে? আবার কি চাও তোমরা? যাও, যাও, বেরিয়ে যাও; সবাইকে মুক্তি দিয়েছি, আর কি চাই?

প্রতাপরুদ্র। }
মাধব। } চাই তোমার মৃত্যু।

ভাবনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ। থোড়া দেরী হো গা। এ আউরৎ কৌন হায়? তুই না সেই কসবী? ভাগ্নীকে বুকে করে বেহেস্তের খোয়াব দেখছ? হ্যাঁ—তোমাকে আমি বেহেস্তেই পাঠাব; তার আগে আমার খানসামা তোমার কপালে ভালো করে কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দেবে, আর তোমার স্বামী সেই কাঁচকলাখেকো বামুনটাকে ধরে এনে—

ভাটুক ঠাকুরের প্রবেশ।

ভাটুক। জবাই করবে, না? এস, এগিয়ে এস, দেখি কে কাকে জবাই করে। সোনাই কোথায়, বল বাঁদীর বাচ্ছা, কোথায় আমার সোনাই?

সোনাই। মামা,—

ভাটুক। একি? ব্রাহ্মণী। সোনাই তোমার কোলে শুয়ে কেন?

সোনাই। আমি যাচ্ছি মামা। ভাবনা কাজি, যদি ইচ্ছা হয়, তুমি আমার মৃতদেহটা গ্রহণ করো।

ভাটুক। এর অর্থ কি মাধব?

মাধব। সোনাই বিষ পান করেছে।

ভাবনা। বিষ পান করেছে! সোনাই! মিথ্যাবাদী বেইমানের দল;—কাউকে আমি মুক্তি দেব না। একা সোনাই মরবে না, সবাইকে আমি হত্যা করব।

মুক্তকেশী। চুপ্, আর একটা কথা বললে আমি তোমায় আস্ত গিলে খাব। আর সোনাই, মরতে হয় রাস্তায় গিয়ে মরবি চল, এই জানোয়ারের ঘরে তোকে আমি মরতে দেব না, নরক স্বর্গ হয়ে যাবে। হ্যাঁ গা, তুমি কাঁদছ? না না, কাঁদবে কেন? এ পশুর রাজ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।

সোনাই। শোন মামা, [মাধবকে] তুমিও শোন; বাবা আপনাকেও বলে যাচ্ছি; যে কামান্ধ পশু আমার জীবনটাকে এমনি করে ব্যর্থ করে দিলে, তার অপরাধ কেউ তোমরা ক্ষমা করো না।

[মুক্তকেশী সহ প্রস্থান।

প্রতাপরুদ্র। }
মাধব। } ভাবনা কাজি,—
ভাটুক। }

ভাবনা। চুপ, এ তোমাদেরই ষড়যন্ত্র; আমি তোমাদের সবাইকেই কোতল করব। [আগ্নেয়াস্ত্র বাগাইল]

সহসা হোসেন শা'র প্রবেশ।

হোসেন। খবরদার!

ভাবনা, ভাটুক। }
প্রতাপরুদ্র, মাধব। } মহামান্য বঙ্গেশ্বর !!!

হোসেন। সোনাই কোথায়?

মাধব। মৃত্যুর মুখে!

প্রতাপরুদ্র। বড় দেরী হয়ে গেল বঙ্গেশ্বর। পশুর অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য হতভাগিনী বিষ পান করেছে!

হোসেন। ওঃ, ঝড়ের বেগে ছুটে এলুম, তবু শেষ রক্ষা হল না? মাধব, তুমি যথাসময়েই আমার কাছে নালিশ করেছিলে; আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি নি। তুমি ঠিকই বলেছিলে, নবাবের কবি হওয়া চলে না। যা গেছে, তা আর ফিরবে না। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে আমি এ শাঠ্যের বিচার করব। ভাবনা কাজি,—

ভাবনা। কাফেরের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না হুজুর!

হোসেন। আমি ভিখারীর বেশে সরেজমিনে তদন্ত করেছি। ভাটুক ঠাকুরের বাড়ীতে তোমার চাবুক আমার এই হাতখানাকে ক্ষত বিক্ষত করেছিল। মনে পড়ে পাষণ্ড?

ভাবনা। আপনি কি—আপনি কি সেই—

হোসেন। আমি সেই ভিখারী। তোমার দশ বছরের কুকীর্ত্তি এই দীঘলহাটি পরগণার বুকে রক্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। আমি সবই ভাল করে জেনে এসেছি। তোমার অত্যাচারে আমার হিন্দু প্রজারা ত্রাহি রবে আর্ত্তনাদ করেছে, আর আমি মূর্খ নবাব রাজধানীতে বসে কীর্ত্তন গান আর কবিতা শুনেছি। তোমারই

জন্য বাংলার নবাব হোসেন শা'র নাম মসীলিপ্ত হয়েছে। আমি তোমায় মৃত্যুদণ্ড দিলাম।

সকলে। বঙ্গেশ্বরের জয় হক।

ভাবনা। জাঁহাপনা, দোহাই জাঁহাপনা,—

হোসেন। কি? প্রাণভিক্ষা। পাবে না। ভাটুক ঠাকুর,—

ভাটুক। আছি বঙ্গেশ্বর! তবু কতকটা শাস্তি। [ভাবনাকে শৃঙ্খলিত করিলেন]

নিশাচর। আমিও আছি হুজুর!

হোসেন। মাধব, এই অস্ত্র নাও; তোমার স্ত্রীর উপর যে পশু অমানুষিক নির্য্যাতন করেছে, তাকে তুমি নিজের হাতে হত্যা কর। নিশাচর তুমিও তোমার ভগ্নীর নির্য্যাতনের প্রতিশোধ নাও।

মাধব। } জাঁহাপনার জয় হক।
[illegible]। }

[ভাবনাকে শিব [illegible] গুলি করিল]

ভাবনা। আঃ—আল্লা।

[প্রস্থান; পশ্চাতে [illegible] মাধবের গুলি করিতে করিতে প্রস্থান।]

হোসেন। রাজা প্রতাপরুদ্র, ভাটুক ঠাকুর, আপনাদের নির্ব্বোধ নবাব প্রজাপালনে যে শৈথিল্য দেখিয়েছে, তারই ফলে একটা নিষ্পাপ বালিকার জীবন অকালে বিনষ্ট হয়ে গেল। আমার প্রাণ দিলে যদি

তাকে ফিরে পাওয়া যেত, তাতেও আমার আপত্তি ছিল না। সাতদিনের মধ্যে আমি এ প্রাসাদ ধুলোয় মিশিয়ে দেব, আর এখানে খনন করিয়ে দেব এক বিরাট সরোবর। এই দেবীর নামানুসারে সেই সরোবরের নাম হবে **সোনাই দীঘি**।

[প্রস্থান।

ভাটুক। বঙ্গেশ্বরের জয় হক।

প্রতাপরুদ্র। ভাটুক ঠাকুর, দুঃখে চোখে জল আসছে, কিন্তু বুকটা আমার গর্ব্বে ফুলে উঠছে। এরাই আমাদের কন্যা, এরাই আমাদের মা, স্বামীর জন্য সর্ব্বত্যাগিনী এমনিই আমাদের বাংলার বধূ।

[উভয়ের প্রস্থান।
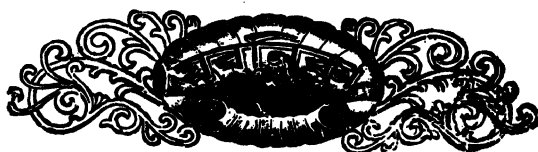
—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

চিতোর-লক্ষ্মী—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। নট্ট কোম্পানীর বিজয়-নিশান। ঐতিহাসিক নাটক। পদ্মিনী আগুনে পুড়ে মরেছে,—বীরশূন্য চিতোর,—লক্ষ্মণ সিংহের এগারটি ছেলে মালদেবের শরাঘাতে প্রাণ দিয়েছে। নিশীথরাত্রে কে ডেকে বললে, ম্যায় ভুখা হুঁ। চিতোর লক্ষ্মী রাজরক্ত চায়! রাজা রক্ত দিলে, পিপাসা তবু মিটল না। একমাত্র রাজকুমার অজয় সিংহ রাজদণ্ড নিয়ে কৈলোয়ারায় আশ্রয় নিলে। কোথায় গেল যুবরাজের পালিত শিশু? কেমন করে পিতার শরে বিধবা হল নতুন রাণী মালদেবের শিশুকন্যা? আঠারো বছর পরে জন্মভূমিতে ফিরে এল হামির। ঘুমন্ত চিতোর জেগে উঠল—মালদেব বিধবা কন্যার সঙ্গে দিলেন হামিরের বিবাহ। মূল্য ৩·৫০।

বীর অভিমন্যু—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি। মহাভারতের চিরকরুণ কাহিনীর অপূর্ব্ব নাট্যরূপ। যুধিষ্টিরের মহত্ত্ব, অর্জ্জুনের অন্তর্দ্বন্দ্ব—ভীমের বীরত্ব, দ্রৌপদীর তপ্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে সবাই পরিচিত। জয়দ্রথের তপস্যা কি আপনারা দেখিয়াছেন? কৌরব ভগিনী দুঃশলার কথা কি শুনিয়াছেন? জানেন কি দুর্য্যোধনের বৈমাত্রেয় ভাই যুযুৎসুর প্রাণ কি দিয়ে গড়া? এ সবই আছে এ নাটকে। আর আছে উত্তরা অভিমন্যুর পাগল করা ভালবাসা। মূল্য ৩·৫০।

রাজ্যকলঙ্ক—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত। মাৎস্য ন্যায়ের দৌরাত্ম্যে কর্ণ সুবর্ণের যখন নাভিশ্বাস, স্বৈরাচারী বিক্রম তখন বসল সিংহাসনে, কিন্তু তাকে রাজা বলে স্বীকার করলে না ধর্ম্মশীল আর তার পুত্র মানব। গুপ্ত ঘাতকের ছুরি পিতা পুত্রের পৃষ্ঠভেদ করলে। মহাসতী কঙ্কাবতীর জীয়ন কাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত মানস জেগে উঠল, কে হরণ করলে গোপাল দেবের পুত্র ধর্ম্মকে? কি পুরস্কার পেল ছেলেধরা শোভন? মূল্য ৩·৫০।